Bhudeb Mukherjee Collection

তমসা

শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী

প্রণীত।

মূল্য বার আনা মাত্র।

Bhudeb Mukherjee Collection

তমসা

(নাটক)

—⁂—

শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী

প্রণীত।

কলিকাতা

২৬।৬নং রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বহুবাজার,
১নং গঙ্গাধর বাবুর লেন, ইউনিভার্সিটী প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউসে
স্মার চ্যাটার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য বার আনা।

U··· ·para Jaikrishna Public Library
Accn No....................Date.......

ভূমিকা।

মহাকবি সেক্ষপীয়র-রচিত 'সিম্বেলিন' নাটক অবলম্বনে 'তমসা' রচিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া, ভাষা মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছেন এবং আমার অনুরোধে অনেকগুলি সঙ্গীতও রচনা করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ আছি।

এক্ষণে 'তমসা' সুধীসমাজে আদর পাইলেই কৃতার্থ হইব।

কলিকাতা,

১লা আশ্বিন, ১৩১৯।

শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক,

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল,

মহাশয়ের পত্র।

"আপনার 'তমসার' পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহাই আপনার প্রথম উদ্যম,—সে হিসাবে রচনা, মোটের উপর, আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। চর্চ্চা রাখিলে নাট্যরচনায়, কালে, আপনি যশস্বী হইতে পারিবেন, এমন আমার আশা হয়। আপনার অনুরোধে আনন্দের সহিত আমি কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিলাম, আপনি সেগুলি তমসা নাটকে ব্যবহার করিতে পারেন। ইতি

ভবানীপুর,
১২ই আষাঢ়, ১৩১৯।

ভবদীয়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাল্যকাল হইতে যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে পার্থিব শোকদুঃখ অনায়াসে সহ্য করিয়াছি, আমার সেই স্নেহশীল পূজনীয় বড় দাদার শ্রীচরণে ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হইল।

স্নেহার্থী
সতীশ।

নাট্যোক্ত নরনারী।

পুরুষ

ব্রহ্মানন্দ স্বামী		...	...	সন্ন্যাসী।
জিতেন্দ্রজিৎ		...	...	অলকার রাজা।
অমর্ক	...	...	...	রাজ্ঞীর ভ্রাতা।
বিজয়	...	...	...	অজ্ঞাত-পরিচয় যুবক।
কনক	...	...	...	ব্রহ্মানন্দের শিষ্য।
অজিত	...	...	...	বিজয়ের বন্ধু।
কঙ্কর	...	...	...	অজিতের প্রতিবেশী ও সহচর।

রাজবৈদ্য, সভাসদগণ, প্রহরীগণ, প্রতিহারী, অনুচরগণ, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, ব্রহ্মানন্দের শিষ্যদ্বয় প্রভৃতি।

স্ত্রী

বিশ্বজয়ী	...	...	...	রাজ্ঞী—তমসার বিমাতা।
তমসা	...	...	...	জিতেন্দ্রজিতের কন্যা।
সুরমা	...	...	...	তমসার সহচরী।

মাঙ্গলিকব্রতধারিণীগণ, পরিচারিকা, সখীগণ, তাপসকুমারীগণ প্রভৃতি।



তমসা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ।

(ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১। কি হে ভায়া, বহুকাল পরে যে! বলি, ছিলে কোথায়? একেবারে বদলে গেছ—আর চেনা যায় না. মোটে!

২। আর দাদা, আজ ন বছর রাজ্য ছাড়া. - কাল ত রাজ্যে পদার্পণ হয়েছে!

১। কেন, ভায়া, দেশের মায়া ত্যাগ করলে নাকি?

২। তা নয়! বুড়ো মাকে নিয়ে নানা তীর্থ ঘোরা যাচ্ছিল।

১। ন বছর তীর্থ পর্য্যটন—তোমাকে দেখলেও পুণ্য আছে, ভায়া! খুব একটা কাজ করে নিলে!

২। যাক দাদা, ভূমিকা এখন থাক্। তার পর রাজ্যের খবর-বার্ত্তা কি, বল দেখি?

১। আর রাজ্যের খবর! এ পোড়া রাজ্য—(সচকিত)

২। সে কি দাদা—অমন কথা বলোনা—মহারাজ জিতেন্দ্রজিতের তুল্য রাজা কোথায় আছে ? সাক্ষাৎ রাজর্ষি—

১। হ্যাঁ রাজর্ষিই বটে! অমন দয়ার শরীর, কন্যার প্রতি অত দয়া,— ভায়া, সে ঋষিত্বটুকু বহুকাল অন্তর্হিত হয়েছে।

২। কেন, কেন? ভাই, ব্যাপার কি শীঘ্র বল! মহারাজ, মহারাণী—

১। (গাঢ় স্বরে) মা লক্ষ্মী স্বর্গে।

২। এ্যাঁ! (মস্তকে হাত দিয়া উপবেশন)

১। বলি, ভায়া, বসলে যে! আগাগোড়া ব্যাপার শুনলে এ রাজ্য ছেড়ে এখনি পলায়ন দিতে হবে!

২। (উত্থানান্তে) ভাই, বল, বল, রাজবাড়ীর অন্য সংবাদ কি ?

১। মা লক্ষ্মীর আসনে এখন অলক্ষ্মী বসেছে, ভাই, রাজ্য ছারে-খারে যাচ্ছে।

২। কি আশ্চর্য্য! রাজকুমারী—?

১। কারাগারে!

২। কি সর্ব্বনাশ ? এত দূর হয়েছে! মহারাজ জিতেন্দ্রজিৎ সাক্ষাৎ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি। অমন রাজা,—তাঁর এমন পতন হল! কেন ?

১। আর কেন? সব সেই পুষ্পশরের খেলা! মহারাণীর মৃত্যুর পর (অশ্রু মুছিয়া) সেও আজ চার বৎসর হল, মহারাজ শোকে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে উঠলেন, পরে রাজবৈদ্যেরা ভ্রমণের পরামর্শ দিলেন ; সেই ভ্রমণ ঘটনা থেকেই এই বিভ্রাটের সৃষ্টি।

২। কি রকম ?

১। বুঝেও বুঝতে পার না—তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি যে পাক মেরে গেল!

২। তাই ত, দাদা, অবাক কাণ্ড!

১। তুমি ত শুনেই এত চঞ্চল, আর আমাদের চোখের উপর দিয়ে এসব ঘটনাগুলো হয়ে গেল, আমরা এখনও বেঁচে!—তার পর আর কি,—মহারাজ একটা চঞ্চলা চপলার মুখের হাসি দেখে শোকের মুখ ত বন্ধ করলেন—কোথাকার এক সামান্য লোকের মেয়েকে রাজ্যেশ্বরী করলেন—বেটী কি কম বদ্‌জাত—আবার শুধু ত তিনি হলে রক্ষে—তাঁর সঙ্গে একটা লেজুড়ের আবির্ভাব হল।

২। কি রকম?

১। একটা শ্যালক-রত্নের শুভাগমন।

২। ও বাবা, তবে ত একটা বেশ ব্যাপার দাঁড়িয়ে গিয়েছে—সে শ্যালক-রত্নটা কেমন?

১। আর কেমন? পোষ্য শ্যালক আবার কি রকম হয়, ভায়া? সাক্ষাৎ শকুনি,—শালার নাম অমর্ক, শালা একটা ষণ্ডের অবতার।

২। যাক্, সে পাপিষ্ঠের কথা রেখে দাও—এখন রাজকুমারীকে কারাগারে দিলে কেন?

১। সেও দাদা পঞ্চশরের খেলা। জেনো ভায়া, এ পৃথিবীতে যত অনর্থ ঘটে, তার শতকরা নিরনব্বইটার মূলে ঐ তোমার পঞ্চশর! সে কাণ্ডটা কি? রাজকুমারীর ব্যাপারই ত জান,— বাগানে গান-টান গেয়ে বেড়ান, যেন বিহঙ্গিনী—তা একদিন, সে আজ ছ মাসের কথা হল—রাজকুমারী সন্ধ্যার পর উদ্যানে ভ্রমণ করতে করতে দীঘিতে ডুবে যান—সে সময় এক ছোকরা তা দেখতে পায়, সে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে—তার পর ত এই ব্যাপার! রাজকুমারী তাঁকে বিবাহ করবার

জন্য পাগল। মহারাজ বল্লেন, কে এক অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক, তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হতে পারে না। রাজকুমারী বল্লেন, তিনি আজীবন কুমারী থাকবেন। রাজা ত বিষম ক্রুদ্ধ—কন্যাকে শ্রীঘরে প্রেরণ করলেন, আর সেই যুবকটীকে রাজ্য হতে তাড়িয়ে দিলেন।

২। বল কি, দাদা—শুনে যে গাটা কাঁপছে! ওহো আমাদের সেই রাজা আজ এমন! দেখ দাদা, তুমি যা বল্লে, তার মধ্যে আমার একটা খটকা লেগে রইল—ঐ যে বল্লে, রাজকুমারী ভ্রমণ কর্ত্তে কর্ত্তে জলমগ্ন হলেন এও কি একটা কথা? বোধ হয়, আমাদের রাজ্যের অলক্ষীর, গুরু গঞ্জনা সহ্য কর্ত্তে না পেরে রাজকুমারী এই অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

১। আমারও তাই বোধ হয়।

২। আচ্ছা, দাদা—সে লোকটির চেহারা কি রকম?

১। কি করে বলব, ভায়া! সে কি বোঝাতে পারব? সাক্ষাৎ তপ্তকাঞ্চনের মত বর্ণ—রূপ ফেটে পড়ছে—সে, ভায়া, কখনই যে সে লোকের ছেলে নয়! অমন রূপ—বুঝেছ, ভায়া—বহু ঘৃত-নবনীর বরে ঘটে!

২। ঠিক বলেছ! তা দাদা, এ হল কি—এ রকম ব্যাপার আগে জানলে আমি এ রাজ্যে আর পদার্পণ করতাম না—যাক্, ভায়া, যা হয়ে গেছে, তা ত আর শোধরাবে না! কাল সকালেই শর্ম্মা নগর ছেড়ে চম্পট দিচ্ছেন—এখানে থাকলে কি আর প্রাণ বাঁচবে?—ঐ শালা ব্যাটার সঙ্গে কোন্‌দিন চোখোচোখি হলে আমি দুটো কথা বলতে ছাড়ব না, অমনি এই কাঁচা মাথাটি আমার শরীর ছেড়ে কোথায় গিয়ে পড়বে, ঠিকানা থাকবে না! তুমি কি করছ, দাদা?

১। কি আর করব? সাত পুরুষের বাস ত্যাগ করতে পারছিনে,—অদৃষ্টে যা আছে, ঘটবে! এতদিন রয়েছি, আরও কিছুদিন দুর্গানাম স্মরণ করে পড়ে থাকি।

২। উঃ,—অবাক ব্যাপার! সেই রাজা, এমন পিশাচ! দাদা, নিজেদের উপর ঘৃণা হল—ছি ছি পুরুষ জাতটা এমনই বেইমান!

১। আর, দাদা, ও কথায় কি হবে? চল, যাওয়া যাক! তোমার ঠাকরুণকে প্রণাম করে আসিগে, চল।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজোদ্যানস্থ লতাকুঞ্জ।

বিজয় ও তমসা।

তমসা। প্রাণেশ্বর, কত সুখ, আজিকে হৃদয়ে!
ভুলিয়াছি, কারার যন্ত্রণা;
তব মুখ হেরি, কিবা প্রফুল্ল সাগরে
ভাসিতেছি; সকল বেদনা, মোর
অন্তর্হিত আজি!

বিজয়। সুদূর গগনে যবে উঠে শশধর,
চকোর কি ব্যগ্রভাবে চায় তার পানে,
সে-ই জানে, প্রিয়তমে!

আজি, তব দরশনে,
কি বলিব, হৃদয়ের আনন্দ-লহরী !
তুমি ছিলে অন্ধকার কারাগার মাঝে—
আমারও হৃদয় মগ্ন ছিল, ঘন অন্ধকারে,
তার পর, শেখরের মুখে
শুনি তব কারামুক্তি-বাণী
ব্যাকুল, এসেছি ছুটে !
কহ, প্রিয়ে, সহসা নৃপতি
এত, কেন, সদয় আজিকে ?

তমসা। নাহি জানি, প্রিয়তম।
কাল প্রাতে রাজ-প্রতিহারী
জানাল বারতা,
পিতা ক্ষমা করেছেন মোরে।

বিজয়। কত সুখী, আমি আজি !
প্রিয়ে, করেছি মনন,
তব পাশে প্রস্তাব করিব কিছু !
যদি হয় অনুমতি --

তমসা। ও কি কথা, নাথ ?

বিজয়। ছলনা-আধার, বিমাতা তোমার,
নাহি জানি, কত অত্যাচার
করিবে তোমার প্রতি !
আমি দূরে, সে সব স্মরিয়া

কেমনেতে এ জীবন করিব ধারণ ?
তাই প্রিয়ে, করিয়াছি স্থির,
দুই জনে রাজ্য ছাড়ি করি পলায়ন !
কহ প্রিয়ে, তোমার কি মত ?

তমসা। (অবনত মুখে) কহ নাথ, কবে দাসী,
ভিন্ন মত করেছে আশ্রয় ?
তুমি আলো, আমি ছায়া,
সর্ব্বস্থানে তব সহচরী !

বিজয়। সুধাময়ী, কত সুধা, রেখেছ লুকায়ে,
ও তব হৃদয়-মাঝে !
তুমি যবে থাক পাশে,
কিছুই অভাব নাহি করি অনুভব
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে মোর।
এই হেথা আসিছে শেখর !

শেখরের প্রবেশ।

শেখর। প্রভু, হইয়াছে আদেশ-পালন !
সখা তব আছেন প্রস্তুত !

বিজয়। ধন্য তুমি মিত্রবর !
শেখর, নহ তুমি ভৃত্য মোর,
মিত্র, মিত্র তুমি !
এত স্নেহ মিলেনা কোথাও !

শেখর। কহ, প্রভু, গমনের আছে কি উদ্যোগ ?

বিজয়। প্রস্তুত সকলি।

(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)

তমসা, অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,

আজ নহে, আর কিছু দিন পরে,

অজিতের উদ্যানেতে তব সনে

লইব আশ্রয়।

এবে তার উদ্যোগের প্রয়োজন !

হৃদয়ের দেবী মোর,

আজ তবে থাক্, অন্য দিন লয়ে যাব তোমা'

আমার সে দরিদ্র কুটিরে !

তমসা। তোমার বিহনে, নাথ, কেমনেতে এ প্রাণ ধরিব ?

বিজয়। শেখর রহিবে হেথা।

প্রয়োজন হলে পাঠাইও লিপি মোরে,

শেখরের করে !

শেখর, যাও এবে,

কহ গিয়া, সখারে আমার,

অবিলম্বে মিলিব তাহার সনে !

শেখরের প্রস্থান।

প্রিয়ে, আসি তবে !

তমসা। (বিজয়ের হস্ত ধরিয়া) কোথা যাবে, নাথ ?

অভাগীর হৃদয়-পিঞ্জর শূন্য করি,

কোথা যাবে হৃদয়-রতন ?

শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে, কেমনেতে জীবন ধরিব ?
নাথ, নাথ, তুমি যবে যাও দূরে,
কিছু নাহি থাকে মোর এই পৃথিবীতে,
তব চিন্তা-ভারে
হারাইয়া ফেলি, ক্ষুদ্র অস্তিত্ব আমার !

অন্তরালে বিশ্বজয়ীর প্রবেশ।

বিশ্বজয়ী। বেশ ! আজ মনসাধ মিটিবে আমার,
দুইজনে মিলিয়াছ পুনঃ !
অভীষ্ট হইবে পূর্ণ এতদিনে মোর !
বিজয়—ছিন্ন মুণ্ড তব আজিকে হেরিব।
যাই, দেখি, কোথা মহারাজ !

প্রস্থান।

তমসা। নাথ—একান্তই যাবে যদি,
লহ তবে অতুল প্রেমের মোর
ক্ষুদ্র নিদর্শন ! (অঙ্গুরীয় প্রদান)
এই অঙ্গুরীয় স্বয়ং জননী মোরে,
অন্তিম শয্যায় (অশ্রুমুছিয়া)
এই অঙ্গুলির পরে পরাইয়া দিয়া,
আপনার শেষ স্নেহ হস্ত রাখি,
করেছেন আশীর্ব্বাদ মোরে।
সেই কালাবধি, এই অঙ্গুরীয়
হয় নাই স্থান-চ্যুত !

আজও মোর জননীর স্পর্শ এরে রাখে সঞ্জীবিত.
সেই অঙ্গুরীয়, নাথ. ক্ষুদ্র স্মৃতি সম.
তব করে দিনু উপহার।

বিজয়। ওরে মায়াময়ী. ওরে রঙ্গময়ী.
কত মায়া. কত রঙ্গ. জান.
যার বশে মোর চারিদিক বেড়ি'
কি এক আকুল মোহ. রেখেছ বিছায়ে!
লহ প্রিয়ে. ক্ষুদ্র প্রতিদান
জননীর মম—স্নেহ-উপহার!

গলদেশ হইতে স্বর্ণহার প্রদান

দাও প্রিয়ে. বিদায়, এখন!

তমসা। গীত।

সাহানা—যৎ।

কোথা যাবে. কত দূরে, ফেলিয়া এ অভাগীরে,
তব দরশন বিনা. বাঁচিব কেমন করে?
তুমি প্রাণ, দেহে মম,
প্রীতি-ধারা অনুপম,
অসহ বিরহ তব, ভাসিব গো আঁখি-নীরে,
দেখাবার হলে ব্যথা, দেখাতাম হৃদি চিরে।

বিজয়। একি! অগ্নি-মূর্ত্তিবেশে আসে নরপতি!
কি হবে! কোথায় যাব?

বিজয়ের পলায়ন-চেষ্টা, ইতিমধ্যে জিতেন্দ্রজিতের প্রবেশ।

জিতেন্দ্র। কই, কোথা? এই যে পামর!
দুর্ব্বৃত্ত অধম কীট, এত স্পর্দ্ধা তোর?
বল্, কি সাহসে, এই রাজোদ্যানে,
কাহার সাহায্যে, তুই করিলি প্রবেশ?
নিজ করে লইতাম শির তোর —
কিন্তু হেয় ভাবি মনে
নারকীর শরীর স্পর্শিতে!
তমসা—আমার তনয়া হয়ে
এই নীচ অধমের সনে, কর বাক্যালাপ?
জনকের এত স্নেহ,—
এই বুঝি প্রতিদান তার?

তমসা। পিতা—পিতা—অজ্ঞান,—

জিতেন্দ্র। (বিজয়ের প্রতি) শোন্, নরাধম,
তনয়ার প্রাণ রক্ষা করেছিলি,
তাই পুন করিনু মার্জ্জনা!
কিন্তু আর নহে, আর নহে!
পুন যদি মোর রাজ্যমাঝে
তোর দরশন মিলে,
প্রাণদণ্ড হইবে নিশ্চয়!

অন্যথা হবে না কভু !
যাও, তিন দিন দিনু অবসর !
তিন দিন পরে কেহ যেন নাহি হেরে
ছায়া তোর, এ রাজ্যে আমার।

বিজয়। যাই, মহারাজ !
হায় ত—ম—সা !

প্রস্থান।

তমসা। (স্বগত) বিজয় ! বিজয় !
গান্ধর্ব্ব বিধানে বরমাল্য দিছি যার গলে,
সেই মোর পতি—
প্রাণেশ্বর, তুমি মোর জীবন-আধার,
তুমি স্বামী মোর —

জিতেন্দ্র। তমসা—
আজ হতে ভ্রমণ নিষেধ তব !
অন্তঃপুর-মাঝে বন্দী রবে, নিশিদিন !
সহচরীগণ তব, প্রহরীর সম,
দৃষ্টি সদা রাখিবেক, তোমার উপরে !

প্রস্থান।

তমসা। বিজয় ! বিজয় !
কবে পুনঃ পাব দরশন ?
এ দীর্ঘ জীবন-পথে
তুমি নাথ, ধ্রুবতারা মম,
তব প্রেমে লক্ষ্য রাখি,

কোনমতে ধরিব জীবন --
শুনিয়াছি, পিতা মোর করিছে উদ্যোগ,
আমার বিবাহ দিতে --
জেনো প্রাণেশ্বর,
দ্বিচারিণী হবে না, তমসা তব !
তুমি পতি, এ মম জীবনে !
যদি থাকে ধর্ম্ম, থাকে ভগবান,
সুখ-হর্ষমাঝে, দোঁহাকার হইবে মিলন!
নহে, জানিব, এ ধরা,—
পাপের যে পৈশাচিক লীলাভূমি শুধু।

প্রস্থান।

—o—

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

অমর্ক ও অনুচরগণের প্রবেশ।

অমর্ক। হ্যা দেখ, হরদমচাঁদ -

১। আজ্ঞে শালা মহারাজ !—

অমর্ক। তুমি শালা, বড় বদমায়েস্ !

১। বড় বদমায়েস্ !

অমর্ক। কাল রাত্তিরে, বাবা, অমন নেশা চটিয়ে দিলে —সে ঝটা কর্ণিকে নিয়ে তোফা আমোদ কচ্ছিলুম, আর তুমি শালা

তার ওড়না ধরে তাকে বেইজ্জত করে আমার ফুর্ত্তি চটালে!

১। আজ্ঞে, চটালুম্ হুজুর!

অমর্ক। তোমার ফাঁসি হবে!

১। হাঁ, ফাঁসি হবে!

২। হুজুর শালা মহারাজ!

অমর্ক। কে বাবা, বিরেশি শিক্কের হাঁক পাড়ছ?

২। আপনার প্রিয় ভৃত্য গুড়ুকচাঁদ!

অমর্ক। কেন, বাবা, গুড়ুকচাঁদ?

২। সেই গহরচাঁদের বাড়ীর সেই ছুঁড়িকে হুজুরের পায় ডালি দোব!

অমর্ক। সাবাস্! বাবা গুড়ুকচাঁদ!

২। হুজুর, সে বেটি কিছুতে আস্তে চায়না, শেষে আপনার বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির কথা না শুনে তার নাকে চোখে জল পড়তে লাগল, বল্লে, "অমর্ক প্রভুর দাসী আমি।"

অমর্ক। কি? দাসী? হাঃ হাঃ হাঃ।

সকলে। হাঁ, হাঁ, দাসী? হাঃ হাঃ হাঃ।

অমর্ক। দেখ, বাবা, গুড়ুকচাঁদ—তুমি আমাকে কিনে রাখলে! তুমি শালা আমার মন্ত্রী হলে—এ শালারা কোন কাজের নয়! এস, বাবা গুড়ুকচাঁদ! (গুড়ুকচাঁদের মুখচুম্বন)

২। হুজুর—হুজুর, বেইজ্জত করবেন না!

৩। শালা মহারাজ, ঐ দেখুন, এক মূর্ত্তির আগমন হচ্ছে!

অমর্ক। আরে, তাই ত, তাই ত!—ছুঁড়িটা বেশ ত—হুঁ হুঁ বাবা—বড় মজা! এস, সকলে লুকিয়ে পড়ি. তার পর যেই কাছে আসবে, অমনি—(ইঙ্গিত) বুঝেছ ত ?

সকলে। হাঁঃ, শালা মহারাজের জয়-জয়কার হোক্।

অমর্ক। অমনি সকলে,—লম্ফং দানং ব্যাঘ্রং-ঝম্পনং।

(সকলের অন্তরালে অবস্থান)

জনৈক নাগরিকার প্রবেশ।

নাগরিকা। দেখ দেখি, বাবুর সখ! এই রাত্রে বলে, মতিচাঁদের দোকান থেকে জহরতের হাতচিঠিখানা নিয়ে আয়! পথে কি চল্‌বার যো আছে ? রাজার শালা মুখপোড়া হাল্লা হাল্লা করে যেন দেশখানা মাথায় করে রেখেছে। মরেও না! বাবা, গাটা ছম্‌ছম্ কর্চ্ছে—যাই. কোন রকমে এইটুকু চলে যাই! দূরে একটা মানুষ যাচ্ছে, ওত সেই শালা মুখপোড়ার সঙ্গী নয় ? যেমন মুখপোড়া, তেমনি নল-নীল সঙ্গীও জুটেছে—দেশের হাড় যে কবে জুড়ুবে, বলতে পারি না!

অমর্ক। হরদমচাঁদ—

১। হুজুর,

অমর্ক। এইবার—

৩। হুজুর, আপনি এগিয়ে পড়ুন—তার পর—

৪। হাঁ—তার পর আমরা আপনার লেজ ধরে—

২। লম্ফ প্রদান কর্ব্ব।

অমর্ক। শালারা বড় ভীতু, চ. একসঙ্গে সকলে—

১। আজ্ঞে, যদি কামড়ে দেয়—

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accu. No...২৬৫৮৩...Date.........

অমর্ক। চল্, শালারা—পালাল যে!

সকলে। হা হা হা হা হো হো হো হো হুপ্!

(পরিচারিকার সম্মুখে লম্ফ-প্রদান)

নাগরিকা। ও বাবাগো, মাগো, ভূতে খেলে—ওগো, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর—

অমর্ক। (সুরে) বদন তুলে চাওনা বঁধূ, বিহনে প্রাণ কচ্ছে ধূ ধূ।

নাগরিকা। ওমা—এ যে শালা বেটা! ওগো, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর—মেয়েমানুষের উপর অত্যাচার করে।

নেপথ্যে নাগরিক। ভয় নাই, ভয় নাই—যতদিন আমার হস্তে তরবারি আছে, ততদিন এ রাজ্যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হবে না।

পরিচারিকার প্রস্থান।

২। হুজুর!—

অমর্ক। ও বাবা হরদমচাঁদ, ও কি?

৩। ভূত—ভূত—

অমর্ক। খেলে, খেলে, কি করি? ও বাবা, কোথায় যাব? রাত্তির বেলা যদি পেটে ঘেঁচ করে তলোয়ার বসিয়ে দেয়?

৪। (ক্রন্দনের স্বরে) ওগো, আমি ছাড়া বউয়ের আর কেউ নেই যে গো—তা হলে কি হবে গো! পেট ফেটে গেলে কি আর বাঁচব?

৩। এই! শালা মাল্লে! আরে চুপ কর্।

১। চুপ কর্!

সকলে। চুপ্ চুপ্ চুপ চুপ্ চুপ চুপ্!

অমর্ক। ওরে শালারা, অত চেঁচিয়ে চুপ করছিস, কেন? আস্তে চুপ্ কর্ না।

৩। হুজুর, ঐ একটা লোক আসছে!

২। ও হুজুর—কি হবে?

অমর্ক। ও বাবা—এ যে যম স্বয়ং—উঃ, বেটার চেহারা দেখ—যেন দুষমণ! হরদম্‌চাঁদ—

১। হুজুর!

অমর্ক। এগো ও ত বাবা—বেটাকে—ঐ ঐখানে ঠু—ঠুকে দাও

৩। দাও— ঠুকে দাও!

সকলে। হাঁ—দাও, ঠুকে দাও—

১। হুজুর, আপনি থাকতে হাঁ—হাঁ, আমার কি সেটা ভাল দেখায়?

অমর্ক। খুব দেখায়—খুব দেখায়!

১। তা কি হয়, হুজুর—? তা কি হয়, হুজুর—

নেপথ্যে নাগরিক। কেরে, দুর্বৃত্তেরা, এই গভীর নিশীথে সকলের শান্তির ব্যাঘাত করছিস!

অমর্ক। তোমরা সব যাওত—বে—বেটাকে ধ—ধরে নি—নিয়ে এস। তার পর হা-হাত মুখ বাঁধ, আমি তার পর তলোয়ার দি—দিয়ে ও—ওর গ—গ—গর্দ্দান নেবো! শালা—আ—

সকলে। আ—আ—আ—

অমর্ক। (স্বগতঃ) এইবার চম্পট দিই, বাবা, লোকটা এসে পড়ল (প্রকাশ্যে) ও বাবা গো, খেলে গো।

(পলায়ন)

অমর্ক। ওরে বাবা, গেছিরে! গেছিরে!

(অনুচরগণের গোলমাল করিতে করিতে পলায়ন)

নেপথ্যে অমর্ক। তোমরা পালিও না! আমি চট্ করে বাড়ী থেকে দুখানা তলোয়ার নিয়ে আসি!

নেপথ্যে সকলে। আমরাও কিছু খেয়ে আসি, হুজুর, গায়ে জোর হলে, সে যা লড়ব,—উঃ দেখে নেবেন।

নাগরিকের প্রবেশ।

নাগরিক। দুর্বৃত্ত রাজশ্যালকের জন্য লোকের ধনপ্রাণ নিয়ে বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে! অবশেষে অবলা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার! হায়, হায়, এ দুঃখের কথা কাকে বলব? মহারাজ এখন পত্নীর কিঙ্কর হয়েছেন, রাজ্য ক্রমে পিশাচের ক্রীড়াস্থল হয়ে উঠল! হায়, হায়, রাজ্যের অদৃষ্টে কি আছে, তা কে বলতে পারে? হায়, মা ভগবতী, তুমি মুখ তুলে চাও মা—এ দুঃখ দূর কর মা!

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অজিতের পুষ্প-বাটিকা।

অজিত, বিজয় ও কঙ্কর।

অজিত। জেনো, সখা, এ সব তোমার,
আমার এ দাস-দাসী
তোমার সে সব!

বিজয়। সখা, এত স্নেহ তব ?
নাহিক তুলনা এর।
এই স্নেহ-ঋণ, বিন্দুমাত্র পরিশোধ করিবারে
পারি যদি কভু, হব না কাতর !

অজিত। থাক, ওই কথা !
এই হেথা অনুচর মোর,
তব প্রণয়ের অভিলাষী !
বীর, ধীর, প্রশান্ত স্বভাব,
হৃদিখানি স্বচ্ছ মন্দাকিনী—
কোন দোষ নাই,
শুধু অন্ধ এক অর্থহীন যুক্তি লয়ে
সবলে হানিবে তাহা রমণীর শিরে !

বিজয়। কি কথা সে ?

অজিত। কঙ্করের দৃঢ় যুক্তি, রমণীর প্রেম,
অর্থহীন প্রলোভন শুধু,
কেড়ে নিতে মনুষ্যত্ব নর-হৃদয়ের,
তার স্থল পুর্ণ করিবারে
পৈশাচিক গরবের ভারে !

বিজয়। অদ্ভুত চরিত্র !

কঙ্কর। নহেক অদ্ভুত—সুহৃদ-প্রবর,
অজিত আমার সখা,
সেই সম্বন্ধের বলে

করি তোমা হেন সম্ভাষণ!
বিচক্ষণ তুমি, মতিমান,
কহ মোরে রমণী-প্রণয়,
কোন্ স্বার্থ না আনে হৃদয়ে?

বিজয়। কোন স্বার্থ, আমি নাহি জানি!
শুধু জানি, রমণীর নির্ম্মল প্রণয়,
পুরুষের পরুষত্বে ফেলিয়া সুদূরে,
দেয় একখানি সুকোমল
লাবণ্যের পূর্ণ হর্ষ হাসি।
পুরুষের কঠোরতা-নির্ম্মমতা আদি
সব মুছে যায়,
রমণীর প্রণয়-পরশে!
দুরবল হিয়া শক্তি পায় রমণীর তেজে!
সকল সদগুণ রাশি বিধাতার প্রতিবিম্ব সম
ভাতে তার আঁধার হৃদয়ে!

কঙ্কধর। হাসি পায়, হে ধীমান,
শুনি তব মুখে
অসার এ যুক্তি যত!
রমণীর ভালবাসা?
ছি ছি শাস্ত্রজ্ঞানী হয়ে
কেমনেতে এই যুক্তি
হৃদয়েতে দাও স্থান?

বিজয়। কেন দিই ?
হায়, শুষ্ক নীরস হৃদয়,
নারী-প্রেমে ও হৃদয় হয়নি শ্যামল.
তাই কহ হেন বাণী !

কঙ্কর। তাই কহি ?
গর্ব্বভরে পারি বলিবারে--
সতী নাহি অবনী-ভিতরে !
অর্থ প্রলোভনে হয় বশীভূতা নারী—
শুধু মৌখিক বাণীতে তুটা,
রূপের প্রশংসা যদি করে কেহ তার,
তা হলে অম্লান বদনে নারী
আপনারে সমর্পিতে পারে
সেই ঘৃণ্য চাটুকার-পদে !

বিজয়। অজ্ঞানের মত কহ, বন্ধুবর,
আমি জানি, রমণী সকলে
শক্তি-স্বরূপিনী,
শক্তি অংশে জনম তাদের
বেশী কথা নহে—
মোর প্রিয়তমা, রাজার কুমারী—
আমি জানি, প্রেম তার মোর পরে
কি গভীর, কি সে যে মহান্ !
সতীত্বের মণি সে তমসা !

কঙ্কর। ক্ষমা কর, মিত্রবর!
পরীক্ষা করেছ, কভু তারে?

বিজয়। পরীক্ষা? কাহার পরীক্ষা?
কিসের পরীক্ষা?
তমসার প্রণয় রতন,
অমূল্য সে, অতুলন এই পৃথ্বীমাঝে।
সেই প্রণয়ের আমি লইব পরীক্ষা?
কেন? এতই কি মূর্খ আমি?
আপনার এ হৃদয় দিয়া
পারি না কি অনুভব করিবারে,
হৃদয় তাহার?
আমাময় প্রাণ তার—
আমি ছাড়া, চিন্তা তার নাহি এ জগতে!
সে আমার, আমি তার, জীবনে মরণে!

কঙ্কর। ও কথায় মোর প্রাণ না মানে প্রত্যয়!
দেখিয়াছি, বহু শত নারী,
দেখিয়াছি, রমণী-হৃদয় —
অনেক প্রমাণ পেয়ে বুঝিয়াছি শেষে,
রমণী-হৃদয় কি অসার, কি চঞ্চল,
ঐ নদী-সম কখন চঞ্চল, কভু স্থির ধীর—
প্রশান্ত মধুর!
তুমি তারে ভালবাস, তাই তুমি ভাব,

একনিষ্ঠ প্রেম তার —
তুমি শুধু ধ্রুব-তারা !
কি বুঝিবে, নারীর ছলনা ?
বাহিরেতে মধু তার, অন্তরে গরল,
বিধির অদ্ভুত সৃষ্টি রমণী-হৃদয় !

বিজয় । হায়, কঠিন সমস্যা !
কিসে হায় বুঝাব তোমায় ?
লহ তবে এই কার্য্য-ভার —
দিব, এক লিপি তব করে,
যাও লয়ে তমসার পাশে,
পরীক্ষা করহ তারে,
পার যদি মম উপহার প্রেম-নিদর্শন
স্বর্ণ-হার—লইয়া আসিতে মোর পাশে,
ক্রীতদাস সম আমি রহিব তোমার !
বুঝিব তোমার বাণী সত্য বটে !

কঙ্কর । বেশ, তাই হোক !
আজিকে সন্ধ্যায় আমি করিব গমন
রাজধানী-মাঝে !
(স্বগতঃ) কি অদ্ভুত, প্রকৃতি আমার !
প্রশংসা কাহারও
করে যেন অগ্নিবৃষ্টি, এ দুটি শ্রবণে !
কতই যতন করি —

কিন্তু হায় সকলি বিফল !
ভ্রান্ত মনে ফিরাইতে নারি !
যাব রাজপুরী-মাঝে,
যদি দেখি, রাজকুমারীর মন
বদ্ধ বিজয়ের পরে— ?
যাক্, কেন ভাবি !
যা হবার হবে।
তা বলি পুরুষকারে করিব না ত্যাগ।

প্রস্থান।

অজিত। বিজয় ! বিজয় !

বিজয়। কেন, সখা, চিন্তা কর তুমি ?
স্বর্গ যদি কক্ষচ্যুত হয় —
দিবাকরে নাহি থাকে তাপ,
চন্দ্রে যদি শৈত্য নাহি থাকে,
তবু—তবু—তমসার মন,
ছাড়িবে না মোর চিন্তা !
আমি তার ধ্যান-জ্ঞান !
জানি, সখা, হৃদয়, তাহার
করিয়াছি প্রতি ছত্র পাঠ,
আমি তার শিরার শোণিত !
তবে এই বড় ব্যথা,
অবশেষে তর্ক-জালে পড়ি

সে অমূল্য প্রণয়ের, সে অতুল হৃদয়ের —
পরীক্ষা লইতে হল !
এস সখা, ক্লান্ত আমি,
বিশ্রামের মাগি প্রয়োজন !

অজিত। চল, সখা !
বিজয়, বিজয় !
কতদিন পরে,
পেয়েছি হৃদয়-ধনে হৃদয়ের পাশে !
কত কথা, কত ভাব, উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-মাঝে—কি বলিব ?
আনন্দেতে আত্মহারা আমি,
মূক সম ভাষা নাহি পাই !

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

(বিশ্বজয়ী আসীনা)

বিশ্বজয়ী। বিজয় ! বিজয় !
প্রতিশোধ-তৃষা মম আজিও মিটিল না !
যেই চক্ষে হেরি তব রূপ,
করেছিনু প্রণয় যাচনা,

সেই আঁখি দিয়া হেরিব যে দিন,
তোমার ও হৃদয়-শোণিত,
সেই দিন—সেই দিন যদি,
এই মোর পিপাসার হয় অবসান!
রক্ত-পিয়াসিনী আমি, ভয়ঙ্করী আজি!
রমণীর কোমলতা যত,
করিয়াছি পরিহার, দূরে,
তার স্থলে লয়েছি ছাঁকিয়া,
এ ধরার যত বিভীষিকা!
বিজয়! বিজয়! কেন, তুমি হলে না আমার?
মোর প্রেম, গভীর প্রণয়, দূরে ফেলি অকাতরে,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র বালিকার অভিমান-ভরা,
ক্ষুদ্র প্রণয়েরে তুমি ধরিলে হৃদয়ে?
অন্ধ আঁখি তব, হেরিল না বারেকের তরে,
এই মোর গভীর হৃদয়!
ভুঞ্জ আজি প্রতিফল, তার!
আহা! কতদিন—কতদিন হল,—
পরিণয় হয় নি আমার,
মৃগয়ার বেশে এসেছিলে, অতিথি হইয়া,
পিতার কুটীরে মোর।
সেই কালে ঐ রূপ হেরি,
প্রেম-ভিখারিণী আমি,

স্থান চেয়েছিনু, নারী, চরণে তোমার,
মেগেছিনু প্রণয় তোমার,
ঘৃণাভরে মাতৃ সম্বোধিয়ে,
দূরে তুমি ঠেলিলে আমারে ?
কেন ? কেন ? ছিনু, আমি রূপহীনা ?
লক্ষ তমসার রূপ ধরি এই দেহে !
মোর পাশে, বালিকা তমসা ?
ওরে অন্ধ, উপেক্ষা করেছ মোরে ?
তার পরে সেই প্রেম তৃষা,—
প্রতিহিংসা সনে আজি করেছি বরণ !
আমি রূপহীনা ? তাই এই রূপে,
মুগ্ধ আজি অলকার রাজা !
এই কথা কেহ নাহি জানে,
শুধু তুমি, আর আমি !
কেহ নাহি জানে,
মহারাজ দেবীসিংহ-তনয় বিজয় !
কহিলাম, বৃদ্ধ নৃপতিরে
নীচবংশে তনয়া তোমার দিবে ?
জ্বলিল নৃপতি হৃদি !
তাই আজি তমসার পার্শ্ব হতে
নির্ব্বাসন তব !
হাঃ হাঃ—তব সুখে হানিয়াছি বাজ।

মিলিল সুযোগ পুন
কি জানি, কি ভাবি,
আপনার পরিচয় করিলে গোপন—
বড় ভাল করিয়াছ—
আজ হতে শক্র তব বিশ্বজয়ী আমি
একমাত্র চিন্তা শুধু কেমনেতে
লব প্রতিশোধ !
(চিন্তা) প্রাণের তমসা তব—
তমসা ! তমসা !
স্নেহ আমি করিতাম তোরে,
কেন তুই হায় অভাগিনী—
বিজয়েরে দানিলি হৃদয়—
সেই হেতু শক্র তোর আমি !
বিমাতা এ তোর, বিমাতারই মত
করিবেক আচরণ—
প্রাণ লবে তোর !
তার পর ?
বিজয়-শোণিতে
মিটাইব এই মম প্রণয়-পিপাসা !
বিজয় ! বিজয় !
কেন তুমি হলে না আমার ?
যুবতী সুন্দরী আমি,

আজ কিনা বৃদ্ধের প্রেয়সী!
হা ধিক আমায়!
বিজয়! বিজয়!

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। মহারাণী, রাজবৈদ্যকে আহ্বান করেছিলেন—তিনি আপনার কক্ষদ্বারে উপস্থিত!

বিশ্বজয়ী। লয়ে এস, তারে।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

আজ ভাল মিলেছে সুযোগ,
এই কার্য্যে শেখরেরে আছে প্রয়োজন।

(রাজবৈদ্যকে লইয়া পরিচারিকার পুনঃ-প্রবেশ)

বিশ্বজয়ী। শেখর সেবকে মোর, জানাও আদেশ,
অবিলম্বে আসিতে হেথায়!

পরিচারিকা। যে আদেশ, মহারাণী।

প্রস্থান।

বিশ্বজয়ী। কহ বৈদ্য, প্রস্তুত সকলি?

রাজবৈদ্য। সব প্রস্তুত, মহারাণী! আপনার আদেশ, যতদূর ভাল করে করতে পারি, বুঝছেন কি না,—মহারাণী (ঔষধ-প্রদান)

বিশ্বজয়ী। সুখী হনু তোমার বচনে!
লহ পুরস্কার!

(স্বর্ণমুদ্রা-প্রদান)

রাজবৈদ্য। হাঁ, হাঁ, মহারাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

বিশ্বজয়ী। কি কথা ?

রাজবৈদ্য। এই মহারাণী, এই বিষটা বড় উগ্র! তাই বলছিলুম যে, প্রয়োজনটা কি ? হাঁ, হাঁ, মহারাণী, আমি আপনারই আজ্ঞাবহ সেবক!

বিশ্বজয়ী। অদ্ভুত প্রস্তাব, তব, বৈদ্যবর, আজি!
এই বিষে কেন প্রয়োজন, নাহি জান ?
কে না জানে, সমগ্র এ রাজ্য-মাঝে,
অলকার মহারাণী,
নানা ঔষধির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়ে
চাহে শিখিবারে,
শ্রেষ্ঠবিদ্যা চিকিৎসা-বিজ্ঞান ?
নীচ পশু পরে করি, এ পরীক্ষা,
কোন উদ্ভিদের আছে কোন গুণ!

রাজবৈদ্য। হাঁ হাঁ মহারাণী আমি ভুলে গেছলুম, হাঁ, হাঁ, বৃদ্ধ হয়েছি কিনা—তা মহারাণী এইটুকু মিনতি—এ বুড়ার উপর অনুগ্রহটুকু রাখবেন! আমি আপনার অধীন, নেহাৎ আপনার দাস! হাঁ, হাঁ, মহারাণী—

বিশ্বজয়ী। যাও এবে
আছে মোর অন্য প্রয়োজন!

রাজবৈদ্য। (স্বগতঃ)ওরে বেটি, তুই এমন সয়তানী, তা জানতুম না--চিকিৎসা বিদ্যা শিখছ ? আমার মুণ্ড শিখছ! নিজের কাঁটাটি তোলবার ফিকিরে ঘুরছ ; এ আর বোঝা যায় না ? ওরে বেটি, যত ঢাকবার চেষ্টা করনা

কেন, তোর পেটের ভিঁতর এক তাল পাপ রয়েছে, নাক দিয়ে চোখ দিয়ে ঝাঁজ বেরুচ্ছে, ও তুই ঢাকবি কি? এতটা বয়স হল, পৃথিবীর লোক দেখে ভাবগতিক দেখে চুল পাকালুম, কি, মিছামিছি? তুই কত বড় বদজাত, আমি দেখে নেবো! আমি তোর ফন্দি আগে থেকেই কিছু বুঝে ছিলুন, তাই একটা এমন ঔষধ দিছি, যা খাওয়ালে কিছুক্ষণের জন্য গভীর নিদ্রা হবে শুধু—তা ছাড়া রে বেটি, বজ্জাতের ধাড়ি, সয়তানের অবতার, তুই রাজকুমারীর প্রাণ-হানি কর্ত্তে পাচ্ছিসনে!

বিশ্বজয়ী। কি ভাবিছ?

রাজবৈদ্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহারাণী, এই কটি মুদ্রা,—অতটা পরিশ্রম করলুম—হ্যাঁ আপনি—আপনি—

বিশ্বজয়ী। যাও, এবে! দাসী-করে পাঠাইব,
উপযুক্ত অর্থ তব পরিশ্রম-হেতু!

রাজবৈদ্য। তবে আসি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহারাণী, গরীব চাকর-বাকরের উপর একটু নেকনজর রাখবেন। ভগবান আপনার ভাল করুন! এত সুখে কখনও থাকিনি—বড়রাণী কি চাকর-বাকরকে দেখত—চাকর বাকরকে না ছেলের মত দেখতে হয়?—তবে আসি, মহারাণী—হাঁ হাঁ প্রণাম হই—

প্রস্থান।

বিশ্বজয়ী। বাতুল, এ বৃদ্ধ বৈদ্য,
পেরেছে কি জানিবারে অন্তরের ভাব?
না—না—কেমনে পাইবে?
বার্দ্ধক্যের বশে মলিন হয়েছে প্রজ্ঞা—

স্বল্প বুদ্ধি বালক, সমান!
কেমনে পারিবে—
বিশ্বজয়ী বিশ্বসম অন্তর-মাঝারে
করিতে প্রবেশ?
এই হেথা আসিছে শেখর!
দেখিলে বৃদ্ধেরে অস্থি যায় জ্বলে!
বড় ভালবাসে তমসা-বিজয়ে!
এস বৃদ্ধ, তব প্রয়োজন আছে মোর—
তার পর বিজয় যেথায়
সেথা যেতে তিলমাত্র
বিলম্ব না হবে তব!

শেখরের প্রবেশ।

শেখর। কেন দাসে স্মরেছ, জননি?
বিশ্বজয়ী। কহ, কি করিছে তনয়া আমার?
শেখর। অশ্রু শুধু ফেলে অকাতরে
প্রভুর বিহনে মম!
বিশ্বজয়ী। আহা, বালিকা সরলা!
এত করে বুঝালাম নৃপতিরে,
তবু নাহি করিলেন মত!
বুঝি না রাজার মন!
কোমলতা কেমনেতে দেয় বিসর্জ্জন?
দুহিতার পানে যদি চাই,

ভাবনায় জ্বলে মরি,
মনে হয়, হারাই—হারাই!
আহা সরলার কোমল হৃদয়ে
বাজিয়াছে কি ভীষণ!
শেখর! শেখর!
বড় কথা পড়িয়াছে মনে,—
কুমারীর শিরঃ-পীড়া হইয়াছে নাকি,
রাজবৈদ্য দেখে গেছে তাই,
ঔষধ পাঠায়ে দেছে,
তমসা ত কহে
কিছুতেই লবেনা ওষধি,
লহ তুমি (কৌটা প্রদান)। কহে বৈদ্য
বারি-সনে মিশাইয়া দানিও তাহারে
সে না—জানিতে পারে—
তা হলে সে লবেনা কখনো!

শেখর। আহা, হেরি মায়ের বদন
এই বৃদ্ধ এই শুষ্ক হৃদয় আমার
বেদনায় ভেঙ্গে যায়—

বিশ্বজয়ী। সাবধানে এ ঔষধ করিও প্রয়োগ।
যদি পারে জানিতে তমসা,
কহিও তাহারে,
প্রসাদী মায়ের,

আনিয়াছি দেব-গৃহ হতে!

শেখর। বুঝিয়াছি, সকলি জননী!
আহা, কবে আমি হেরিব নয়নে,
রাজপুরী-মাঝে সকলে হাসিছে সুখে,
হরষের হাসি।

বিশ্বজয়ী। কহ, প্রভু তবে আছেন কেমন?

(প্রস্থান)

শেখর। আছেন, কুশলে।

বিশ্বজয়ী। উহুঃ, অগ্নি জ্বলে হৃদয়ে আমার!
বিজয়! বিজয়!
এ কি মোহ!
হায়, পরিতাপ!
অবশেষে দ্বিচারিণী আমি!
যদি হই, সে কি মোর দোষ!
কেন বৃদ্ধ নরপতি
পত্নীত্বে বরণ করি
সকল সাধেতে মোর হানিল কুঠার?
কামুক সে লম্পট ভূপতি,—
আমি কি বেসেছি ভাল?
নহে, নহে, কভু নহে—
এই মোর নবীন যৌবন
নব প্রেম-অনুরাগ,

বৃদ্ধের চরণে দিব ডালি ?
এরই তরে লাবণ্য-মুকুল
উঠিয়াছে সারা দেহে ফুটি ?
বিজয় ! বিজয় ! নিষ্ঠুর, পাষাণ !
কোন প্রাণে ত্যজিলে আমারে ?
আমি,—আমি অলকার রাণী—
তাই অপবাদ-ভয়ে শুধু
আপনারে রেখেছি বাঁধিয়া !
ভূপতির তরে, আছে শুধু,—
কি ? কি বলিব ?
সংস্কৃতে গোটা কত মন্ত্র উচ্চরিয়া
করিয়াছে পত্নীত্বে বরণ—
হাঃ হাঃ, হাসি পায়,
স্মরিতে হৃদয়ে, সে আমার পতি !
লোকে কহে, সে যে স্বামী—
তাই তার তরে আছে শুধু
শুষ্ক বাধ্য ভালবাসা,—
কি ? ভালবাসা ?
পুষ্পসম এই কোমল হৃদয়
বৃদ্ধের আশ্রয় তরে ?
মুর্খ শাস্ত্র ! কে শুনিবে, তোমার প্রলাপ ?
হোক্ পাপ— বিজয় সর্ব্বস্ব মোর !

বিজয়! বিজয়!
কেন তুমি হলে না আমার?
(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সুরমার কক্ষ-সম্মুখস্থ কানন।

তমসার প্রবেশ।

তমসা। প্রাণেশ্বর, আমাকে ছেড়ে কেমন করে তুমি রয়েছ! আমি ত থাকতে পাচ্ছিনা, কষ্ট হচ্ছে! শেখরের হাতে চিঠি পাঠালুম, তুমি তার উত্তর দিলে না! শেখর বল্লে, অবসর হলেই উত্তর দেবে!. নাথ, এত কি তোমার কাজ! তবে ত তমসা ছাড়া আরও চিন্তা তোমার হৃদয়ে স্থান পায়! ছিঃ ছিঃ, আমি কি স্বার্থপর! আমি তাঁকে ভালবাসি বলে কি তাঁকে শুধু আমার কাছেই রেখে দোব? তিনি জগতের, তিনি সকলের, আমি শুধু তাঁর সামান্য দাসী বই ত নই! আহা, কি শুভক্ষণেই দেখা হয়েছিল! আমার এ দুঃখময় জীবনে এত সুখ পাব, তা কখনও ভাবিনি! কিছু বুঝতে পারি না, আমার এমন স্নেহময় পিতা, কেন তিনি আজ আমার প্রতি নিষ্ঠুর! হায়, মা মারা যাবার পর থেকে সুখ কাকে বলে জানিনা! তারপর প্রাণনাথ, তোমার হৃদয়-স্পর্শে ভাবলুম, সব দুঃখ কেটে যাবে, আমি তোমার মুখ দেখে সব সহ্য করব! কিন্তু হায়! শেষে তোমার বিরহও সইতে হল! আহা, আজ যদি দাদা এখানে থাকতেন্! থাক্, কেন

ভাবি, সব দুঃখ ভুলব, তাঁর প্রেম স্মরণ করে, তাঁর গভীর হৃদয়ের সংস্পর্শে সব সহ্য করব! যে দিন শুনেছি—তিনি আমার জন্য ব্যাকুল, সেই দিনই,—হায়, হায়, কি বলব?

গীত।

রাগিণী পূরবী—তাল একতালা।

তার ব্যাকুল কণ্ঠে শুনেছি আকুল গান,
তার দিয়াছি গো মন-প্রাণ।
জোছনা নিশিতে ছিনু আন-মনে, মগন আপন মানস-স্বপনে,
কাহার রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী মরমে পশিল তান!
ছিনু গো মুগ্ধা, বাকহীন-কায়, মুদিত-নয়না, নলিনীর প্রায়,
আঁখি তুলিতে ললিত ছবিটি হরিল আমারি প্রাণ ।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। সখি, ভাব্ছ? এই দেখ, কি পত্র এসেছে! তুমি এমনি, সেদিন ভাবনার চোটে কি-ই না অস্থির হলে—ভাব, তিনি তোমাকে ভুলে গেছেন? হায়, হায়, সে দিন বল্লুম, তবু বিশ্বাস করলে না—যে একবার তোমার ঐ দুটি চোখের তারা দেখেচে, সে কি কখনও তোমাকে ভুলতে পারে, আর যে ঐ শ্রীমুখের বাণী শুনেছে সে ত সেই দণ্ডে, তোমার পায় সব সঁপেছে? তার কি আর অন্য গতি রেখেছ?

তমসা। রঙ্গময়ী সখি আমার কত রঙ্গই জানেন! ভাই, এ দুঃখের মাঝে তুমিই আমায় স্থির রেখেছ, নাহলে আমি পাগল হতুম!

সুরমা। তা বটে! আহা, অভাগিনী বিরহ-বিকলা কি না—ঐ যে কথায় আছে,—

গীত।

মিশ্র খেমটা।

বিরহে অবশ তনু করে জর-জর--
মানা না মানে ফুলশর !
অবলা কেঁদে মরি, খেতে শুতে চোখে বারি—
বিরহে দফা রফা, অঙ্গ থর-থর !

তমসা। (বিরক্তভাবে) থাম্, সখি, এখন ও সব রঙ্গ রেখে দে ভাই! কই, কি পত্র এনেছিস্ দে !

সুরমা। পত্রটুকু শুনে যে বড় বেশী ঠাণ্ডা হবে, এমন ত বোধ হয় না। এই শোন, আমি পড়ছি (পত্রপাঠ)। এই পত্রের বাহক আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, ইঁহার সম্মুখে কোন লজ্জা সঙ্কোচ করিও না ! তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসা অবধি এ অন্তর যে কিরূপ ব্যাকুল, তাহা কেমন করিয়া জানাইব, প্রিয়ে ?—আর ভাই থাক—তুমি নিজেই পড়, আমার দেখাটা ঠিক নয় !

পত্র-প্রদান।

তমসা। (পত্রগ্রহণান্তে) কত ছলা জান ছলাময়ী ! (পত্রপাঠ)

সুরমা। সত্যি ভাই। চিঠিতে কি আছে বলতে হবে—তোর মুখ-খানা যেন সদ্য-ফোটা পদ্মের মত লাল হয়ে উঠলো !

তমসা। (প্রসন্নভাবে) তুমিই পড়—না, ক্ষোভ থাকে কেন ?

সুরমা। (পত্রপাঠ) তবে তাঁকে নিয়ে আসি ?

তমসা। এস—কিন্তু লজ্জা হচ্ছে—যাক, যখন তিনি বলেছেন, তখন কিসের লজ্জা ? যাও তবে সখি !

(সুরমার প্রস্থান)

তমসা। প্রাণেশ্বর, লিখিয়াছ তুমি
তুমি মোর, আমি তব জীবনে-মরণে,
আছে কি সন্দেহ কিছু ?
কবে নাথ, কবে পুনঃ পাব দরশন,
কবে পুনঃ মিলিয়া তোমার সনে
এ ধরায় স্বর্গ-সুখ পাইবে তমসা ?
এই হেথা আসিছে কঙ্কর !

(সুরমা ও কঙ্করের প্রবেশ। সুরমার প্রস্থান)

কঙ্কর। (তমসাকে দেখিয়া, স্বগতঃ)
এই সেই তমসা রূপসী !
মরি মরি কি অতুল রূপ,
কি সুন্দর, মানস-মোহন !
বাহ্যভাব যেমন সুন্দর,
মানসও কি তেমনি ইহার ?
মরি. মরি. ভুবন-মোহিনী !
এর প্রেম,—পরীক্ষা কি লব ?
মনোভাব বাহ্যভাবে প্রকাশিত !
সাহস, সাহস, এস, এস এ হৃদয়ে -
ভয়, দূর হও,
যেইরূপে পারি, আমি হব জয়ী !
(প্রকাশ্যে) তুমি মোর বন্ধুর প্রেয়সী ?

তমসা। মোর পাশে কোন্ প্রয়োজন ?

কঙ্কর — কোন্ প্রয়োজন ?
হায় রাজবালা, এ হৃদয় কেমনে খুলিব ?
নির্ব্বাক, নিশ্চল আমি !
ভাবিতেছি মনে,
এ সুন্দর মোহিনী প্রতিমা ছাড়ি,
দূর দেশে কেমনেতে দিবস রজনী,
হাস্যমুখে যাপিছে বিজয় !
মরি, মরি, রূপের মাধুরী !

তমসা। ও কি কথা কহ ?

কঙ্কর। কিবা কহি, নিজে নাহি বুঝি !
হায় রাজবালা, কি যে দীপ্তি
ও দুটী নয়নে -
কি যে বর্ণ রেখেছ ফলায়ে,
ও দুটী অধরে তব,
প্রস্ফুটিত গোলাপ সে যেন রয়েছে ফুটিয়া,
সগৌরবে,
মরি মরি দেহের লাবণ্য,
ভরা ভাদরেতে যেন নদীর হৃদয়
কুলে কূলে উঠেছে জাগিয়া
এ নব যৌবন তব !

তমসা। (স্বগত) এ কি কথা কয় ?
অশিষ্টতা প্রতি বর্ণে।

বুঝিতে না পারি,
সত্য, না এ শত্রুর চাতুরী !
বোধ হয় মনে, পাপিষ্ঠ অমর্ক
অর্থ-বশীভূত অনুচরে
পাঠায়েছে কক্ষেতে আমার !
কি হবে ? করি কি তবে ?

কঙ্কর । কি ভাবিছ, রাজবালা ?
তুমি ভাব, এত রূপ তব,
হয় এর বিধিমত পূজা !
শুন তবে স্বরূপ বচন —
বিজয়,—সত্য সে সুহৃদ মম,
কিন্তু তুমি —তুমি
অবলা সুন্দরী, তাই শুধু
সহানুভূতির বশে
বন্ধুত্বের নিষেধ না মানি,
আসিয়াছি নিষ্ঠুর সংবাদ তব
করিতে গোচর !
কুমারী, প্রস্তুত হও !
বজ্রসম সে মম সংবাদ,
বাজিবে হৃদয়ে তব,—
বিজয়—বিজয়—বলিতে না পারি,
উহুঃ, কি কপট হৃদয় তাহার—

বুক ফেটে যায়, রাজবালা,
সেই পাপ বিজয়, অক্লেশে
তোমার প্রেমে দলি পদতলে,
পরম কৌতুকে, যাপে কাল,
বিলাসিনী বারাঙ্গনা সনে !

তমসা। মিথ্যা কথা !
ভস্ম হোক ও পাপ রসনা,
সতী-অভিশাপে !
এতদূর আস্পর্দ্ধা তোমার,
আমার সম্মুখে এ অলীক বাণী
অম্লান বদনে কহিলে পামর !
তুমি বন্ধু তার ?
থাক্, থাক্, আর মিথ্যা বলিও না।
চাতুরী গরল-মাখা ও হৃদয় তব
নির্দ্দোষীর নিন্দাবাদে পড়ে না ভাঙ্গিয়া !
ওরে মিথ্যাবাদী, নরাধম,
কি সাহসে এখনও হেথায়
অক্ষত শরীরে তুই আছিস্ দাঁড়ায়ে ?
চলে যারে, দূর হরে সম্মুখ হইতে !
রাজার কুমারী তোরে করিছে আদেশ—
নহে অঘটন ঘটিবে বিষম !

কঙ্কর। রাজবালা, ক্ষমা কর।

দাস আমি তব, জানিনাক মিথ্যা বাণী!
সত্য কথা কহিয়াছি অকপটে!
কি বুঝিবে, বিজয়ের হৃদি?
দীন হীন পামর, সে কপটের মণি!
বিশ্বাস হয়না মোরে?

তমসা। বিশ্বাস? তোমারে?
কভু নহে!
ধর্ম্ম যদি করে কভু পাপ-আচরণ,
সম্ভব সে হতে পারে—
কিন্তু—কিন্তু—
তব বাণী সম্পূর্ণ অলীক, এ যে!

কঙ্কর। ক্ষমা কর,—
দাস তবে হইনু বিদায়!
শোন তবে, স্বরূপ বচন—
তব রূপ হেরি, বিকল, বিকল আমি!
আহা, এত রূপ রমণী যে ধরে
এ বিশ্বাস ছিল না আমার!
কিন্তু—আজি মোর ঘুচিয়াছে ভ্রম।
কিছু নাহি চাই
বল, শুধু, রাজবালা—
মোর তরে ও হৃদয়ে
এক কণা ভালবাসা আছে!

তমসা। নরকের দূত—
এতদূর সাহস তোমার!
চিনেছি তোমায়,
অমর্কের সহচর তুমি,—
তার দর্পে দর্পী—সেই কুক্কুরের সম
উঠিয়াছ আজি চন্দ্র ধরিবারে—
চলে যাও, মানহ আদেশ!

কঙ্কর। থাক তবে—
কিন্তু যাইবার আগে
ওই তব মধুর কোমল
অধরের পর হতে
লব শুধু একটি চুম্বন!

তমসা। ভগবান, কোথা আছ তুমি!
পাপ কথা হইল শুনিতে!
শ্রবণ বধির—তবু হলনা আমার?
দূর হরে নারকীয় দূত!
সতীত্বের নাহি প্রখরতা?
পারিল না ভস্ম করিবারে তোরে!
দূর হরে নরকের প্রেত!

কঙ্কর। রাজবালা,—
এ হেন সময়ে এক কক্ষে
যদি হেরে কেহ, তোমায়-আমায়,—

সে কিবা ভাবিবে, বল ?
হায়, হায়, বিজয়ের পত্র হেতু
এ কলঙ্ক হইবে কিনিতে।
কেমনেতে যাব আমি ?
যদি কেহ বলে, কোথা গিয়াছিলে ?
কি বলিব, বলে দাও মোরে !

তমসা। বিজয়, বিজয়, কোথা তুমি ?

(বেগে প্রস্থান)

কঙ্কর। এত তেজ !
সতীত্বের এত দর্প ?
রাজবালা, বুদ্ধির বিকাশে
কঙ্কর বালক নহে,—
আছে বুদ্ধি, আছে কুটিলতা !
বড় মুখ করি তর্ক করিয়াছি,
বিজয়ের সনে—
সে কি মোর পরাজয়-হেতু ?
ফিরে যাব, নিষ্ফল প্রয়াসে,
মোর পানে চাহি সবে,
হাসিবে বিদ্রূপ হাসি,—
আমি তাই সব অকাতরে ?
এ হেন প্রকৃতি—কঙ্কর লভেনি কভু
যেইরূপে পারি,

তব সতীত্বের পরে
দিব আমি কলঙ্কের ছাপ।
তার পরে ছলে বলে যেমনেতে পারি,
তব স্বর্ণহার লয়ে
দম্ভপূর্ণ বিজয়-গৌরবে,
হাস্যমুখে ভেটিব বিজয়ে।
তবে—তবে-ত হইবে তৃপ্তি!
কুটিলতা বিষ কঙ্করের হৃদে
আছে পুঞ্জীভূত,
কাতর সে নাহি হবে,
সেই বিষ এখনই ঢালিতে
তব পরে!
সামান্য রমণী এক
দর্প মোর টুটিবে নিমেষে?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজবাটীর সম্মুখ।

(অমর্ক ও জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

অমর্ক। হ্যা দেখ গুড়ুকচাঁদ!

অনুচর। আজ্ঞে শালামহারাজ!

অমর্ক। তুমি বেটা কোন কাজের নও।

অনুচর। আজ্ঞে কেন হুজুর?

অমর্ক। গহরচাঁদের বেটীকে আন্‌লি না?

অনুচর। আজ্ঞে হুজুর—আজ্ঞে—

অমর্ক। কেন আন্‌লি না বল্‌?

অনুচর। হুজুর—হুজুর—

অমর্ক। ফের শালা, হুজুর?

অনুচর। আজ্ঞে শালা থুড়ি হুজুর হুজুর—সে ত আসছিল, পথে আসতে আসতে বল্লে, অমর্ক প্রভু না এলে যাব না!

অমর্ক। এ্যাঁ যাবে না?

অনুচর। না, যাবে না!

অমর্ক। এঃ, শালী নেহাত বদরসিক! আমি কোথায় যাব বাবা?

অনুচর। আজ্ঞে, বটেই ত! আবার সে গহরচাঁদ ত যে সে নয় পালোয়ানীতে সে আবার আপনার বাবার বাবা!

অমর্ক। বলিস কিরে—তবে ত সে শালা আমার চৌদ্দপুরুষ। বাবা, সাধে এগুই না—যদি একটা লাঠি দিয়ে চেপে ধরে, তাহলে ক্যাঁক্ করে এমন শালার মোলায়েম প্রাণটি বেরিয়ে যাবে। তাই ত বাবা, তোমাদের পাঠাই! মরে, এক শালা পোকামাকড় চুঁ করে মরবে! আমি মলে দিদিমণি যে বিধবা হবে! আহা, আমার দিদিমণিটী খুকুমণিটী—

অনুচর। তাত বটেই, হুজুর! মরি ত আমরা শালারা—বিকট মুখ হাঁ করে ফুক্ করে প্রাণটী ছেড়ে দোব। আপনি কি বলেন, প্রাণ ত দূরের কথা, আপনার জন্ত এমন ফুর্ত্তির, এমন সুখের যে জীবন, সেটি না ধরে এই এমনি করে উড়িয়ে দিতে পারি।

অমর্ক। তা ত পার্ব্বিরে শালা—দেখ গুড়ুকচাঁদ!—

অনুচর। হুজুর!

অমর্ক। এই তলোয়ার খানা ধর্ত্তে জানলেও একটু গুরুগম্ভীর চাল কর্ত্তুম, বাবা—কিন্তু ভাই কাঠুরের ছেলে—আরে ছ্যো ছ্যা সব বেরিয়ে পড়েছিল আর কি!

অনুচর। আজ্ঞে হুজুর কোন ভয় নেই আমি কাণে আঙ্গুল দিয়েছি—

অমর্ক। শুনিস নি ত ব্যাটা—আমি যে কাঠুরের ছেলে আর দিদিমণি যে কাঠুরের মেয়ে তাত শুন্‌তে পাস্‌নি রে!

অনুচর। আজ্ঞে না, হুজুর, কানটা বেশ করে আঙ্গুল দিয়ে চেপেছিলুম!

অমর্ক। হুঁ, হুঁ, ও সব বাজে কথায় ভবী ভুলছে না—বল্ শালা কি তুই শুন্‌তে পাস্‌নি বল্? আমি অমনি ছাড়ছি না!

অনুচর। আজ্ঞে কিছুই শুনতে পাইনি!

অমর্ক। তবে রে শালা, মিথ্যে কথায় ঢাকবে? বল্ শালা কি কথা শুনতে পাস্‌নি? নৈলে—এই বজ্রমুষ্টি—

অনুচর। ও বাবা—বলছি হুজুর, এই এই এই আপনি যে কাঠুরিয়াদেবের সন্তান, আর—হেঁঃ হেঁঃ—এই আপনার দিদিমণি যে কাঠুরিয়া দেবের কন্যারত্ন, তা আমি শুনতে পাইনি—মোটেই নয়—

অমর্ক। ঠিক বলছিস্, শুনতে পাসনি? ঠিক ত—দেখ শালা, আমার সামনে মিথ্যা বলিস নি—তা হলে হাঁ হাঁ বুঝলি ত?

অনুচর। আজ্ঞে হুজুর তা আর বলতে হবে? আমি বেবাক শুনিনি—এই কাঠুরে ফাঠুরে—কিছু শুনিনি!

অমর্ক। দেখো বাবা—হুঁসিয়ার—কখন শুনোনা যেন!

অনুচর। আজ্ঞে, ওটুকু বিভ্রম কখন হবে না—আপনার কথা আমি কখনই শুনিনা—ভাবি কুত্তা ঘেউ ঘেউ কচ্ছে!

অমর্ক। হাঁ বাবা! এইত কথা—দেখ, গুড়ুক চাঁদ!

অনুচর। হুজুর!

অমর্ক। কে আসছে! না বাবা—ওরে এ যম নয় ত! মুখখানা দেখ্—সেই সেদিন রাস্তায় যেমন ভূতপেত্নির হাতে পড়েছিলুম, তেমনি পড়ে যাই যদি—

অনুচর। যদি—ই—ই—

অমর্ক। লুকুই এস বাবা! (উভয়ের লুক্কায়িত হওন)

(গান গাহিতে গাহিতে অমর্কের অন্য অনুচরগণের প্রবেশ)

অনুচরগণ।

গীত।

আমরা এসে এই ধরাতে তুলেছি এক ঢেউ—
একটানা এ সুখের স্রোতে ভাসছি সবে ফুর্ত্তি মেতে
মদের শ্রাদ্ধ পিণ্ডীকরণ—হিক্কি উঠে হেউ!
যতদিন হেথায় থাক, সুধা খেয়ে বাজাও ঢাক
তবে মরলে তুমি কাঁদতে তোমার থাকবে নাক কেউ!
জান এটা বিষম কলি, তবে ফুর্ত্তি হতে কেন টলি?
কলির পুণ্য নেশা ফুর্ত্তি, কলির দেবা—বউ।

অমর্ক। (বাহির হইয়া) তাই ভাল, তাই ভাল—আমি আর একটু হলেই ত সর্ব্বনাশ করেছিলুম—

সকলে। (ব্যস্তভাবে) কি ব্যাপার? কি ব্যাপার?

পূর্ব্ব অনুচর। বিরাট!—বিকট—উৎকট—

অমর্ক। ঐ রকম করে আসতে হয়? হল্লা হল্লা করে—

পূ—অনুচর! আমরা ভয়ে—ভয়ে লুকোচ্ছিলাম!

অমর্ক। চোপ শালা—লুকোচ্ছিলাম,—ভয়ে?

পূ—অনুচর। ভয়ে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—ভয়ে? নারে ব্যাটা,—নির্ভয়ে!

অমর্ক। ভাগ্যে দেখলুম, নইলে করেছিলুম ত সব মাটি!—

পূ-অনুচর। একেবারে মা—টি! গুঁড়ো গুঁড়ো, ধুলোর মতন।

৪ অনুচর। ওরে বউরে গেছিরে আমি এমন একটা গ্যাঁটা গোঁটা মানুষ ছিলুম, আর এ কোথায় ধুলো মাটি!

১ অনুচর। আরে শু শালাকে নিয়ে যে গেলুম! থেকে থেকে বউয়ের জন্য ও঺র ভবসিন্ধু উথলে ওঠে!

৪ অনুচর। হ্যাঁ, জাননাত কি মায়া—আমি পিতৃমাতৃহীন অনাথ ছেলেমানুষ, বৌ ছাড়া আর আমার কে আছে বল ত?—আহা হা বউরে!—

(গীত)

ওরে আমার বউরে,
আমার প্রাণের মউরে!
আমি ছাড়া হায় বুঝিতে তোমায়
পারে কি কখন কেউ রে?

অমর্ক। নে শালা চুপ্ কর—তোর যদি এত গুণের বউ, তাকে একদিন নিয়ে আয় না। আমাদের দলে ভর্ত্তি করে দে না—

৪ অনুচর। আজ্ঞে দোহাই হুজুর—এইটি পার্ব্বনা! মাপ কর্ব্বেন—ঐ বৌটি ছাড়া আর যা চাইবেন—তা ইস্তিরীই বলুন আর সোয়ামিই বলুন! হেঁ হেঁ আমি ত আপনারই গোলাম!

অমর্ক। দেখ শালারা—

সকলে। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ

অমর্ক। তোমরা পাজী—পাজীর পা-ঝাড়া!

সকলে। আজ্ঞে, শুধু পাঝাড়া—পাঝাড়ার বাবা নাকঝাড়া!

অমর্ক। এইবার যখন আমার কাছে আসবে, সব বলতে বলতে আসবে, 'আমরা শালার লোক'! তবে ত বুঝব!

সকলে। হাঁ—আমরা শালার লোক!

অমর্ক। নইলে আজকে এক কাণ্ডই ত করেছিলুম—ঐ দেখছ—ঐ দূরে ঐ যে বড় বট গাছ—ঐটে তুলে আন্‌ছিলুম—আর কি ?

সকলে। আরে বাবা—ঐ গাছ—ও শালা এ কি কাণ্ড রে !

পূ-অনুচর। হাঁ শালা মহারাজকে পার্ব্বেন না—গাছ ওপড়াতে উনি একজন—হেঁ হেঁ—একজন বীর হনুমান ! ঐ যে কি বলে, কাঠুরে না ফাঠুরে—উনি তাঁর ছেলে—

অমর্ক। কি ? কি বল্লি—এতগুলা লোককে বল্লি—

পূ-অনুচর। আজ্ঞে না, হুজুর, আসল কথাই বলিনি—কাঠুরে যে আপনার বাবা, সে—সে কথা ত বলিনি—ব্যাটাদের গুলিয়ে বলেছি—তলিয়ে মর্ব্বে !

অমর্ক। এঁ্যা তাই না কি ? তাই না কি ? বেশ করেছিস—তোর বুদ্ধি বেশ—ঠিক আমার মত—এঁ্যা ঠিক নয়,—এই আমার বুদ্ধির নীচেই !

পূ-অনুচর। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক নীচেই !

সকলে। হুজুর, আজ আমরা সেইখানে চলেছি !

অমর্ক। তাই নাকি ? তা বেশ বেশ—যাও—শিগ্‌গির যাও, শিগগির যাও !

(অমর্ক ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

অমর্ক। দূর্—আর বড় সুখ হচ্ছে না—ভয়ে ভয়েই মোলাম প্রাণ শুখুতে বসেছে!—কোথাই-বা যাব? তমসা—তমসা—আহা, বেশ চায়, বেশ গায়, বেশ কথা কয়—বেশ—তাকে—তাকে—ও বাবা রাজার মেয়ে, —তাকে দেখলে প্রাণ চম্‌কে ওঠে ! তার সামনে দাঁড়ালেই ভয়ে কাঁপিতে

থাকি! যাক্‌গে, আজ বেশ কার্ত্তিকটি সেজে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াব—এমনি দুটি চাউনি ঝাড়বো, আর এমনি রসিকতা কর্ব্বো যে, সে—ত সে তার বাবা শুদ্ধ এই পায়ে মাথা কুটে পড়বে! হাঁ, হাঁ, কি রসিকতাই শিখেছিলুম—যার সঙ্গে রসিকতা করেছি, সে অমনি মরেছে! সেই আমার বুদ্ধির গুণে হেসে লুটোপুটি খেয়েছে। যাক বাবা, তমসাকে পাবার চেষ্টা দেখিগে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কি মজাই হবে, তাহলে! ভাগ্যে দিদিমণিটি ছিল, কাল ভোমরা চক্ষু দুটী—ঢলঢলে তলতলে চেহারাটি—তাইত! ছিলুম, কোথাকার কার ছেলে, এখন একেবারে কি না রাজার শালা—অর্থাৎ কি না, যার বড় আত্মীয় আর নেই! ও বাপ বল, মা বল, আর ভাই বন্ধুই বল, ও সব দুদিনের সম্পর্ক! পৃথিবীতে সব চেয়ে ভাল সম্পর্ক হচ্ছে—'শালা'! আহা, কি সুন্দর—নাম করতেই মুখে নাল ঝরে যায়—আহা, শালার মত রত্ন কি আর আছে! আমি স্বয়ং সেই শালা! আহা, শালা শালা—!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

তমসার শয়ন-কক্ষ।

তমসা আসীনা।

তমসা। কি গভীর অন্ধকার! প্রকৃতির ভীষণতা আমার মনের সঙ্গে যেন এক সূত্রে বাঁধা বলে মনে হচ্ছে। তিনি এখন কি কর্চ্ছেন! আমার কথা ভাবছেন কি? এক আকাশে নক্ষত্রের পানে চেয়ে কত কি

ভাবছেন—তাঁর চিন্তা অনন্ত, হৃদয় অনন্ত, তার একপাশে ক্ষুদ্র তমসা কোথায় পড়ে থাকে, কে তার খোঁজ রাখে! আহা, অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের রাশি—যেন দুর্ব্বাবনে কে মুক্তা ছড়িয়ে রেখেছে!

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। বলি, সারা রাতই কি ভাববে? চোখে কি ঘুম নেই? ভাই ঢের ঢের দেখেছি, তোমার বিরহের কিন্তু তুলনা একেবারে নেই!

গীত।

(আহা,) বিরহিণী নারী—
তব দশা হেরি কাঁদি মরম ফুকারি!
ছল ছল আঁখি, জল ঝরিছে তায়—
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, এ ব্যথা কি সহা যায়?
কোমলিনী কমলিনী যাবে যে ঝরি!
বিধুমুখে হাসি মধু, গিয়াছে শুখায়ে,
রমণীয় মধুরতা আছে সে লুকায়ে,
মিনতি ধরহ, সখি, মুছ আঁখি-বারি!

তমসা। দেখ সখি, মনটা যেন কি রকম হয়েছে,—আমার হৃদয়ের মধ্যে খালি অন্ধকার!

সুরমা। রাজকুমারী, তুমি বাপু জ্বালালে! হৃদয়ের ভিতর কি আছে, জানলে কি করে? মস্ত কবি হয়ে পড়লে, দেখছি!—ঐ যে কথায় বলে, "প্রাণে যখন প্রেম ফোটে, মুখে তখন কাব্য ছোটে"! তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়!

তমসা। কেমন করে মিথ্যা হবে? যখন সুরমা বলেছে, তখন সে যে বেদ-বাক্য!

সুরমা। সুরমার কথা বেদ-বাক্য কেন হবে ?—অত লোক থাক্‌তে—

তমসা। যা বলেছ! আচ্ছা ভাই, এখন আমাকে খুব ঠাট্টা কর্চ্ছ—কিন্তু যদি ভগবান একদিন দিন দেন, যদি ততদিন বাঁচি, তখন দেখব, সুরমারও প্রাণ বিরহের ভারে আনচান করে কি না!

(নেপথ্যে—সুরমা-সুরমা—)

সুরমা। আঃ, কে আবার ডাকে ? আচ্ছা, আসছি! ফিরে এসে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।

(প্রস্থান)

তমসা। সত্য! ভাগ্যে সুরমা আছে, তাই একটু হেসে বেঁচেছি, নাহলে সংসার-শ্মশানের ভীষণ তাপে ত কোন কালে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম! উঃ, কত রাত্রি হয়ে এল! ভাবনার আর বিরাম নাই—এই অনন্ত পৃথিবী এখন নিদ্রিত—গৃহে গৃহে যত রমণী স্বামীর সঙ্গে মিলন-সুখে সুখী হয়ে কত সুখের হাসি হাসছে—আর অভাগিনী আমি—দূর হোক্‌, ভেবে আর হবে কি ? সব সহ্য কর্ব্ব। দেখি, পৃথিবীতে কেবলই কি দুঃখ ভোগ কর্ত্তে হয়, না সুখও মেলে! ভগবান জানেন, আমি সুখের অর্থ একেবারে ভুলে গেছি!—আর ভাবতে পারি না---বড় ঘুম আসছে, ঘুমোইগে! কাল পাখীর গানে নূতন প্রভাতের আলোয় আবার চিন্তার তরণী খুলে দেবো, আজ বিরাম থাক্‌!

(শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিতা হইল।)

(কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কঙ্করের প্রবেশ)

কঙ্কর। নীরব নিশীথ! অন্ধকারে পূর্ণ, দশ দিক—
শুধু ঝিল্লী-গীতি ভাসে অবিরাম!

আনে শ্রান্তি, মানব-জীবনে!
এহেন নিশীথে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে
অশ্বত্থামা করিল হরণ
পাণ্ডবের পঞ্চপুত্র সে পঞ্চ রতন—
আমিও তেমতি আজি নীরব নিশীথে
আসিয়াছি করিতে হরণ,
বালিকার নিষ্কলঙ্ক নাম—
সতীত্বের এত দর্প!—দিব কলঙ্কের ছাপ!
আহা নিদ্রামগ্না যেন ধরিত্রী সুন্দরী,
নিদ্রালস দেহ ঢালিয়াছে শয্যাপরে—
মনে হয়, অশরীরী প্রীতি
আপনার ছায়াখানি রেখেছে বিছায়ে।
পূর্ণ কমলিনী যেন প্রস্ফুটিত মরি!
মন-ভৃঙ্গ ধায় ওই চরণ-সরোজে—
যাই, স্পর্শ করি কম দেহলতা,
মরি মরি নবনী-কোমল!
কি লাবণ্য উঠিছে বিকশি—
অধরের কিশলয় পল্লবের মত
কি উজ্জ্বল, সুচিকণ!
যাই, যাই, লই ছাঁকি চুম্বন মধুর!
নিশ্বাস-সুগন্ধি-বাসে কক্ষ পূর্ণ
যেন কোন্ সুবাস-হিল্লোলে!

মিটি মিটি জ্বলেছে বৰ্ত্তিকা,
আধ আলো আধ ছায়াময় কক্ষে
ভাসিতেছে রূপের জোছনা!
আমার এ কঠিন পরাণ
কাঁপে ত্রাসে; করুণা সে জাগে মনে!
আজ আমি যেই কার্য্যে হই অগ্রসর,
তাহার সাধনে ক্ষিপ্ত সে বিজয়
নিশ্চয় ত্যজিবে এরে!—
যাক্, ভাবি, কেন? রমণীর মুখচন্দ্র হেরি,
আপনার পুরুষত্ব দলিব কি শেষে?
কখনই নহে!
দর্প মোর আজীবন অক্ষুণ্ণ রহিবে
সৰ্ব্ব কোমলতা পরে ভ্রূকুটি সহিত!
যাই কক্ষখানা হেরি চারি দিকে,—
ঐ, ঐ ছবি দোলে,—ঐ বাতায়ন-পাশে
বিজয়ের চিত্র শোভে,—
রহিবে স্মরণে মোর,
ঐ হোথা শোভাময় দেউটির স্থান,
ঐ দূরে বালিকার বিলাস ক্রীড়ন
বেশ! বেশ! সব কথা রবে মনে,
যাই, এবে স্বর্ণহার লই ধীরে ধীরে,
আহা, নিদ্রাতুরা নির্দ্দোষ কুমারী!

দয়া, দূর হরে, এ হৃদয় হতে !
স্নেহ প্রেম মমতার জ্বালা
কঙ্করের হৃদে নাহি শোভে !

(তমসার গলদেশ হইতে স্বর্ণহার গ্রহণ)

আহা বালা ঘুমে অচেতন,
কিছু নাহি পারিল জানিতে,
যাই-যাই-না-না ভাল করে আরবার দেখি সব !

(তমসার নিকট যাইয়া)

বক্ষমাঝে শোভে কৃষ্ণ তিল,
যেন শশী-গায় কালিমার রেখা মৃদু কণা,
মরি, মরি কি সুন্দর সাজিয়াছে !
আহা, রূপের প্রতিমা যেন,—
মুগ্ধ হয় নয়ন আমার,
বহে আসে মমতার স্রোত !
যাই আমি ! হইয়াছে কার্য্য-সমাধান !
কি আনন্দ উথলে হৃদয়ে—
কিবা জয়, কিবা জয়—
বিজয়ের কিবা পরাজয় !

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

জিতেন্দ্রজিতের প্রবেশ।

জিতেন্দ্রজিৎ। কি বিষম অদৃষ্ট আমার!
বুঝিনাক বিধাতার লিপি!
রাজার ললাটে বিধি কভু লেখে নাই সুখ!
যেইদিন সাধের তনয়ে দস্যু করিল হরণ,
যেইদিন প্রেয়সীরে দিনু বিসর্জ্জন,
সেইদিন হতে সর্ব্বসুখে দিছি জলাঞ্জলি!
বুঝিতে না পারি, কার অভিশাপে—
এত অশান্তির মাঝে যাপি দিবানিশি!
নিশীথের বিজন ছায়ায়,
নবনী-কোমল শয্যাপরে—
নিদ্রা যাই,
হেরি স্বপ্ন বিভীষিকাময়!
যেন দৈত্য-প্রেত-দানবে মিলিয়া
করে মোরে টানাটানি—
মেলি আঁখি, মনে হয়, কক্ষমাঝে
ফেরে যেন অশরীরী ছায়া,
জ্যোতির্ম্ময়ী বেশে,
জ্ঞান হয়, সে যেন—সে যেন

তমসা-জননী—মোর প্রেয়সী অশোকা!
বিষম রহস্য এই, নির্ণিবারে নারি!
তমসা,—প্রাণাধিকা তনয়া আমার
যার মুখ হেরিলে বারেক,
হত মোর সর্ব্ব দুঃখ-নাশ,
আজ যদি হেরি তারে,
জ্বলে প্রাণ বৃশ্চিক-দংশনে,
পাপিষ্ঠা তনয়া, মগ্ন কোন্ নীচাত্মার প্রেমে!
ঘৃণা নাহি—অবহেলে
ভিখারীরে দানিল হৃদয়?
ছি ছি কি লজ্জার কথা!
তার মুখে চাহিলে বারেক,
অশোকার ছবিটুকু উঠে ফুটি আমার হৃদয়ে,
তাই, তাই, এখনও সশরীরে আছে,
নহে পিতৃহৃদি-কণ্টক-স্বরূপা
সে তনয়া, ছাড়িত এ ধরা,
কোন্ কালে এ মোর অসিতে!
যাই, দেখি, কোথা আছে, প্রাণেশ্বরী! (প্রস্থান)

(অমর্কের প্রবেশ)

অমর্ক। এখনও ঘুম দিচ্ছে—না বাবা, খেলে! আজ দিব্যি সেজেছি। সেই যে, বসন্তোৎসবের সময় রাজা আমাকে যে পোষাকটা দিয়েছিলেন, সেইটে পরেছি! উঃ, কি ঝক্‌মক্ কচ্ছে! হীরা চুণি পান্না, আরে বাবা

ভাগ্যে দিদিমণিটি ছিলী,—নইলে কি এ সব চক্ষে দেখতে পেতুম? ঐ যে রাজা আসছে -- একটু ভদ্রলোকের মত থাকি!

(রাজা ও বিশ্বজয়ীর প্রবেশ)

রাজা। সত্য প্রিয়ে,
তুমি মোরে করেছ পাগল!
ভেবেছিনু কভু কি এ দগ্ধ দীর্ণ প্রাণ,
পুনরায় শান্তি পাবে, এই পৃথ্বীমাঝে?
দেববালা তুমি, দেব-হৃদি,
দেবতা-বাঞ্ছিত রূপ!
কহ লো মানিনী,
সুখী তুমি মোর প্রেমে?

বিশ্বজয়ী। ও কি কথা, মহারাজ?
আমি দাসী শ্রীচরণে তব!
কে না জানে, ধূলিকণা আমি
জীবনের পরে
মিশিতাম কোন এক অনন্তের পরমাণু সনে,
যদি তুমি সাদরেতে
অনুগ্রহবলে এ দীনহীনারে
ও তব উদার হৃদে নাহি দিতে স্থান!
তব চরণের দাসী,
অলকার মহারাণী আমি,—
কোন্ দুখ পরশিবে মোরে?

রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে,
রূপ যত, গুণ ততোধিক !
কি বলিব, স্বর্গসুখ লভিয়াছি আমি।
কে ? অমর্ক হেথায় !
কহ, কিবা প্রয়োজন ?
ভাল, ধর বাণী মম,
যাও ত্বরা, তমসার পাশে,
বল তারে, পিতা তার মাগে দরশন।

অমর্ক। তমসা ঘরে আছে, কেবল কাঁদছে, কেবল কাঁদছে !

রাজা। করিছে ক্রন্দন ? কেন ?
ওহো বুঝিয়াছি
নির্ব্বাসিত নারকীয় সহচর তার,
তাই অশ্রু করে বরিষণ !
থাক্, তবে ডেকোনা তাহারে।
এস রাণী,
আছে কিছু জিজ্ঞাস্য তোমায় !

বিশ্বজয়ী। ছায়া চলে আলোর পশ্চাতে।

(উভয়ের প্রস্থান)

অমর্ক। আহা, দুটিতে কেমন চলেছে ! হাত ধরাধরি করে, হেলে দুলে বেশ চলেছে! আর আমি শালা হাঁ করে চোখ মেলে দেখছি ! হা আমার কপাল, আমার দিদিমণিকে নিয়ে রাজা বেটা বেশ আছে ! আমাকে তমসাটি যদি দেয়, তাহলেই ত গোল থাকে না ! তা না ! এ দেখে কি

সাধে চোখের জল ফেলি ? আহা, কেমন চলেছে ! দিদিমণি বড় বোকা, এতদিনেও আমার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পার্লেনা ! এক বেটা রাজ-কুমারীকে এনে দে যে, আমি দিব্যি হেলে দুলে আসর জমাই, তা নয় ! দিদির যদি একটু বুদ্ধি থাকে ? আচ্ছা, রাজাটাই বা কি ! অমন বজ্জাতের ধাড়ি দুটি নেই ! এই আমি একটা শালা পড়ে রয়েছি, আমায় পুষ্যিপুত্তর টুত্তুর এক রকম যাহোক করে নিয়ে সিংহাসনটা ছেড়ে দিয়ে বেবাক বনে চলে যা, আমি দিব্যি হেসে খেলে বেড়াই, আর রাজ্যখানি একটা রাবণের পুরী করে তুলি, তা বেটার এমন লোভ, বুড়ো হলি, বাহাত্তুরে পেলি, চোখ বোজ-বোজ হয়ে রয়েছে, এখনও ছিনে জোঁকের মত সিংহাসন কামড়ে পড়ে থাকবি ! দে না শালা, তমসার সঙ্গে বে, তা হলে কি পুষ্যিপুত্তুর হতে চাই ? বেটা আস্ত পুরুত,—লোভ সামলাতে পারেন না ! এই যে তমসা এ দিকেই আসছে। আহা, যেন আলো করে আসছে ! যা থাকে কপালে, বাবা, রাজ্য চুলোয় যাক,— যদি এই তমসাকে পাই ত ড্যাং ড্যাং করে বনে গিয়ে বাপের ব্যবসা আরম্ভ করে দি ! আহা, মরি মরি, প্রাণটা আমার নাচছে যেন ! কি চেহারাই করেছি, বাবা,—হুঁ হুঁ ও-ত-ও ওর বাবা বেটা শুদ্ধ মূর্চ্ছা যাবে !

(তমসার প্রবেশ)

তমসা। তুমি মোরে করেছ স্মরণ ?
মোর পাশে কিবা প্রয়োজন ?
কহ ত্বরা—অবসর নাহি মম
শুনিতে প্রলাপ !

অমর্ক। হাঁ হাঁ - তমসা, একটা কথা বলব বলব মনে কচ্ছি। হাঁ - হাঁ - তা - তা - তা - তুমি - তুমি- আজ কি খেয়েছ?

তমসা। (স্বগত) মূর্খ!
জ্বলে হৃদি অস্থি মজ্জা মুখ-দরশনে!

অমর্ক। তা, তমসা-তমসা- দেখ আমি বেশ গাইতে পারি! তা কি জান, কি জান,—তুমি বেশ মেয়েটি, দিব্যি টুক্‌টুকে রং, তা হেঁ-যদি এই আমায়–না-না এই আমাকে ও চরণে—

তমসা। তুমি না মাতুল মোর?

অমর্ক। হাঁ, হাঁ, মাতুল বলে আর বাতুল করোনা! ঐ শালা রাজাকে বলগে মাতুল! হাঁ দিদিমণি বলছিল-হাঁ হাঁ-তা তমসা বিজয়ই কি হাঁ হাঁ তোমার কৃপা-সে বেটা কি এমন? এই দেখ-হেঁ হেঁ-আমার কেমন গোঁপ কেমন ভুঁড়ি, রং টং দিইনি-এ এমনি টানা! মুখের রং দেখেছ, যেন হেঁ হেঁ-ঐ তোমারই মত প্রায়—হেঁ হেঁ তা তমসা,—

তমসা। আরে মূর্খ! ঘৃণিত কুক্কুর,
কি সাহসে পাপ কথা কহিলি আমারে?
পড়িলনা রসনা খসিয়া— ?
পাপ অবতার, নীচ ঘৃণ্য প্রাণী
জান নাকি কাহার সম্মুখে তুমি,
রয়েছ দাঁড়ায়ে?

অমর্ক। হাঁ হাঁ তমসা—যা ইচ্ছা তাই বল—কিন্তু, কিন্তু, কি জান, একটু কৃপা হেঁ হেঁ কর, তমসা—নইলে হেঁ হেঁ মারা যাই

আমি ! আমি তোমায় হেঁ হেঁ- (হাত ধরিবার চেষ্টা) কত ভালবাসি !

তমসা। দূর হরে বর্ব্বর, অধম !

অমর্ক। বলি, তমসা, এই ত তোমার অবিচার! হেঁ হেঁ-সেই বিজয় কোথাকার ভিখিরি শালা, তার কি এমন রাশ ভারি যে, তার জন্য তুমি পাগল! আর আমি এই অলকার রাজার শালা—যে সে নয় শালা,—কবে তার পুষ্যিপুত্তুর হয়ে গদিতে বসব,—আমি কেও-কেটা নই, হেঁ হেঁ হেঁ লক্ষ্মীটি, মণিটি, যাদুটি, গোপালটি আমার, সোণাটি আমার, বিজয় শালাকে —দূর করে, আমাকে হেঁ হেঁ তোমার ঐ চরণে হেঁ হেঁ---

তমসা। পামর, (অমর্ক চমকিত হইল)

তোর ঐ পাপ মুখে
দেবতার নাম লয়ে
অপমান না করিস তার !
বিজয়--- ?
জানিস,—সে দেবতা মহান্—
তার নাম তোর মুখে কভু নাহি শোভে !
বিজয়ের পাদুকারও যোগ্য নস্ তুই !
মূর্খ তুই, অধিক কি কব তোরে আর ?

(প্রস্থান)

অমর্ক। ওরে শালী, এত বড় কথা বলিস্ তুই আমাকে ? জানিস্, আমি কে ? আমি রাজার হোম্‌রা-চোম্‌রা শালা,আমি কি না সেই হাভাতে বিজয় বেটার পায়ের জুতো ? বটেরে বেটী--তোকে আমি দেখে নিচ্ছি,— ভাল কথায় বলতে গেলুম্, তাতে হল না! এ রাজ্যি ত আমিই পাব ! লোকের

বিষয় আজকাল কে পায় ? শালা পায় ! শালারকেই ত লোকে পুষ্যি-পুত্তুর নেয় ! তুই ত বেটি হাভাতের দলে--তোর যখন--হাঃ হাঃ কি বলব, আমার অমন দিদিমণি রয়েচে, চাঁদমণিটি, বাছাধনটি ! আমি কি তোকে ভয় করি রে বেটি, আমি বিজয়ের পায়ের জুতো ? রোস বেটি, তোমার গুমর ভাঙ্গছি ! তোমার বড় তেজ হয়েছে ! অমর্ক যদি না ঐ তেজ ভাঙ্গতে পারে ত, সে শালাগিরীতে লাথি মেরে বনে চলে যাবে। বেটী, আমি বিজয়ের জুতো ? আমি জুতো ? পাজী বেটী, ছুঁচো বেটী, জুতো বেটী, আমি বেটী ?

চতুর্থ দৃশ্য

অজিতের বাটিস্থ কক্ষ।

অজিত ও বিজয় আসীন।

বিজয়। কোনও চিন্তা নাহি কর, সখা !
পরাজিত আসিবে কঙ্কর !
নিরস্ত্রে রাজত্ব-জয়, সম্ভব সে যদি,
তমসার হৃদয়ের পরে
চাটুকার-অধিকার-লাভ,
সম্পূর্ণ সে অসম্ভব !

অজিত। আহা, তাই হোক !

বিজয়। ও প্রসঙ্গ কর শেষ—

অজিত। সখে, আছে এক জিজ্ঞাস্য আমার !

বিজয়। নিঃসঙ্কোচে কহ মোরে।

অজিত। নৃপতির পাশে
আপনারে কেন তুমি করিলে গোপন ?
পরিচয় দিলে—এরূপ ঘৃণিতভাবে
লাঞ্ছনা না সহিবারে হত !
অলকার রাজা, শুনি, ছিল তব পিতার সুহৃদ্ !

বিজয়। লজ্জাবশে পরিচয় নাহি দিনু আমি !

অজিত। সুবুদ্ধির কার্য্য নাহি করিয়াছ তুমি !
আমি বলি—
যাও তুমি নৃপতির পাশে.
কহ গিয়া পরিচয় তব—
আমিও যাইব সাথে,
সসম্ভ্রমে ব্যস্ত রাজা
তনয়ারে তব করে হাস্যমুখে করিবেন দান,
মিলনের মহাসুখ লভি
তুমিও যাপিবে দিন পরম কৌতুকে !

বিজয়। বলিয়াছ, স্বরূপ বচন।
তাই আমি করেছি মনন !
কিন্তু জেনো সখা, বলে রাখি আমি—
একটানা দুঃখ নাহি থাকে এ ধরায়—
নিশীথের পরে হয় দিন—
শীতঋতু পরে আসে বসন্ত মধুর !

অজিত। এই হেথা আসিছে কঙ্কর !

বিজয়। পরাজয়-ছায়ে কিবা বিষণ্ণ বদন!
বৃথা দর্পী জানে শুধু শূণ্য আস্ফালন!
কঙ্করেরে ভাল নাহি লাগে প্রাণে।

অজিত। অদ্ভূত চরিত্র কিছু পারি না বুঝিতে!

(কঙ্করের প্রবেশ)

স্বাগত হে সুহৃদ-প্রবর!
কেন হেরি শুষ্ক মুখচ্ছবি?

বিজয়। অতি ধীর প্রশান্ত চলন!
কহ বীর, জয় লাভ করি
আসিছ ফিরিয়া—
অথবা পরাজয়—

কঙ্কর। কে? সুহৃদ-নিচয়?
বিজয়! কুমার!
সত্যই প্রেয়সী তব
ধরা-ধামে অপূর্ব্ব সুন্দরী—
হেন রূপ দেখি নাই আর—

বিজয়। রূপ ত কিছুই নহে—
কিন্তু সে হৃদয়ে গুণ যাহা আছে,
অনুপম সে এ ত্রিভুবনে!
পাপী চক্ষু—ঝলসিয়া যায়, সে রূপ-বহ্নিতে,
আর সেই গুণে—পাপী চায় চরণে লুটায়ে
মুছিবারে পাপের অসহ্য জ্বালা।

কঙ্কর। আছে হেথা লিপি তব তরে !

বিজয়। (পত্র-পাঠান্তে) প্রিয়ে, সুদিন উদয় আজি,
কল্যই প্রভাতে আমি অলকায় পশি
জানাইব নৃপতিরে পরিচয় মম,
তারপরে বাহুর বন্ধনে
দোঁহে মিলি কুতুহলে
খেলিব প্রেমের খেলা !
(কঙ্করের প্রতি) কহ, তব তর্কফল।

কঙ্কর। আপনার অনুগ্রহে
মিটিয়াছে তর্ক মোর !

বিজয়। কি তব সংবাদ, কহ ত্বরা !

কঙ্কর। কি সুন্দর শয্যাগৃহ তার !
চীনাংশুক সূক্ষ্ম বসনেতে
সুসজ্জিত গৃহের আসবাব !
কত শত চিত্র শোভে মধুর শোভন।
দময়ন্তী হংস-পাশে নলবার্ত্তা শুধাইছে,
এক-পার্শ্বে সহচরীগণ—বিস্ময়-কৌতুকে
দাঁড়াইয়া আছে, নীরব হাস্যেতে !
তার পার্শ্বে সুভদ্রার রথের চালনা,
কি কৌশল ভঙ্গিমায় বর্ণ ফলায়েছে চিত্রকর !
আর পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা,
গোপী-গোষ্ঠ, রাধা-শ্যাম যুগল মূরতি,

সীতা-রাম, অর্জ্জুন-উর্ব্বশী কায়-কায় মিলি
কত সুশোভন—মাধুরী জড়িত!
একপার্শ্বে শয্যাখানি—দুগ্ধফেননিভ—
তাহার সম্মুখে কিছুদূরে শোভে,
মৃণ্ময়ী রমণী মূর্ত্তি বিবসনা সাজে,
হস্তে তার বীণা, কণ্ঠে পুষ্পমালা—
তার পার্শ্বে তব চিত্র সন্নিহিত আছে—

বিজয়। সত্য কথা, যা তুমি বলিলে—
বোধ হয়, শুনিয়াছ লোক-মুখে
গৃহের এ সজ্জা যত!
অলকার অনেকেই জানে,
রাজকুমারীর কক্ষ শোভে কোন্ সাজে!

কঙ্কর। হতে পারে দাসী-মুখে তার
শুনিয়াছি এ সকল কথা!
কিন্তু শুন তবে আরও আমি বলি,
কক্ষের মাঝারে তার,
শোভে এক বৃহৎ দর্পণ,
তারই পার্শ্বে ক্ষুদ্র কক্ষ
তমসার বিলাস-কেতন,—
সজ্জা-গৃহ!—
মরি মরি যবে সে সুন্দরী—
করে সজ্জা, দর্পণ সে প্রতিবিম্বখানি
আপনার অঙ্গে ধরে পরম কৌতুকে!

বিজয়। এ কথায় তর্ক নাহি টিঁকে!

কঙ্কর। দৃঢ় কর, হৃদয়, বিজয়!
যাহা চাহ, তুমি, তাই আনিয়াছি,
লহ এই স্বর্ণ-হার, আনিয়াছি
তমসার কণ্ঠ হতে প্রেম-সুকোমল।

বিজয়। দৃঢ় হও, হৃদয় আমার,
ধীরে বহ শোণিত-প্রবাহ!
এই কি সে হার, মম দত্ত উপহার?
না-না, সেই নহে—
হঁা হঁা দেখি, দেখি, সেই বটে!
কোথা হতে করিলে হরণ?
কেমনেতে? কহ ত্বরা,
নহ তুমি বন্ধু মোর,
ভেঙ্গে দাও সম্বন্ধ সকল,
শত্রু আমি তব,
জেনো মনে।
বল বল কেমনেতে করিলে হরণ?

কঙ্কর। ক্ষমা মাগি, হরণের নহে এই ধন,
আপনি কুমারী, হৃদয়ের প্রেম-অনুরাগ সহ
দিয়াছে এ হার কণ্ঠেতে পরায়ে মোর।

বিজয়। ওরে মিথ্যাবাদী, এই দণ্ডে লব প্রাণ
না-না—কি বলিলে—নহেক হরণ,

আপনি তমসা হার দিয়াছে তোমারে,
মম দত্ত প্রেম উপহার— ?
তবে লও, তবে লও এই অঙ্গুরীয়
এই অঙ্গুরীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন
(অঙ্গুরীয় প্রদান)
ওহো সর্পসম দংশিছে হৃদয়ে,
স্মৃতি তার আজি !
ভগবান্ ভগবান্ এ ধরণী সৃজন তোমার,
রূপ যথা, প্রেম তথা নাহি—
সত্য নাহি হাসিতে মধুর,
রমণীর কোমল হৃদয় বিকট ভীষণ !
ওহো ধিক্ ধিক্ পিশাচের লীলাভূমি ধরা !
বিশ্বাস-ঘাতক নারীসম কে আছে হেথায় ?
(কঙ্করের প্রতি) কে ? এখনও সম্মুখে আমার ?
বল, বল, কঙ্কর, কঙ্কর, মিথ্যা তব বাণী !
সখা সখা,
বল, বল, দাসী কোন উৎকোচের বশে
আনিয়া দিয়াছে তোমা এই স্বর্ণ-হার।

কঙ্কর। জানে ভগবান্, মিথ্যা নাহি বলিছে কঙ্কর !

বিজয়। কি ? ভগবান ?
পাপ-মুখে বিধাতার নাম নাহি লস—
তোর মুখে শোভা নাহি পায়,

পবিত্র সে দেবতার নাম।
সর্ব্বনাশ করেছিস মোর!
দূর হরে নরকের দূত!
না, না, পায় ধরি তব, বল, বল,
মিথ্যা তব বাণী,
বল, বল, কঙ্কর, কঙ্কর, সখা তুমি মোর,
বল, বল, এখনও বল, দুটো সকরুণ মিছে কথা!
সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্
মধুময় সুরে বল,
মিথ্যা তব বাণী—।

কঙ্কর। মিথ্যা কভু জানে না কঙ্কর!
না হয় বিশ্বাস, আরও বলি শোন
তমসার বক্ষপরে
শোভে কৃষ্ণ তিল,
চন্দ্র-গায় যেন মৃদু কালিমার রেখা!
আহা কি সৌভাগ্য ধরিয়াছি আমি,
তমসার আপন ইচ্ছায় প্রেম-বশে
সেই স্থানে করিয়াছি চুম্বন মধুর!

বিজয়। ওহো ওহো প্রাণ জলে যায়!
স্থির হরে নারকীয় প্রেত!
সেই তিল চুম্বনের সনে
ছাঁকিয়া লয়েছ তুমি

নরকের তীব্র হলাহল—
যেন তোর অস্থি মজ্জা ভস্মীভূত হয়ে যায়!
ওহো ভগবান ভগবান—
এ জগতে নাহিক সতীত্ব?
তমসা, তমসা, এই ছিল মনেতে তোমার?

(বেগে প্রস্থান)

অজিত। কি সর্ব্বনাশ—
হায় হায় কি হল! কি হবে!
কঙ্কর কঙ্কর আজি হতে
তব সনে—
হল মোর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ!
যাই, দেখি, কোথা গেল, সুহৃদ বিজয়!

(প্রস্থান)

কঙ্কর। আমার হৃদয় শ্রান্ত নহে কভু!
কিবা জয়! কিবা জয়!
বিজয়ের কিবা পরাজয়!
আরে বালা বৃথাদর্পী
কোথায় রহিল তব তেজ!
সতীত্ব—সতীত্ব—কেবা আর করিবে বিশ্বাস?
অজিতের সনে হল সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ
তাই শুধু দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরে এই আঁখি দিয়া!
ছি ছি ধিক্—

এত দুর্ব্বলতা
পুরুষের পুরুষত্ব কোথা—
সাজে না আমার হৃদে—দয়া প্রেম যত—
মরুভূমি মাঝে ফুটিবে কামিনী ফুল?
এই বড় দুঃখ, অজিতের সনে হল
সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ!
হোক্, পরিতাপ কেন?
এত তৃপ্তি হয় নাই কভু,
বিজয়-গৌরবে কি উল্লাসে নাচে প্রাণ!
যাই, দেখি, অন্য স্থানে—
ভীষণ প্রকৃতি মোর রবে নাক স্থির,
কার্য্য চাই—কার্য্য চাই
অলসতা জানে না কঙ্কর!

(প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রান্তর।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। বিধাতার লিপি চমৎকার!
একা নর চলে এই সংসারের পথে

কেন এসে নারী পিশাচিনী যোগ দেয় তার সনে!
শক্তি-স্বরূপিনী নারী—
সত্য বটে শক্তি-স্বরূপিনী!
চাতুরী ছলনা শক্তি ভাল রূপে জানে সে রমণী!
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা-আশে
নিরন্তর দোলে মম প্রাণ—
কবে হবে সে কার্য্য সাধন?
ব্যভিচারী নারী—এ বিস্ময় লাগে মোর প্রাণে,
কেমনেতে অন্তরেতে কপটতা রেখে
সরলতা আচরণ করিস সুন্দর!
ধন্য তোর খেলা—ধন্য তোর ভান অভিনয়!
শয়তান শয়তানী-শিক্ষা করে তোর পাশে!
আরে আরে ফণিণী রমণী—
বড় জ্বালা ঢেলেছ হৃদয়ে
ছি ছি ঘৃণা হয় মনে—
মোরা নারী-গর্ভে সবে লয়েছি জনম?
পশু হতে কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বল নর?
নারী তার জননী হেথায়!
ঢল ঢল আঁখি—কোথা হতে পায় কোমলতা?
কেমনেতে করে নারী অন্তর গোপন?
এ রহস্য, তত্ত্ব বোঝা ভার!
দেব দৈত্য—হও আজি সহায় আমার!

তমসা-উচ্ছেদ ব্রতে হইয়াছি রত!
তমসা, তমসা, এত ছিল ও হৃদয়ে তোর—
এত বিষ ও অন্তরে?
নরকের ভীষণ যে পাপী—সেও শ্রেষ্ঠ
তোর চেয়ে শত গুণে!
নির্দ্দোষীর পরে করে না সে হেন অত্যাচার!
হায়, মোর মুগ্ধ লুব্ধ আঁখি—
চিনিলি না বারেক সে পিশাচি-অন্তর!
নর পাপী হয়—শুধু সে নারীর পাপে—
প্রলোভনে সুদক্ষা রমণী—
চারি ধারে ফাঁদ পাতি রেখেছে বিষম—
সুখের পিয়াসী নর–
আপনার হৃদয়ের সম-ভাবি নারী-হৃদি
ঝাঁপ দেয় তার প্রেম-হ্রদে।
পরে জর্জ্জরিত উন্মাদের প্রায়
ফিরে আসে—পিয়ে হলাহল!
তীব্র যাতনায় জীবনের করে অবসান!
যত পাপ আছে এ ধরায়—
সবার জনম-ঠাঁই—রমণী-হৃদয়!
চাটুবাদ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, মোহ, ইন্দ্রিয়-লালসা
জন্ম লয় নারী-বক্ষমাঝে!
নরকের পূর্ণ ছায়া বিকশিত রমণী-হৃদয়ে!

ডরে পাপ রমণীরে—হিংসা ক্রোধ আদি পুড়ে মরে
রমণীর দৃষ্টির পরশে—
বিধাতার সৃষ্টি, নর—
আর নারী—শয়তানের ক্রীড়া-পুত্তলিকা।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক



প্রথম দৃশ্য

শেখর। এমনি গ্রহ বটে! অত আদরের হার চুরি গেছে, তা মুখ ফুটে কারও কাছে প্রকাশ কর্ব্বার যো নেই! মহারাজের কানে উঠলেই হুলস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে। মধ্যে থেকে রাজকুমারী আরও গালাগালি খাবেন। প্রভুর আমার কি অদ্ভুত প্রকৃতি, কিছুই বুঝি না। বিজয়—আহা, তাকে হাতে করে মানুষ করেছি—কেন, তুমি নিজের পরিচয় দিলে না? আমাকেও বিশেষ করে মানা করে দিলে, যেন কেউ না জানতে পারে—কেন যে এ রকম খেয়াল গেল, আমি ত বুঝতে

পারি না—মহারাজ কতকগুলো গাল দিচ্ছেন, তা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? আমাদের মহারাজের সঙ্গে এঁর নাকি খুব বন্ধুত্ব ছিল— সেটি একবার বল্লেই, সব গোল মিটে যায়—তা কর্ব্বে না! আমি বুড়ো হয়েছি, যত শীঘ্র তোমাদের মিলনটা দেখে যাই, ততই ভাল, নইলে কোন দিন পুট্ করে মরে যাব—আমার ত প্রাণ ঠোঁটের ডগাতেই এসে রয়েছে। যাই, কুমারীকে বলিগে—সে হার ঐ দাসীদের মধ্যেই কে নিয়েছে। একটু চেপে ভয় দেখালেই দেবে, সেত হারায়নি, খুঁজবই বা কোথা? আহা, হার ছড়াটি আমার বিজয়ের উপহার, তাই এত মায়া, এত টান। (প্রস্থান)।

(অমর্ক ও অনুচরগণের প্রবেশ)

(গীত)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

অনুচরগণ।

(আমার) শালার রূপে ভুবন আলো।
আহা, পোষাক গৌর, তাজটি ময়ূর, বর্ণ মাটা-মাটা কালো!
দন্ত সাদা, চুলটা কটা, নাইক দাড়ী, সিংহ-জটা
গুম্ফ কেমন পাক ধরেছে, সাঁচ্চা সাজে মানায় ভালো।
গলে দোলে ফুলের মালা, শালা শালা সবার শালা,
উদার মহান্ প্রাণখানি যে মনটি আহা ধলো-ধলো!
পেটখানি যে জলের জালা, পাদুখানি বৃক্ষ-কলা
অনুপম এমন শালার জয় জয় জয় সবাই বলো!

অমর্ক। বল বাবা—জয় জয় জয় শালার জয় !

সকলে। জয় শালার জয় !

অমর্ক। দেখ বাবা হরদমৃচাঁদ !

১। হুজুর !

অমর্ক। একবার চলনটা ত দেখছ আমার—(বিকৃতভাবে চলন) হাঁ হাঁ বুঝছ কিছু ?

২। হুজুর একেই ত বলে চলন—

সকলে। আহা—এই ত গজেন্দ্র-গমন !

অমর্ক। দেখ বাবা ফুড়ূক্ সিং, এইবার বড় মজা, হা—হা—হাঃ—

৩। আরে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

অমর্ক। কি বাবা—তোমরা হাসলে না যে ?

সকলে। (মুখব্যাদান করিয়া)আজ্ঞে, এই যে হাসছি কসুর মাপ হয় —হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

অমর্ক। এইবার বাবা রাজা হব !

সকলে। বাবা রাজা হব !

অমর্ক। দিদিমণিকে গিয়ে বল্লুম, আমি আর এখানে থাকবো না, আমাকে যদি পুষ্যি-পুত্তর নাও, তাহলে থাকি, তোমাকে ত ছেলেবেলা থেকে দিদিমণি বলি, এইবার তোমাকে পুষ্যি-মা বলব—দিদিমণি হেসে কুটোকুটি

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কুটো—কুটি —ই—!

অমর্ক। বল্লে রাজাকে বলব—বুঝলে কিনা—রাজা ছিল, আমার

বোনাই এবার হবে বয়ে আকার বয়ে আকার—

সকলে। হ্যাঁ, আকার বাবা ?

অমর্ক। কিন্তু বাবা—পুষ্যিপুত্তুর হবার আমার ততটা ইচ্ছা নাই যদি (ইঙ্গিতে) বুঝলে কিনা, যদি ঐ তমসা বেটির সঙ্গে বিয়ে দেয়, ওঃ তা হলে ভারী আয়েস—আহা, কেমন মুখখানি, চেয়ে দেখলে ক্ষিধে তেষ্টা থাকে না রে বাবা— দিদিমণিও ত সুন্দর, কিন্তু দিদিমণিকে দেখলে ত এ রকমটা হয় না !

সকলে। তাই ত ! তাই ত !

অমর্ক। আমাকে আবার বেটী মামা বলে—নইলে—

সকলে। আরে হাঁ হাঁ হাঁ—নেহাৎ বেকুব—হুজুর নেহাৎ বেকুব—

অমর্ক। রাজা বেটা ভারি চোয়াড়, নইলে আমি রাজাকে বলতুম-কি জান, বাবা, ভয় করে ! হয় ত শুনেই ফর্ ফর্ করে তলোয়ার ঘুরিয়ে দেবে, শালা বলে মানবে না ! গলাটী ধরবে, আর আমি একবারে রফা—আর কি জান, তলোয়ার-ফলোয়ার দেখলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়—আহা ত-ম-সা—

সকলে। হুজুর বিয়ে করে ফেলুন—

অমর্ক। আরে আমার ত ইচ্ছে তাই-কিন্তু বুঝলে কি না,—রাজা শালা যদি বুদ্ধি করে পুট্ করে মরে যায়, তা হলে আমিও শালির ঘাড় মট্‌কে টুক্ করে বিয়ে করে ফেলি। তা ত মরবে না—তা, তা তোমরা এখন সব—সেইটের চেষ্টায় যাও ! আমি একটু তমসার কথা ভাবি।

সকলে। আজ্ঞে, আজ্ঞে, এই চল্‌লুম।

(অনুচরগণের প্রস্থান)

অমর্ক। ত–ম—সা—তমসা ত—ম—সা আঁ আ! আহাহা তিনটী অক্ষরে যেন মধু ঢেলে রেখেছে! গলাটা ফাঁক হয়ে ত—ম—সা, আর এমনি মজা, চোখটী আপনিই ঢুলে আসে দেখ্ছি! একি নেশা রে বাবা! ত—ম—সা আহা, ত ম সা! এই ত বাবা এত "সা" আছে! তা কোনটীই "তমসার" মত নয়! ঐ ত মজা! আহাহা গালভরা নাম, তমসা! ও কিরে বাবা বিট্‌কেল চেহারা! কে বাবা! আঃ জ্বালিয়ে মার্‌লে! একটু প্রেমের ভাবনা ভাবব, তা-না শালার তর-বেতের চেহারার জ্বালায় আর টেঁকতে দিলে না! আর এই এক ভয়! ভয়ের জ্বালা তেই গেলুম মাথায় পাগড়ী আর পেটে তলোয়ার গোঁজা দেখেছি কি বুক খানা ধড়াস করে উঠেছে! না বাবা পিত্তি জ্বলে উঠলো! কোথাও ছাই নির্ব্বিঘ্নি নেই! ঐ দেখ বাবা, এ আবার দু শালা—দূর কর! ঐ গাছটা, ঐ গাছটার উপর উঠে তমসা তমসা করে দুটো নিশ্বেস ছাড়িগে, এতদিনে জানলুম, লোকের কথাই সত্যি—পৃথিবীতে সুখ নেই (মুখ-বিকৃতি) যাক বাবা, যা খুসি হোক, আমিত এই ধার দিয়ে প'য়ে আকার দিই! আপনি বাঁচলে বাপের নাম—অমর্ক শালা, এখনও দাঁড়িয়ে কেন—শটান লম্বা দাও, চাঁদ!

(প্রস্থান)

(অন্যদিক দিয়া জন দুই সৈনিকের প্রবেশ)

১। কিরে দাদা মোছলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ত পেকে উঠল।

২। তাইত ভাই-বেশ ছিলুম, এ দেখদেখি মাঝখান থেকে এক বিপরীত কাণ্ড বেধে উঠল!

১। আর দাদা-একটা কথা চুপি চুপি বলি, কারুকে বলিসনি যেন!

শালা মহারাজের অত্যাচারে আর (চুপি চুপি) মহারাজের অবিচারে প্রজার দল খেপে উঠল। বলে, এর চেয়ে মোছলমানের রাজত্ব শতগুণে ভাল। শুনতে পাই, জনকতক অমাত্য বাদশার কাছে চিঠি দিয়েছে যে এই সময় রাজ্য আক্রমণ কর্ল্লে জয়ের সম্ভাবনা !

২। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমাদের সেনাপতি মশায়কে ত চেনো না, বাবা—অমন হুঁসিয়ার কাজের লোক আর দুটি নেই! তা দাদা এ এক রকম মন্দ হল না—মাইরী—আমার ত ভাই মনে সুখ হচ্ছে, লুটপাট না কল্লে কি আমাদের প্রাণ ভাল থাকে? তার পর, তুই কার দলে—?

২। আমিত মিহির সিংহের দলে, তা শুনছি আর দিন তিন চারের মধ্যেই আমাদের ফৌজ দিল্লীর দিকে এগুবে, আমাদের ত ভারী উৎসাহ, এযে মোছলমানের কাছে হঠবো, তা ত বাবা প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না !

১। সত্যইত! হাতিয়ার লোক আমরা, যুদ্ধই ব্যবসা। জন্মে অবধি মার-কাট করে আসছি।

২। তাত বটেই! এখন চলেছিস্ কোথা, বল্ দেখি—

১। সে ভাই বড় গুহ্য কথা, তা তোকে বলতে দোষ কি? তুইত্ত কারো কাছে ভাঙ্গতে যাচ্ছিসনে, আর না বলেও আমি থাকতে পাচ্ছিনে শোন তবে কাণে কাণে (কর্ণে কথন) বলি,—

২। এঁ্যা বলিস কিরে? এ যে সেনাপতিকে জানালে কিছু বকশিশ মিলবে রে!

১। সেই জন্যেই ত আমি চট্ পট্ চলেছি-বাবাঃ-পেটে পেটে এত!

২। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ! নাও, এখন চলে চল্ ভাই, আমিও যেন কিছু বকরা পাই, তাহলে যাবার আগে মাগছেলের একটা হিল্লে করে যেতে পারবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

(পত্র পাঠ করিতে করিতে শেখরের প্রবেশ)

শেখর। কি? ব্যভিচারিণী? অসম্ভব, অসম্ভব! হায় হায় একি কথা, প্রভু? আপনিই যাঁর চিন্তা ধ্যান, তিনি অসতী! দুঃখ যখন আসে, তখন এমনিই আসে। প্রভু, বিজয়, তুমি কি তাঁর মন জান না? অমন সরলা, অমন স্নেহশীলা, তিনি অসতী? কি ভ্রম! কে এমন শত্রুতা কর্ল্লে? প্রভু, এ আমাকে কি বলেছ? বিজয়, কি আদেশ করেছ? আমি মা জননীকে হত্যা কর্ব্ব? ধিক্ ধিক্ আমি তেমন পশু নই! এ পাপ করে যদি প্রভুভক্ত হতে হয়, আমার সে প্রভুভক্তিতে কোনও প্রয়োজন নাই। যার দেহে কিছু মাত্র মনুষ্যত্ব নেই সেও কি এ কাজ কর্ত্তে পারে? অমন লক্ষ্মী, মুখ দেখলে প্রাণ ফেটে যায়, আজ তাঁর এই দুঃখ দেখে কি চোখের জল না ফেলে থাকা যায়? মাতৃহীনা, পিতাও ত্যাগ করেছে,—বিজয়, তুমিও তাকে ত্যাগ কর্ব্বে? উঃ, কি ভয়ঙ্কর! লিখেছেন (পত্রপাঠ) "তোমাকে এ কাজ করতেই

হবে। আমি তোমাকে যে পত্র দিলাম, সেই পত্র তোমার কাজের সাহায্য করবে।" উঃ, এ কি পত্র? এতে বিষ মাখান রয়েছে! এই কি আদেশ—ওহো ধিক্ আমাকে—এই যে আস্‌ছেন,—জগদীশ্বর জেনো, আমি নিষ্পাপ, প্রভুর আদেশ যেটুকু পালন কর্ব্বার যোগ্য, সেইটুকু শুধু পালন করব।

(তমসার প্রবেশ)

তমসা। শেখর, কি তব সংবাদ?

শেখর। মা জননী, পত্র এক আছে তব তরে। (পত্র প্রদান)

তমসা। এ তব প্রভুর লিপি!

দেখি দেখি, কোন বার্ত্তা আনিছে পত্রিকা!
আহা, সুবাস-হিল্লোলে যেন মুগ্ধ মোর প্রাণ!
ধীরে বহ মলয় মারুত, চঞ্চল করোনা মোরে—
দেখি দেখি কোন সুধা আনিছে পত্রিকা!
আলো যেন হেরি চারিধারে, মনে হয় বিষাদ অতীত,
ধরা যেন সুখ-হর্ষ-ভূমি!
প্রাণেশের করস্পর্শে সঞ্জীবিত লিপি,
সাদরেতে বক্ষে ধরি—ঘুচে যাবে সকল সন্তাপ!
এস, এস, তৃষিত, বাঞ্ছিত—
সে করের সুরভি যা রয়েছে জড়িত, অঙ্গে, তব,
মম বক্ষে দেহ তা ছড়ায়ে! (পত্র বক্ষে ধারণ)
দেখি পত্র—জগদীশ এ মোর প্রার্থনা
সুবারতা আনে যেন লিপি!—(পত্র পাঠ)

"তমসা, বহু দিন তোমাকে দেখি নাই—তোমার পিতার নির্দ্দয় লাঞ্ছনার কথা মনে রাখিয়া রাজপুরীতে আর তোমার দর্শনাশায় যাইলাম না—যদি কেহ দেখে, উভয়ের অনিষ্ট সম্ভাবনা-তুমি যদি শেখরের সহিত মহাবনে মহাকালের মন্দিরের নিকট অদ্য সন্ধ্যাকালে আইস, তাহা হইলে তোমাকে দেখিয়া আমার এ দর্শন-পিপাসার নিবৃত্তি করি। দেখা হইলে অন্য কথা হইবে। ইতি তোমার বিজয়।" আহা, যদি আমি পাখি হতেম, যদি পাখির মত আমার ডানা থাকত, তা হলে এখনই উড়ে যেতাম! দেখি, দেখি, পত্রখানা আবার দেখি (পুনশ্চ পত্র পাঠ) আহা, প্রতি ছত্রে কি স্নেহ, কি অনুরাগ! প্রাণেশ্বর, তুমি আমারই—সে বিষয় আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই! শেখর, শেখর, মহাবন কতদূর? আমি সেখানে যাব! পত্র ত শুনলে? আমাকে মহাবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হবে। তুমি যাবে, শেখর? আজ সন্ধ্যার সময় যখন অন্ধকারের আধছায়া ছড়িয়ে পড়বে, তখন যাব—শেখর শেখর, কত দিন পরে তাঁকে দেখব! যাবে ত?

শেখর। মা জননী—

তমসা। কেন, শেখর, অমন করে কথা বলছ?

শেখর। মা জননী, প্রভুর আদেশ-পালন আমার ধর্ম্ম।

তমসা। শেখর, তুমি প্রস্তুত থেকো, সন্ধ্যার পর সকলের অজ্ঞাতে আজ চলে যাব। আর ফেরবার ইচ্ছা নাই, তাঁর হাত ধরে তাঁর সঙ্গে চলে যাব। শেখর, তুমি প্রস্তুত থেকো।

শেখর। (স্বগতঃ) জগদীশ্বর, এইটুকু দয়া করো, আজ্ঞা-পালনে যেন মনুষ্যত্ব না হারাই। (প্রস্থান)

তমসা। আজ সন্ধ্যার পর যাব, সেই মহাবনে, কেন? কেন? দেব-দর্শনে যাব। আহা, বিজয়! আমার বিজয়! কত দিনের পর দেখা হবে। কি কথা বলবে? প্রথমেই আমি কি কথা বলব? বিজয়ই বা কি বলবে? সে যা'বলবে, আমি তার উত্তর দেব? দেখা হলে যদি লজ্জায় কথা বলতে না পারি—কেমন একটু একটু লজ্জা হচ্ছে। বিজয়, বিজয়! আহা, প্রাণটা যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল! কবিদের কথাই সত্য, প্রেমই জগতের শান্তি, পতিই সতীর একমাত্র গতি। আহা বিজয়, আমার বিজয়!

(গীত)

সকল হৃদয় সখি, দিয়াছি যারে আমি
 সে কি পারে তাহা ফেলিতে?
হৃদয়-কানন-প্রেমকুসুম যারে দিছি
 সে কি পারে পদে দলিতে?
অবলা নারীর ক্ষুদ্র পরাণ—
টুটিয়া লবে সে কি যশ মহান্,
 পার কি আমারে বলিতে?
সে যে বলে মোরে 'ভালবাসি কত'
 সে কি তবে মোরে ছলিতে?

(গীত-সমাপ্তির পূর্ব্বেই অন্তরালে সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। (গীত)

মিশ্র-ঢিমে তেত্তালা।

কেন সখি ভাব এত ধর আমার বাণী,
যাচিয়া আসিবে সে যে, চাবে চরণখানি।

পদধূলি দেহি মোরে, যাচিবে সোহাগ-ভরে
তুমি রবে মান করে রাধা বিনে দিনী।
এসে হেসে কাছে ঘেঁসে, শ্যাম যবে দাঁড়াবে পাশে,
অধরে অধর ধরি—করবে হৃদয়-রাণী।

তমসা। বেশ ভাই বেশ যাহোক! বলিহারি কবিমশাই!

সুরমা। কেন, কবিটা কিসে বুঝলে? তুমি নিজের মনে গান গাইলে, আমি তার একটা জবাব দিলুম। হেঁ ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, বলবে?

তমসা। কি কথা, সই?

সুরমা। তোমার মনখানায় যেন আজ একেবারে সুখের ঢেউ খেলছে! বলনা, ভাই ব্যাপার কি? আজ কি শ্যাম গোকুলে ফিরবে নাকি?

তমসা। এযে তাঁর শত্রুপুরী, এখানে কি করে আসবে, ভাই?

সুরমা। তবে?

তমসা। আজ দেব-দর্শনে যাব।

সুরমা। কোথায়?

তমসা। মহাবনে, মহাকালের পূজা দিতে।

সুরমা। ওমা, ও কথা বলোনা ভাই. সেখানে যেতে আছে? বিশেষ এ সময় শুনছি, লড়াই বেধে উঠলো, তা যবনেরা নাকি ঐ খানে ঘুরছে।

তমসা। ঘুরুক ভাই, দেবতার কাছে ভয় কি?

সুরমা। তা নয় ভাই, আসল কথাটা তুমি ঢাকছ, আমি ছাড়বনা।

বলতেই হবে। বাজে কথা বলে যে আমাকে উড়িয়ে দেবে, তাহবে না।

তমসা। আচ্ছা, কাল সকালে বলব।

সুরমা। ঠিক?

তমসা। হাঁ।

সুরমা। এত হাসি তোমার মুখে—

তমসা। অনেক দিন পরে তাঁর চিঠি পেয়েছি।

সুরমা। তাই বল। (উভয়ের আলিঙ্গন)

তমসা। চ'ভাই, চিঠিখানার একটা উত্তর লিখিগে। কি লিখব, তোকে বলে দিতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মহাবন-সন্নিহিত তপোবন-ভূমি।

(তাপসকুমারীগণ)

(গীত)

ভৈরবী—মধ্যমান।

সারা ধরা মাতিয়াছে বিভুগুণগানে,
কত কথা উছসিয়া উঠে সমীরণে,
তটিনী বহিয়া চলে গাহি গীতি কুতূহলে,

অনিল অনল ব্যোম গাহে, কিবা তানে!
গাহে তরু, গাহে লতা, বিধির মহিমা-গাথা
বিহগের গীতে ফোটে—নরনারী প্রাণে!
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে, বিভু-গান গাহে মিলে,
ললিত মাধুরী-তান ভ্রমর-গুঞ্জনে!

ব্রহ্মানন্দ। বৎস, উপযুক্ত আচরণ করিয়াছ তুমি।
জেনো মনে, নহ তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার,
ক্ষত্রিয়-তনয় তুমি, ক্ষত্রসম আচরণ তাই,
তোমার অজ্ঞাতে ফোটে, হৃদয়ের মাঝে!
আর্ত্ত-ত্রাণ, জেনো, বৎস, ক্ষাত্রধর্ম্ম—
মৃগয়া সে ক্ষত্রিয়ের ক্রীড়া।
কোমলতা ব্রাহ্মণের—বীর্য্য ক্ষত্রিয়ের শুধু।
সে কারণে অস্ত্র-শিক্ষাতরে তব করি নাই হেলা—

কনক। গুরুদেব—
কতবার শুনিয়াছে দাস
আপনার শ্রীমুখভাষায়
ক্ষত্রিয়-তনয় আমি,
কিন্তু পিতা, স্থির পরিচয় মম
আজও আমি নহি জ্ঞাত।
কবে তাহা গুরুদেব বলিবেন মোরে?

ব্রহ্মানন্দ। ব্যস্ততার নাহি বৎস কোন প্রয়োজন।
উপযুক্ত অবসর পাইব যখন—

সেইকালে পরিচয় কহিব বিশেষ,
এবে শুধু এইটুকু জান,
নহ তুমি শুধু শাস্ত্র-শিষ্য মোর—
শস্ত্রশিষ্য ক্ষত্রিয়-কুমার।
কহ বৎস, আজ কোন্ বনে
মৃগয়ার আশে গিয়াছিলে?

কনক। মহাবনে শুনি কোলাহল
গেলাম তথায় পিতা—
যবনের দল দেখিলাম ব্যস্ত কেন—
আমারে দেখিয়া তথা দুইজন সেনা
মোরে আক্রমণ-তরে করিল উদ্যোগ,
কিন্তু দেব, তব দত্ত কৃপাণের বলে,
দ্বিখণ্ডিত যবনের শির—
পলাল যা অবশিষ্ট ছিল পঞ্চজন।
শুনিলাম কাঠুরিয়া-পাশে
অলকার আক্রমণ-তরে,
সাজিতেছে যবনের সেনা।

ব্রহ্মানন্দ। অলকার আক্রমণ তরে?

কনক। তাই গুরুদেব আমি করেছি মনন,
ভারত-গৌরব বৃদ্ধি করিবার আশে,
রাজ-সৈন্য মাঝে পশি, যবনের সনে করি রণ।
কি জানি, পরাণে মোর জাগিছে পিপাসা,

অলকার সেনা হয়ে যুদ্ধ করি যবনের সনে।
দেহ দাসে অনুমতি দেব।

ব্রহ্মানন্দ। (স্বগত) কি অদ্ভুত বিধাতার লিপি!
শোণিত–সম্বন্ধ যেথা শিরায় শিরায়,
স্বজনের তরে সেথা, ফোটে প্রাণে ব্যাকুল পিপাসা-
হে শঙ্কর, কে বুঝিবে এ মহিমা তব?

কনক। কহ পিতা, কিবা অভিমত?
ক্ষত্রিয়-তনয় আমি, শুনি তব মুখে,
ক্ষত্রোচিত কার্য্যে দেব করহ আদেশ,
ধর্ম্মদ্বেষী সনে রণ শঙ্কর-বিধান।

ব্রহ্মানন্দ। (সহাস্যে) নহে বৎস, শঙ্কর-বিধান?
হিন্দু ও যবন সকলে শঙ্কর-সুত।
মানবের অজ্ঞানতা লাগি
পঙ্কিল ধরায় শুধু ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভেদ।

কনক। নহে ইহা শঙ্কর-বিধান?
জন্মভূমি-শত্রু, সে যবন,
হিন্দুসনে চিরকাল বৈর-ভাব তার—
প্রভু, দেব, যদি নহে ইহা শঙ্কর-বিধান,
আর্ত্তত্রাণে সকলের আছে অধিকার।
হিন্দুরাজ্য আক্রমিছে যবনের সেনা,
উচিত কর্ত্তব্য মম রুধিবারে গতি।

ব্রহ্মানন্দ। সত্য বটে উচিত কর্ত্তব্য।

কিন্তু বৎস. একা তুমি—
একাকী এ রণ-ক্রীড়া বাতুল-স্বপন।

কনক। সত্য বটে, একাকী এ দাস—
কিন্তু দেব বিন্দু বিন্দু বারিকণা মিলে
রচে মহা ভীষণ সাগর—
সাগরের 'পরে এক বিন্দু বারি যদি পড়ে.
ক্ষতি কিবা তায় ?

ব্রহ্মানন্দ। বৎস,
কিবা অভিমত. পরে করিব প্রকাশ।
এবে আসে, সন্ধ্যা ধীর নম্রে নামি'
আশ্রম-মৃগেরা আছে তোমার আশায়—
এমনি করেছ মুগ্ধ—বাক্‌হীন পশু,
লবে না আহার-কণা—তব করে নাহি মিলে যদি !

কনক। আসি তবে গুরুদেব।
প্রণাম চরণে পিতা।

(প্রস্থান)

ব্রহ্মানন্দ। কি অদ্ভুত মায়ার এ খেলা !
মহাব্রতে নিযুক্ত আজিকে আমি।
নৃপতির শৈশব-পালন, চরিত্র-গঠন
কঠিন কর্ত্তব্য আজি ন্যস্ত মম করে।
জাতির ভরসা, হিন্দুকুল-আশা—
যাতে হয় ধর্ম্মের রক্ষণ,—দরিদ্রের সেবা,

দেব-দ্বিজে অনুরক্তি বৃদ্ধি পায় ভাল,—
সেই গুরুভার আজি ন্যস্ত মম করে।
দরিদ্র-কুটিরমাঝে লালিত নৃপতি,
বোঝে ভাল দরিদ্র-বেদন।
দস্যুপতি কোন লোভে পড়ি
রাজার তনয়ে আনে করিয়া হরণ,
কিন্তু অনুতাপে উন্মত্তের প্রায়
মোর পাশে আসি মাগে শান্তি,—
অনুতাপ-বিষে মলিন সে দস্যুপতি!
সে অবধি রাজার তনয়
মোর পার্শ্বে রহিয়াছে দীন, হীন,
আশ্রম-বাসীর মত।
আজ নয়—একদিন
বাল্মীকির সম নৃপতির পাশে যেয়ে—
ফিরে দেব তনয় তাঁহার
শাস্ত্রদর্শী, শস্ত্রপাণি তেজস্বী কুমারে!
কনক! কনক!
কি যে স্নেহ-মোহে ভুলায়েছ মোরে,
নাহি জানি!
এত দিনে জানিলাম শুধু,
চিত্ত-শান্তি বৈরাগ্যেতে নহে
চিত্ত-শান্তি করে বাস, স্নেহ-সিন্ধুমাঝে। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মহাবন।

ধীরে ধীরে শেখর ও তৎপশ্চাতে তমসার প্রবেশ।

তমসা। শেখর! শেখর!
কতদূর যেতে হবে আরো?
ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন বড়;
চলিতে না পারি আর।

শেখর। মা জননী—

তমসা। ওকি! অশ্রু কেন নয়নের কোণে?
তুমিও কি ক্লান্ত দেহ?
এস তবে ক্ষণেকের তরে,
বসি এই তরুছায় লভিব বিশ্রাম।
শেখর—

শেখর। মা জননী—
মোর সম পাপী কেবা, আছে ধরাতলে?
(অশ্রু-মার্জ্জনা)।

তমসা। ও কি? শেখর—শেখর?
বল, বল, কি হয়েছে তব?
কেন এত বিষণ্ণ কাতর?
অশ্রু বহে দরদরি নয়নে তোমার,—
কহ মোরে কি তব বেদনা?
শেখর! শেখর!

শেখর। মা জননী!
এ পাপ রসনা অশক্ত, অশক্ত, হায়,
কেমনেতে কব তব পাশে?
কি বেদনা, কেমনে বুঝাব?
মা জননী, এত ছিল অদৃষ্টে তোমার?

(অশ্রু-মার্জ্জনা)

তমসা। শেখর, শেখর,
তোমার বিলম্বে মোর বাড়িছে সন্তাপ।
কহ ত্বরা, কহ মোরে,
কি ঘটনা ঘটেছে বিষম!
বল, বল, সব আমি সব অকাতরে।

শেখর। কি বলিব?
এই দেখ আদেশ-পত্রিকা

(পত্র-প্রদান)

তমসা। একি? মৃত্যু কেন হলনা আমার?
(পত্রপাঠ)বিজয়! বিজয়!
আমি অসতী?
হা নিষ্ঠুর বিজয়—

(মূর্চ্ছা)

শেখর। হায়, হায়,
যন্ত্রণার তাপে শুধু শুখাবে এ কোমল কুসুম!
কি হইবে অস্ত্রে বল?

পত্রখানা হৃদি-গ্রন্থি কেটেছে বিষম !
বিষধর-জ্বালা ধরে, এই লিপিখানা।
জগদীশ, এ ও মোরে হইল দেখিতে ?
বিজয়, বিজয়, একি ভ্রান্তি তব, হায়,
বুঝিতে না পারি !
মা জননী, মা জননী—

তমসা। কে ? কে ? কই ? কই ?
কোথায় বিজয় ?
শেখর, শেখর, বল, বল, কোন দিকে গেল ?
এই হেথা আসিয়া সে, ধরি মোর কর,
ডাকিল সোহাগে কত !
কোথা গেল ? কোথা ?
বিজয়, বিজয়, কোথা তুমি,
রয়েছ লুকায়ে ?
(পত্র দেখিয়া) না—না—না—ঐ সেই পত্রখানা,
ওহো, জ্বলে যায় প্রাণ,
বিজয়, বিজয়, এ কি কহিয়াছ ?
আমি দাসী তব, জানি শুধু তব শ্রীচরণ,
দুঃখ-পূর্ণ এই পৃথ্বী-মাঝে,
শান্তি, সুখ সব মম তব শ্রীচরণ,
সেথোনাক বাদ, প্রাণেশ্বর,
তোমা ছাড়া কিছু নাহি জানে, তব দাসী।

৭

বিজয়, বিজয়, আমি অসতী ?
দ্বিচারিণী ? ওহো ভগবান—

শেখর। মা জননী !

তমসা। কে ? শেখর ?
কেন, কেন, কি বলিবে ?
বল, বল, হইনি বধির।
যেই বজ্রবাণী ধরেছি শ্রবণে।
তাতেও'ত হইনি বধির।
কি আশ্চর্য্য ! এখনও প্রাণ আছে দেহে !
বিজয় কয়েছে মোরে, অসতী ?
শেখর, পত্রে আছে তব প্রতি আদেশ তাঁহার,
হত্যা তুমি করিবে আমারে !
কেন তবে বিলম্ব করিছ ?
এস, এস, কর ত্বরা আদেশ-পালন।
এই পাতিলাম বক্ষ, সজোরেতে ও তীক্ষ্ণ ছুরিকা
আমূল করহ বিদ্ধ,—
হাস্যমুখে ছেড়ে যাই ধরা।
ও কি, করিছ ক্রন্দন ? কেন ?
লভ পুণ্য,
কর প্রভু-আদেশ-পালন.
এ হৃদয়ে-হৃদয়ের যথা শুধু বিজয়—বিজয়,
সেই সে হৃদয় বিজয়ের আদেশেতে

তীক্ষ্ণ ছুরিকার বলে,
উপাড়িয়া লহ ত্বরা,—
লহ মোর হৃদয়-শোণিত !
আপন প্রভুর কর আদেশ-পালন,—
শেখর, শেখর,—
এই পাতিলাম বক্ষ, অচপল করে কর,
ছুরিকা আঘাত।

শেখর। ভগবান্,—হে শঙ্কর,
এত হল, করিতে সহন—
(ছুরিকা লইয়া) নরকের অনুচর,
ভীষণ রাক্ষস,
দূর হরে সম্মুখ হইতে।

(ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ।)

মা জননী ! মা জননী !

তমসা। শেখর !
মৃত্যুরে না ডরি আমি,—
মৃত্যু শান্তি—সে যে চির-ঈপ্সিত আমার !
আজি মরণেরে তমসা না ডরে,
বিজয়ের হৃদয় হইতে, লভিয়াছি চির-নির্ব্বাসন,
সেই দণ্ড হতে একমাত্র শান্তিস্থল,
মরণের ক্রোড়ে !
নিজে আমি এই প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

তমসা

কিন্তু।—আত্মহত্যা ? আত্মহত্যা
সে যে গুরুতর পাপ.-
শাস্ত্রের নিষেধ.
নচেৎ তমসা—যেই দণ্ডে শুনিল. সে ভীষণ কাহিনী
সেই দণ্ডে এই প্রাণ দিত বিসর্জ্জন-
কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে !
বিজয় ! বিজয় !
এও ছিল. অদৃষ্টে আমার ?
অবশেষে তুমি মোরে কর অবিশ্বাস !
এ হৃদয়, বিজয়ের লীলাভূমি. বিজয়-সর্ব্বস্ব.
বিজয়ের চিন্তা ছাড়া কিবা আছে আর ?
বিজয়. বিজয়.
কবে তুমি হইলে পাষাণ
তোমার তমসা. তোমা ছাড়া কেবা আছে তার ?
তব প্রেম-তরে পিতৃরোষানল
অকাতরে ধরিলাম শিরে—
গভীর নির্জ্জনে. এই মহাবনে.
ভীষণ সন্ধ্যায়. আসিয়াছি.—শুধু আশা.
পাব তোমা-সেই মোরে. তুমি কহ. দ্বিচারিণী ?
ওহো. বিজয়. বিজয়—
দয়া তব হলনা কি মনে ? সেই দণ্ডে
ভুলেছিলে আপন হৃদয় ?

তোমার হৃদয়ে নাথ ভাতিত ত আছে এ অন্তর!
শেখর, শেখর–ধর বাণী মোর,
এ যন্ত্রণা পারি না সহিতে,
বিজয়ের হৃদয়েতে নাহি মোর স্থান,
অসতী তমসা, তার পানে চাবে না বিজয়,
শেখর, শেখর, ধর এ মিনতি
পূর্ণ কর অভীষ্ট আমার
দাও মোরে আনন্দ মহান্!
ধর ও ছুরিকা—এই বক্ষ ছিন্ন করি ফেল,
মৃত্যু-ক্রোড়ে লভিগে বিরাম,—
সেই বক্ষ, –দেখো তুমি, সেই বক্ষ-মাঝে,
বিজয়, বিজয়––বিজয়ের প্রতিমূর্ত্তি শুধু,
মধুর সুন্দর! আর কিছু নাই।
ধর বাণী, লহ ও ছুরিকা—

শেখর। মা জননী,
নহে পশু, মানব শেখর,
আছে তার হৃদে মনুষ্যত্ব প্রীতি-বোধ,
আছে তার হিতাহিত-জ্ঞান,
মা জননী,
আর বজ্র হানিও না, এ দীন শেখর-শিরে,
কঠিন ধরণী এ যে ওহো মা জননী,
কঠিন ধরণী,—কে রাখিবে, মর্য্যাদা তোমার?

কি বলিব—এ আদেশ পেয়ে,
সারা রাত্রি নিদ্রা মোর আসেনি নয়নে।

তমসা। প্রভুর আদেশ পালি, নিদ্রা দাও কুতুহলে,
হৃদয়-আনন্দে !
শেখর, হত্যা যদি না করিবে মোরে,
কেন তবে আনিলে হেথায়,
এ ভীষণ বনে ?
ছি ছি অবাধ্য সেবক তুমি,
পাপী, পাপভয় নাহি ও হৃদয়ে ?
প্রভুর আদেশ যদি না কর পালন,
পাপ,—পাপ,—পাপে লিপ্ত হবে তুমি,
জান কি তা মনে ?

শেখর। পাপ ? হোক্ পাপ,—
মিত্রসম সেই পাপে ধরিব হৃদয়ে,
মা জননী,
ধৈর্য্য ধর,
শোন, যাহা বলি !

তমসা। কি বলিবে, বল, ত্বরা করি,
ধৈর্য্য আছে আমার হৃদয়ে,
এখনও উন্মাদ মোরে করেনিক গ্রাস !
অসতী তমসা, আজি সে যে দ্বিচারিণী,
এ ভীষণ বাণী সহিয়াছি অকাতরে !

আছে বল, আছে ধৈর্য্য,
বল তুমি, কি বলিবে মোরে!

শেখর। মা জননী,
রাজপুরীমাঝে যাবে ত ফিরিয়া!

তমসা। বাতুল হয়েছ তুমি!
কোন মুখে যাব পুনঃ পিতৃগৃহে ফিরি?
কিন্তু—কিন্তু—কে করিল, এই সর্ব্বনাশ?
কে দিল, এ অপবাদ, শিরে?
ওহো কারও পাশে করি নাই দোষ,
পামর কঙ্কর শেষে করিল কি সর্ব্বনাশ!
ওহো প্রাণ জ্বলে যায়,
বিজয়—বিজয়—

শেখর। মা জননী,
ধৈর্য্য ধর,
শোকের এ কাল নহে,
রাজপুরী-মাঝে যদি নাহি যাবে ফিরি,
কহ, এই বনমাঝে কেমনে থাকিবে?
একাকিনী অসহায়া নারী,
বিপদের ভয় প্রতি পদে।

তমসা। যা হবার হবে!
যে বিপদে আজিকে পতিত,
তার চেয়ে অধিক বিপদ, আর কি আছে, ধরায়,—

হায়, হায়, এ বিশাল জগতের মাঝে,
ক্ষুদ্র তমসার নাহি আশ্রয়ের তরে
ক্ষুদ্র তিল স্থানটুকু আর,
কি ভীষণ—
এ সব হেরিয়া—এখনও দেহে প্রাণ আছে;
এখনও হারাইনি জ্ঞান.

শেখর। মা জননী,
সহ্য চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ নাহি ধরা-মাঝে,
সহ্য কর, সব ফিরে পাবে।
ধর প্রাণ আশার কুহকে,

তমসা। আশার কুহকে ? আশা—?
কাহার ?—কিসের—?
হায়, হায়—জ্ঞানহীন বাতুলের মত,
উপদেশ দিতেছ শেখর ?
আশা—আশা,
কোন্ বলে বাঁধি প্রাণ, আশা-তরু,
রোপিব এ হৃদয়-উদ্যানে ?
আশা-হীন আমি, কেমনেতে বহিব জীবন ?
এই বনমাঝে কাটাইব কাল,
দেবতার ইচ্ছা যদি, বাঁচিব পরাণে,
তবে তাই হবে—
আর মোর নাহিক ভাবনা !

যা হবার হবে-

সুখ দুঃখ সম মম আজি ধরাতলে !

শেখর। মা জননী, -

রমণীর বিপদের ভয়, প্রতি পদে।

রূপ আনে, শত্রুরে আহ্বানি !

আনিয়াছি, বালকের বেশ। (ছদ্ম বেশ বাহির-করণ)

বালকের বেশে যাপ' দিন আশা-বাসে,

অদূরেতে আছে, এক সন্ন্যাসী-আশ্রম,

বালকের বেশে বনবাসী শিষ্য-সম,

এই বনে রহ' কিছুকাল,

যাব আমি প্রভুর সকাশে,

সব কথা কহিব তাঁহারে,

তাঁরে লয়ে আসিব এখানে,

পরে, দোঁহে মিলি, যাবে অলকায়,

নৃপতির পাশে যেয়ে মাগিব করুণা।

দিব তথা বিজয়ের পরিচয়,

সাদরে নৃপতি তারে করিবেন ক্ষমা

বসাইয়া নিজ পার্শ্বে,

বাঁধি দিবে দোঁহার হৃদয় কিবা পবিত্র বন্ধনে !

তমসা। আহা—আহা, কি কহিলে ?

কেমনেতে পিতা বল করিবেন ক্ষমা,

কিবা পরিচয়, কহ, প্রভুর তোমার ?

শেখর। মন্দুরা-নৃপতি-পুত্র বিজয় আমার,
মহারাজ দেবী-সিংহ বিগত-জীবন,
এখন বিজয় যেগো মন্দুরা-নৃপতি !

তমসা। কি ? দেবী সিংহ ?—
শুনেছিনু পিতার সুহৃদ তিনি,
ছি, ছি, কেন নাহি প্রাণেশ্বর,
দিলে নিজ পরিচয় পিতার নিকটে ?
শেখর—শেখর,
বড় মধু ঢালিতেছ শ্রবণে আমার !

শেখর। চিন্তা কর পরিহার, এবে !
বালকের বেশে রহ বনমাঝে,
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, পর বালকের বেশ !
লয়ে যাব, দেখাইব সন্ন্যাসী-আশ্রম।
মা জননী,
ভগবানে রাখহ বিশ্বাস,
কটা দিন তরে, শুধু এ বিপদ তব,
প্রভু মোর ভ্রান্তিবশে উন্মাদের মত,
করিয়াছে হেন আচরণ,
সুকোমল অন্তর তাঁহার, জ্ঞানবান তিনি,
সকল স্বরূপ সত্য বুঝিবেন অল্পায়াসে,
দেখি, কোথা, সন্ন্যাসী-আশ্রম ! রহ হেথা।
(ছদ্মবেশ প্রদান)
আসিব ফিরিয়া ত্বরা ! (প্রস্থান)

তমসা। বিজয়—বিজয়—

এ কি ভ্রান্তি আমার হৃদয়ে ?
প্রাণেশ্বর, এই তুমি ভালবাস মোরে ?
ও মাগো ধরিত্রী—সীতা সতী, যবে
মর্ম্মেতে আঘাত পেয়ে ডেকেছিল সকাতরে তোরে,
সেই দিন মাগো, আদরেতে
কোলে তুলে নিয়েছিলি তনয়ারে তোর।
আজ, মাগো, কাতরেতে ডাকি,
দুঃখিনী তনয়া তোর, আশ্রয়-বিহীনা,
বড় জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে,—
দে মা স্থান, তোর ক্রোড়ে আজি !
পিতা পতি সকলেই ত্যজিয়াছে মোরে !

(গীত)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

অভাগিনী, বিষাদিনী, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
নে মাগো, তনয়া নিজ, ধরগো হৃদয়-পরে—
পতি ত্যজিয়াছে মোরে
কে আছে এ ধরাপরে ?
অসহায়া রমণী গো কাঁদিছে করুণ স্বরে।
দেহ গো মা, পদ-ছায়া,
কাতরে ডাকে তনয়া,
সঙ্কটে কাঁপিছে প্রাণ, ভবদারা, রাখ মোরে !
সকলে ত্যজেছে, মাগো, কেহ নাহি ধরাপরে !—

বিজয়, বিজয়, কোথা আছ, এস,
দেখ, হেথা কাঁদে, তব প্রাণের তমসা !
(অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ ।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা । হায়, হায়, এ কি হল ?
আমি রাহু, যথা করি নয়ন-নিক্ষেপ,
শান্তির বন্ধন সেথা শিথিল হইয়া যায় !
যেথা আমি, সুখ সেথা নাহি !
শৈশবেতে জননী হারানু,
জ্ঞান হল, স্নেহময় জনকের ক্রোড়ে,
কিন্তু না ফুরাতে সুখের শৈশব,
স্নেহময় পিতা মোরে ফেলি চলে গেল,
মহারাজ স্নেহশীল,
মন্ত্রীর তনয়া আমি,
সযতনে আপনার অন্তঃপুর-মাঝে
দিল মোরে স্থান,

আপন তনয়া-সম করিলেন স্নেহ।
হায়, হায়, রাজপুরীমাঝে,
পেয়েছিনু প্রাণের সুহৃৎ,
তমসারে পেয়ে, এ জীবন করেছিনু মধুময়,
ভুলেছিনু সকল বিষাদ,—
তমসা, তমসা, তুইও মোরে যাইলি ছাড়িয়া!
স্নেহে আর্দ্র প্রাণ, কেমনেতে জ্বালিলি অনল?
তমসা, তমসা, এস বোন, দেখে যাও,
প্রাণের সুরমা তব কাঁদিছে কতই,
কোথা গেলে সখি? (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)
তবে? তবে কি তাই? মহাবনে গিয়াছে তমসা?
কি হল? কোথায় গেল?
বুঝিতে না পারি!
কেন, আমি কাল সন্ধ্যাবেলা,
তার পার্শ্বে না রহিনু,
তমসা, তমসা, এই বুঝি ভালবাস মোরে,
আপনার মনোব্যথা মোর পাশে করিলে গোপন?
এ কি, আসে মহারাজ!

(জিতেন্দ্রজিতের প্রবেশ)

জিতেন্দ্র। সুরমা, মা আমার—

সুরমা। মহারাজ,
অঘটনে ঘটেছে বিষম!

জিতেন্দ্র। কি হয়েছে, মা আমার ?
সুরমা, সুরমা, জাননা কি তুমি,
কত স্নেহ করি তোমা'
তমসা-সুরমা একপ্রাণ,
সম স্নেহ দোঁহাকার পরে,
কিন্তু সেই অবাধ্য তনয়া,
বড় জ্বালা দিতেছে আমায়।
কহ, কহ, কি তব সংবাদ !

সুরমা। মহারাজ !

জিতেন্দ্র। ও কি ও, সুরমা ?
অশ্রু তব নয়নের কোণে ?
কি হয়েছে, কহ ত্বরা—
বিলম্বে বাড়িছে মোর হৃদয়-উদ্বেগ !

সুরমা। মহারাজ, নাহি জানি,
কোথা গেল তমসা এ প্রাতে—
নাহি পাই তারে, সমগ্র এ পুরীমাঝে।
প্রাতে তার শয়ন-মন্দিরে পশি,
হেরি, শয্যাপরে নাহিক তমসা—
সমগ্র পুরীর মাঝে করি অন্বেষণ,
সকলেরে জিজ্ঞাসিনু, তাহার বারতা,
কিন্তু বিস্মিত কহিল সবে—
নাহি জানে, কুমারীর কথা !

জিতেন্দ্র। সে কি কথা ? কোথা যাবে ?
এ কি বল ?
এস, এস, মোর সাথে—
তমসা, তমসা, এতটুকু মেয়ে তুই—
এতখানি তেজ !

(উভয়ের প্রস্থান)

বিশ্বজয়ীর প্রবেশ।

বিশ্বজয়ী। মহা হুলস্থূল লাগিয়াছে পুরীমাঝে !
তমসারে কেহ নাহি পায়—
কোথা পাবে আর ?
গিয়াছে সে আপনার অভীষ্ট মন্দিরে—
গিয়াছে সে যমের আলয়ে !
যেই বিষ শেখরের করে দিছি,
সেই বিষটুকু—
পাঠায়েছে তারে, কত দূরে, ছায়াময় পুরে !
আজি কি আনন্দ হৃদয়ের মাঝে.
মিটিয়াছে হৃদয়ের সাধ—
বিজয়—বিজয়—কেমন ?
উপযুক্ত প্রতিশোধ লইয়াছি, আজি !
বিশ্বজয়ী-হৃদয়-কণ্টক. প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দী. তার,
আজি আর নাহি সে ধরায় !
ভয়ে তার শরীর-রক্ষক কহে,

না জানে বারতা.
বোধ হয়, হেরি তারে বিগত-জীবন.
ভয়ে ভয়ে দূরে কোনখানে
ফেলিয়াছে. মৃতদেহখানা—
বিশ্বজয়ী-পাশে কিছু নহে অবিদিত !
কিম্বা বোধ হয়. মূর্খ সে শেখর—
স্বয়ং সে মৃতদেহ ফেলিয়াছে কোথা !
যাক্. যাক্. আপদ গিয়াছে মোর !
ওহো বিজয়—বিজয়. কোথা তুমি ?
তব তরে, শুধু তব প্রণয়ের আশে.
এত সব ঘটিল হেথায়- -
কেন. তুমি হলে না. আমার ?
ঘৃণাভরে তুমি মোরে দলিলে চরণে.
মগ্ন হলে ক্ষুদ্র তুচ্ছ তমসার প্রেমে.—
সেই সে কারণে আজি—
হরিয়াছি, তমসার প্রাণ !
বিজয়, বিজয়. তব তরে. শুধু
নারীহত্যা-পাপে লিপ্ত আজি বিশ্বজয়ী—
এ জ্বালাও নিভাইব আমি.
যদি, যদি তুমি লহ প্রেম মোর !
হাঃ হাঃ কি আনন্দ হৃদয়ে আমার—
এ কি ! আসে রাজা. রোষতপ্ত আঁখি !

যাই—যাই, পলাই, পলাই,
পারিব না করিবারে অন্তর-গোপন!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, বিশ্বজয়ী আজি কিবা জয়ী!

(প্রস্থান)

(জিতেন্দ্রজিৎ, সুরমা ও প্রহরীর প্রবেশ)

জিতেন্দ্র। সব বুঝিয়াছি—
সে নহেক তনয়া আমার,
কুলটা সে বংশের কালিমা!
আপনার উপপতি-পাশে গিয়াছে সে
রাজপুরী ছাড়ি—
যাক্ যাক্, যথা ইচ্ছা, যাক্,
কেহ মোর নাহি ধরাতলে—
মরেছে সে, মরেছে তনয়া!
পাপ নাম তার কেহ নাহি লয়ো,
কেহ অশ্রু নাহি ফেলো এক কণা কভু
তার তরে—এ রাজপুরীতে!
কলঙ্কিত তাহার পরশে
আজি পিতৃকূল মোর!
সুরমা, সুরমা, স্থির হও
তুমি শুধু আছ আপনার—
ধর বাণী, কুলটার তরে ফেলোনা নয়ন-বারি,
তার তরে তোমার ক্রন্দন নাহি সাজে!

(প্রহরীর প্রতি) যাও তুমি, কুমারীর শরীর-রক্ষক,
যে যে ছিল, কালি নিশাকালে,
সবারে করহ বন্দী—
বিচারের পরে সকলেই পাবে
উপযুক্ত দণ্ড, লব সকলের শির।
সুরমা, সুরমা, এস মোর সাথে,

সুরমা। ওমা ভগবতী, কি করিলে?

(প্রহরীর প্রস্থান)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! সেনাপতি মহাশয় মন্দার গড় অধিকার করেছেন, সেখানকার সকলে সেনাপতি মহাশয়ের বন্দী! দাস সেই সংবাদ লয়ে আগমন করেছে!

জিতেন্দ্র। ওরে দূত—
বড় মধু তোর কণ্ঠে আজি!
আনিয়াছ সুবারতা—
লহ এই পুরস্কার মম!

(মুক্তার মালা প্রদান)

দূত। মহারাজ—রাজরাজেশ্বর,
দাস আমি শ্রীচরণে। (প্রস্থান)

জিতেন্দ্র। সুরমা—সুরমা—
কি হল কি হল—

অশোকার একমাত্র সাধের তনয়া,—
বড় তারে বাসিতাম ভাল।
তমসা—তমসা, কি করিলি ?
বৃদ্ধ পিতৃহৃদে কেন জ্বালিলি অনল ?
মায়া আসে আমার হৃদয়ে ?
দূর হরে মায়া পিশাচিনী !
এস, এস, রোষ হুতাশন,
সে নহে তনয়া মোর,
সুরমা—সুরমা—তোমা ছাড়া এ জগতে
কেহ নাহি মোর !
কোথা গেল, মহারাণী ?
থাক্, যাক্—ওহো বড় জ্বালা হৃদে,
সুরমা—আয় মা, আমার সনে !

(প্রস্থান)

সুরমা। ওমা ভগবতী—একি হল !
তমসা—সখি—(অশ্রু-মার্জ্জন)

(প্রস্থান)

(অমর্কের প্রবেশ)

অমর্ক। ভারি গোলমাল লেগে গেছে, এই সময় চেষ্টা করা যাক্—কোথায় আর যাবে ? সেই পিয়ারের বিজয়ব্যাটার কাছে ভেগেছে—আহা, বিজয়টার কি অদৃষ্ট—আমরা সেধে কেঁদে পাইনা, আর সে ব্যাটার জন্যে এই কত পথ হেঁটে কোথায় পাঁদাড়ে দেখা কর্ত্তে গেছে ! মেয়ে

মানুষের মন—এ ত বাবা এখনও বুঝতে পারলুম না—এই যে শেখর আসছে, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই জানে—এর কাছে ত তলোয়ার নেই—আর বুড়ো—গায়েও জোর নেই—একটু চোট-পাট করি, ওকে আর ভয় কি ? দেখি ত, রোস, এক চাল চালি, কে বলে, বাবা, অমর্কের বুদ্ধি নেই ?

(শেখরের প্রবেশ)

তবেরে বেটা, তবেরে বেটা—বল্, শীঘ্র বল্—নইলে তলোয়ারের চোটে তোর পেট ফাঁসিয়ে দোব !

শেখর। কি বলিব ?

অমর্ক। মহারাজ ভারি রেগেছেন, তোর উপর ভারী রেগেছেন। হঁা, তোর ফাঁসি হল বলে—আর বদমায়েসির জায়গা পাসনি ? এখানে দূতী-গিরি কর্ত্তে এসেছিস—নে বেটা, তমসাকে কোথায় রেখে এসেছিস, বল্, শিগ্‌গির, নইলে এই ঘুসি, হুঁ, হুঁ ? (ঘুসি প্রদর্শন)

শেখর। (স্বগত) এ পত্র দেখাতে আর দোষ কি ? এখন ত উঁকে চিন্তে পার্ব্বে না আর—এ'ত একটা পাগল ! (প্রকাশ্যে) আমার দোষ নেই—এই দেখুন পত্র খানা, এইখানা রাজকুমারীর ঘরে পড়ে ছিল, বোধ হয় এই জন্যই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

অমর্ক। তুই তবে জানিস না ?—জানিসনা—দেখিস ব্যাটা, ঠিক বলছিস ত—দেখি দেখি, পত্তরখানা একবার দেখি (পত্র-পাঠান্তে) ও বাবাঃ—ভারী তেজ যে, হুকুম, মহাকালের মন্দিরে এসে দেখা কর্ব্বে—বেড়ে বাবা, বিজয়, সরেস কপাল তোরই বটে ! (স্বগত) রস বাবা—মতলব ঠাউরেছি। এক খানা তলোয়ার নিয়ে চুপি চুপি যাই সেই

মহাবনে—সেখানে বিজয় ব্যাটা ত প্রেমালাপ কর্ত্তে এসেছে—তলোয়ার ফলোয়ার নিশ্চয় আনেনি—তুজনে ফুস্ ফুস করে কথা কইবে, আর অমনি পেছন দিক থেকে তলোয়ার খানা ঘুরিয়ে ঘারিয়ে ধপ্ করে কসিয়ে দোব! বিজয় বেটা ত অক্কা—তারপর তমসাকে নিয়ে সরে পড়ব—কিছু বেস্ত নিয়ে যাব, তোফা থাকব—আর দিদিমণিত রইল, কিছু দিন বাদে ফিরে এসে সিংহাসনে বসে প্রভু মহারাজাধিরাজ অমর্ক বাহাতুর হওয়া যাবে। একপাশে দিদি, আর একপাশে তমসা—বাহবা কি বাহবা, বেড়ে হবে, বাবা—কোন্ শালা বলে রে, অমর্কের বুদ্ধি নেই? রস, আজ আর এক চাল চালা যাক্ (প্রকাশ্যে) বলি ওহে শেখর!

শেখর। কি আদেশ তব?

অমর্ক। দেখ, বিজয় বড় ভালমানুষ ছিল—আহা, আমাকে বড় ভাল বাসত, জান—এখানে এলেই আমার কাছটিতে অষ্টপ্রহর কাটিয়ে দিত, তা কই বিজয়ের পোষাক-টোষাক কিছু তোমার কাছে নেই? আমাকে দাও না—আহা, তার একটা জিনিষ কাছে রেখে দোব—বিজয়—বিজয়—বেড়ে মানুষটা ছিল বাবা—কি বল, শেখর?

শেখর। আমার কাছে তাঁর একটা পোষাক আছে—আপনি যদি বলেন, তা হলে দেব।

অমর্ক। বেশ বাবা, তুমি ঠিক করে রাখগে, আমি যাচ্ছি!

শেখর। যথা আজ্ঞা!

(প্রস্থান)

অমর্ক। এ বেটাও যে নেহাৎ ভালমানুষ হয়ে পড়ল, দেখছি—বাবাঃ কপাল বুঝি ফিরল! না, না, এ শালার কিছু মতলব আছে নাকি? কি

জানি ! মতলব আবার কি ? ওঃ, ঠিক হয়েছে ! বেটা এতদিন বিজয়ের কাছে কাজ কর্ত্ত, কিছু রেস্ত ত আর মিলত না—আর এখন দেখছে—একটা শালার মতন শালা তাকে এমন করে বলছে—নগদ কিছুর আশা রাখে আর কি—তা তা বেটাকে কিছু বক্‌সিস্ দেওয়া যাবে—আহা, এত কর্চ্ছে—পোষাকটাতে কি কম সুবিধা হবে ! প্রথম ত বিজয়কে কাটলে রেতের অন্ধকারে আমার পোষাক দেখে, তমসা আমাকে বিজয় মনে করে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসবে, কোন রকম টুঁ শব্দটি কর্ব্বে না। কিন্তু বাবা, যাচ্ছি ত, যদি কেউ—না বাবা, ও আর ভেবে দরকার নেই, ঠাকুরের নাম করে শুভ কাজে বেরিয়ে পড়ি, ও আর ভেবে কি হবে ? যাই, শেখর ব্যাটা কি কর্ল্লে দেখি—দুর্গা দুর্গা বল মন, দুর্গা দুর্গা বল !

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

অরণ্য-প্রান্ত।

বালক বেশে তমসার প্রবেশ।

তমসা। যেথা যাই, সেথা স্মৃতি করিছে তাড়না,
ওহো একি ভীষণ যন্ত্রণা—
চাহি আমি বিস্মৃতি হেথায়,
কিন্তু হায়, এ কি জ্বালা ! স্মৃতি কভু নাহি ছাড়ে !

বিজয়—বিজয়—
বোঝনাক অন্তর আমার ?
বোঝনাক এ নীরব প্রেম ?
নির্দ্দয় পাষাণ, তুমি দেবতার মত ?
হায়, হায় !

(গীত)

বেহাগ—কাওয়ালী।

বোঝনা চপল নীরব প্রাণেরি ভাষা,
বোঝনাক মম হৃদয়েরি ভালবাসা।
তোমার চরণে পরাণ সঁপিয়া, কাতরে জাগিছে দরশ মাগিয়া,
তুমি কি বোঝনা হিয়ার বেদনা নিঠুর হৃদয়-নাশা।
টুটিছে পরাণ উঠিছে ব্যাকুলি, তুমি সুখ-দুখ আমার সকলি,
সোহাগ, সাধন, তুমি প্রাণধন, নিরাশার তুমি আশা।

হায় কষ্ট মানব জীবন !
কে বলে স্বাধীন নর ?
পদে পদে নিয়তির বেড়া—
আপন ইচ্ছায় কোন্ কার্য্য কবে কেবা করেছে সাধন ?
রাজার কুমারী আমি, ভেবেছিনু কভু,
রাজপুরী ছাড়ি একদিন ফিরিব এমনই,
সন্তাপিত তনু লয়ে বনের মাঝারে ?
অদৃষ্টের খেলা এ যে কি রহস্যময়,
জ্ঞানে এর তত্ত্ব মেলা ভার !

দুই নিশা ধূলির শয়নে যাপিয়াছি বন-মাঝে,
হাসি পায়, গর্ব্ব করে নর-নারী,
আপনার শক্তি লয়ে!
অদৃষ্টের ফুৎকারেতে নিমেষের মাঝে,
বুঝি মোরা সব ভ্রান্তিময়!
আরও কত যেতে হবে?
কোথা সেই সন্ন্যাসী-আশ্রম—
মহাবন, কোথা সীমা নাহিক নির্ণয়,
শেখরই বা কোথা গেল?
অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্ত তনু মোর,
কোথা হায় পাইব বিশ্রাম?
বিশ্রাম? হারে অন্ধ হৃদি,
বিশ্রাম কোথায় তোর এই ধরা-মাঝে?
ত্যজিয়াছে সকলেই তোরে—
এ সন্তাপ কোথায় জুড়াবি?
একি! কারা আসে হেথা?
যাই অন্তরালে, মনোভাব বুঝি ইহাদের!

(অন্তরালে অবস্থান)

(ব্রহ্মানন্দ স্বামী, কনক ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

কনক। গীত-ধ্বনি লক্ষ্য করি, আসিলাম হেথা,
কিন্তু কই, না হেরি গায়কে,
করুণ সুকণ্ঠে হায় বেহাগ-উচ্ছ্বাস

.রমের মাঝ দিয়া পশিল পরাণে,
কিন্তু হায়, গায়ক কোথায় ?
দেখা পেলে সুধাই তাহারে,
কেন এই মর্ম্মভেদী সুর !

ব্রহ্মানন্দ। বৎস, ক্লান্ত তুমি এবে
দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রেরে বধি।
অগ্রে কিছু লভহ বিশ্রাম,
তারপর গায়কের করো অন্বেষণ,
কে কোথা শুনেছে, বল,
কার্য্যে কভু অক্ষমতা লভেছে কনক।

কনক। গুরুদেব !
তব আশীর্ব্বাদে
নাহি ডরি কোনও বিঘ্নবাধা,
নহি ক্লান্ত, গায়কের করি অন্বেষণ।
কি জানি, কি ক্ষণে,
প্রাণে মোর ওই গীতধ্বনি
তুলিল কি বিলাপ-ঝঙ্কার,
ব্যাকুল উদ্বেগ পিতা ঘিরিল আমায়।

ব্রহ্মানন্দ। শুন বৎস !

(তমসার প্রবেশ)

একি ? কে তুমি ?
কহ ত্বরা, মোরে।

মরি মরি সুন্দর বালক,
একাকী এ বনমাঝে সঙ্গীহীন তুমি,
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ, ক্লান্তি হেতু কালিমার রেখা,
কহ মোরে, কেবা তুমি !

তমসা। নহি শত্রু—
মহাশয়, পথহারা দরিদ্র বালক !

ব্রহ্মানন্দ। কহ মোরে পরিচয় তব !

তমসা। কি কব অধিক আর ?
পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক,
সন্তাপের জ্বালা হেতু ছাড়ি নিজ গৃহ,
আসিয়াছি এই বনমাঝে,
সাধ, যদি প্রকৃতির হাসি হেরি
ভুলিবারে পারি মোর এই মনস্তাপ।

ব্রহ্মানন্দ। কহ মোরে, কি তোমার নাম ?

তমসা। সুদর্শন !

ব্রহ্মানন্দ। আহা, সত্য তুমি সুদর্শন !
কোন চিন্তা নাহি তব !
এস তুমি আমার আশ্রমে
আপন তনয়সম পালিব যতনে !
বৎস, হেরি তব মুখ,
মনে হয়—
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছ অতি—

সঙ্কোচ করিয়া ত্যাগ, এস, এস, আমার আশ্রমে।
সুদর্শন! পুত্র তুমি!
কনক, লয়ে এস সমাদরে
নবীন বালকে। (প্রস্থান)

তমসা। তুমি কে. ভাই ?

কনক। আমি কনক,

তমসা। তুমি সন্ন্যাসীর কে ভাই ?

কনক। শিষ্য ও পুত্র!

তমসা। তোমার নাম কনক! তুমি আমার চেয়ে বড়, আমি তোমাকে দাদা বলব!

কনক। আর তুমি আমার ছোট ভাইটী!

তমসা। আহা বেশ ত! দেখ দাদা, আমি বড় দুঃখী, আমি যাতে দুঃখ শোক ভুলতে পারি, এমন কিছু কর্ত্তে পার ?

কনক। কেন পার্ব্ব না? আমার সঙ্গে থাকবে, মৃগয়ায় যাবে, আর বসে বসে পাখির গান শুনবে, তাতে তোমার সব শোক দূর হবে।

তমসা। ঠিক বলেছ, দাদা। তুমি আমার দাদা, আমি তোমাকে দাদার মত ভক্তি কর্ব্ব, দাদার মত ভালবাসব—তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করোনা!

কনক। না ভাই, অমন কথা বলো না তুমি। আমি সত্যি বলছি, তুমি আমার ছোট ভাই। আহা, তুমি বড় দুঃখ পেয়েছ, না?

তমসা। হাঁ ভাই, বড় দাগা পেয়েছি। সেই দাগা পেয়ে আজ বুঝেছি, এ পৃথিবীতে বুঝি সুখ নেই! আমার মা, আহা, আমার মা, আমি

যেন আজও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি,—আমার মা আমাকে কত ভালবাসতেন, সেই মা যে দিন স্বর্গে গেছেন, সেই দিন থেকে আমি কেবল কাঁদছি, সে কান্নার বুঝি আর বিরাম হবে না !

কনক। সুদর্শন, ছোট ভাইটী আমার —অমন করে কথা বলোনা, আমার বড় কান্না পায়, ও কথা যাক্, আচ্ছা তুমিই গান গাচ্ছিলে ?

তমসা। কি গান ?

কনক। এই একটু আগে, এইখানে দাঁড়িয়ে করুণ সুরে গান গাচ্ছিলে, বল, বল, সে কি তুমি ?

তমসা। হাঁ !

কনক। আহা, তুমি বেশ গাও। সুদর্শন, তবে তুমি শুধু সুদর্শন নও—সুগায়কও বটে ! আমি তোমার দাদা, কেমন ? আমার কাছে গান গাইতে হবে, ভাই—বুঝলে, যখন গাছের ডালে পাখিরা গান কর্ব্বে, তখন তুমিও গান গেও, পাখিরা লজ্জায় চুপ কর্ব্বে !

তমসা। কেন, আমার গান কি এত ভাল ?

কনক। বড় সুন্দর। দূর থেকে শুনছিলুম, বড় মিষ্টি বোধ হচ্ছিল, ব্যাঘ্র শীকারের সব ক্লান্তি আমি ভুলে গেছি।

তমসা। তুমি বাঘ শীকার করেছ ?

কনক। হাঁ ভাই, তুমিও আমার সঙ্গে মৃগয়ায় যাবে—কেমন, যাবে ত, সুদর্শন ? হায়, হায়, আমি কি স্বার্থপর, তুমি অনাহারে অনিদ্রায় অবসন্ন ! আর আমি এখনও দাঁড়িয়ে ? এস ভাই, এস, সুদর্শন, আমাদের আশ্রমে এস, শীকারের বাঘও তোমাকে দেখাব !

তমসা। চল, দাদা। এঁরা যাবেন না ?

১ম শিষ্য। ত্বং গচ্ছ, গচ্ছ, আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরাম!

(তমসা ও কনকের প্রস্থান)

২য় শিষ্য। সখে শারদ্বত!

১ম শিষ্য। মাধব্য!—

২। কনকের স্থূল আত্মার মধ্যে কিঞ্চিৎ গর্ব্বের উৎপত্তি হইয়াছে। বোধ হয়, ব্যাঘ্রই তাহার কারণ!

১। কিরূপ?

২। একটা ব্যাঘ্র হত্যা করিয়াই ক্ষত্রিয়-তনয়ের মানসাভ্যন্তরে শ্লাঘার উদয়! আরে বর্ব্বর, গর্ব্বিতাধম, ব্যাঘ্র-বধে অধিক শক্তির বিকাশ কুত্র?

১। কুত্রাপি নাস্তি। কনকোঽস্তি গর্ব্বস্ফীত। কথং তু গর্ব্বমেতৎ? কথ্যতাম্, কথ্যতাম্, সখে মাধব্য!

২। শ্রোতব্যং ভোঃ ভোঃ শারদ্বত! জিঘ্রতি ইতি ব্যাঘ্রঃ—স কেবলং ঘ্রাণং গ্রাহয়তি, ন খাদতি, ইতি সরলার্থঃ—সেই সামান্য ঘ্রাণকারী পশুবধে বীরত্বের বিকাশ, কুত্র?

১। অহহ মর্ম্মন্তুদঃ খলু এষ ব্যাপারঃ। গুরুদেব জ্ঞানং দূরে নিক্ষেপ্য স্নেহবাৎসল্যাৎ বৎসস্য এত আদ্রিয়তি. ন যুক্তিযুক্তং এতৎ—

২। অহহ—দ্রুত চল। গুরুসমীপে সমস্তং কথনং উচিতং! আরেরে বৃথাগর্ব্বী ক্ষত্রিয়াধম কনকঃ—

১। আরেরে জম্বুক লম্বাশাটপটাবৃত:—

(উভয়ের প্রস্থান)



সপ্তম দৃশ্য

নগরের উপকণ্ঠস্থ পথ।

রমণীগণ গান গাহিতে গাহিতে আসিল।

(গীত)

রমণীগণ।

কি যেগো বাজে বাঁশী যমুনা-কূলে!
সৌরভ-আমোদিত নীপ-মূলে!
যামিনী ঘনঘোরা, বাঁশরী মনচোরা,
এসেছে ব্রজবালা, পথ ভুলে!
শুনি মুরলী-তান, মোহিত মন-প্রাণ,
থমকি থামে লাজে, চরণ তুলে। (প্রস্থান)।

(উদাসভাবে বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। কিছুতেই থামেনা সন্তাপ?
এত কি দুর্ব্বল হৃদি?
অসতী সে ব্যভিচারিণী, তবু মায়া তার পরে!
ধন্য মোর মোহান্ধ হৃদয়!
একি হল! এজগতে নাহিক বিশ্বাস।
সরলতা প্রেম স্নেহ, ধরামাঝে সকলই সে ভাণ?
কোন্ বলে, কিবা লয়ে বাঁচিবে মানব?
শুধু যাওয়া-আসা, স্রোতে ভাসা, মানব-জীবন?
নাহি কোন উদ্দেশ্য মহান!
এ কি ভ্রান্তি! কবির বচনে আমি

ভেবেছিনু, প্রেম শুধু ধরামাঝে নিত্য সত্য,
হায়, হায়, সেও শুধু অলীক স্বপন ?
তমসা—তমসা, না, আর পারিনা ভাবিতে,
কেমনে এ দুর্ব্বলতা করিব যে দূর—
ভাবিয়া না পাই।
দ্বিচারিণী পত্নী মোর—
উপযুক্ত দণ্ড দিনু হেরিনু শোণিত,
কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ,
মর্ম্ম যেন যাইল ফাটিয়া—করিনু যতন,
নিবারিতে না পারিনু নয়নের বারি !
কি দুর্ব্বল চিত্ত মোর—কোথা গেল পুরুষত্ব,
ক্ষাত্র তেজ মোর ?
রূপমুগ্ধ, হেরিয়ে সুন্দর রূপ—মোহিনী সে আঁখি,
জ্ঞান-ধর্ম্ম দিনু বিসর্জ্জন ?
না-না-না-না, বিজয়ের কর্ত্তব্য এ নহে,
কিবা করি, কিসে যাবে হৃদয়-দহন ?
(চিন্তা) হাঁ, যথার্থ উপায় আছে !
শুনিতেছি, অলকার রাজা সনে যবনের রণ,
হিন্দু রাজ্য আক্রমিছে বিধর্ম্মী যবন।
যাই, হিন্দুসনে মিলি, করি আমি স্বদেশের কাজ ।
মহারণে হইলে প্রবৃত্ত,
ভুলিব এ অসার কাতর মোর মর্ম্ম-ব্যাকুলতা!

যাই অলকায়—
শত্রু সে তমসা মোর, শত্রু নহে, অলকার রাজা,
পিতৃবন্ধু, দিব আমি সত্য পরিচয়,
পারিবেনা চিনিবারে মোরে :
কেমনে পারিবে ? অন্ধ আঁখি নহে নৃপতির,
গর্ব্ব অভিমান সরে যাবে, পরিচয়-লাভে !
হায়, হায়, এই দুঃখ হয়,
চিরন্তন বিশ্বাস আমার—
প্রেম শুধু ধ্রুব সত্য, সে বিশ্বাসে
জলাঞ্জলি দিয়ে তার স্থানে এ বিশ্বাস
জাগিল আজিকে,
সত্য হেথা, অনাদি অনন্ত হিংসা !
হা ধিক আমায় !

(প্রস্থান)



চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর আশ্রম-সমীপস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ।

(বিজয়ের পরিচ্ছদ-পরিহিত অমর্কের প্রবেশ)

অমর্ক। এই ত, বাবা এলুম! এইখানে ত দেখা হবার কথা। যদি শেখর বেটা জাল পত্র না দিয়ে থাকে, তা হলে ত ফুর্ত্তির এক শেষ— কিন্তু বাবা, তলোয়ারখানা ধরি, কি রকম করে? (নানাবিধ উপায়ে তরবারি-ধারণ-চেষ্টা) না বাবা, যুৎসই হচ্ছে না। যাক্, আচ্ছা, এই রকমেই হবে! কাজ কি, ধপাস করে কোপ দিয়ে এই এমনি করে ধরে পেটে এক গোঁজা ঠেলে দোব, আর ক্যাঁক করে শালার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে— বাবা, বড় মজা লুঠছ, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি এবার! আমার মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছ! কিন্তু একটা কাজ খারাপ হয়েছে! দিদি-মণিকে একটু বলে এলে হত, যদি বনের ভিতর হারিয়ে যাই? না বাবা, এ সময় আর ও সব ভেবে মন খারাপ কর্ব্বো না—আঃ, আসেও না যে, ছাই—আবার এ তলোয়ারখানা নিয়েও ত ভারী বিপদে পড়লুম!

(নেপথ্যে গীত)

"ফুলে ফুলে সেজেছে প্রকৃতি
হাসে সুমধুর—হৃদে লয়ে প্রীতি"

তমসা।

ও বাবা, মিহি সুরের গান যে—তা হলে বনটায় আরও কিছু আছে? না, একটু নেড়েচেড়ে চারিধারটা দেখতে হল। বরাত খুলল বুঝি?

(প্রস্থান)

—ঃ—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহার সম্মুখ।

(কনক ও বালক বেশে তমসা আসীন)

তমসা।

(গীত)

ভৈরবী—একতালা।

ও কথা বলোনা, ও কথা বলোনা.
সখা হে, মম মিনতি ধর!
মম প্রেম, সখা, এ নহে ছলনা,
নিদয় ভাষাতে বধো না আর!
এ মম হৃদয়ে, এ মম পরাণে,
তব ছবি শুধু আঁকা প্রাণে প্রাণে.
তুমি তা বোঝনা, হৃদয় খোঁজ না.
ব্যথা পাও, প্রিয়, তাই নিরন্তর।
প্রেমময় সখা, আমি প্রেম-দাসী.
এ ধরায় তব প্রেম-অভিলাষী,
বধো না অবলা, জানেনা সে ছলা.
তোমাময় সে যে চিত-মধুকর।

কনক। ও কি ভাই, সুদর্শন কাঁদলে যে?

তমসা। না দাদা, কাঁদিনি, চোখে একটা কি পড়ল!

(অশ্রুমার্জ্জনা)

কনক। এস, আমি ফুঁ দিয়ে দিই।

তমসা। না, না, ফুঁ দিতে হবে না, বেরিয়ে গেছে।

কনক। চল ভাই, আজ নদীর ধারে মৃগের অন্বেষণে যাই—দুটো হরিণশিশু যদি পাই—একটা তোমার হবে, একটা আমার।

তমসা। দাদা—

কনক। কেন, সুদর্শন?

তমসা। আজ আমি যাব না—আমার শরীর খারাপ—কিছু ভাল লাগছে না।

কনক। কেন, ভাই, গান গাইলে তবে? আমি বারণ কল্লুম—গান গাইলেই তোমার শরীর কেমন হয়!

তমসা। না, না, এ সে রকম নয়—আজ যেন, আজ যেন আর এক রকম—কিছু ভাল লাগছে না।

কনক। তবে চল, ভাই, আশ্রমে চল—তুমি শুয়ে থাকবে, আর আমি তোমার গায় হাত বুলিয়ে দিইগে!

তমসা। না দাদা, কিছু দরকার নেই—এ রকম আমার প্রায়ই হয়—তুমি একটু মুক্ত বায়ুতে না বেড়ালে, তোমার কষ্ট হবে—তুমি যাও, তবে, আজ একটু শীঘ্র এস—আমি না হয় আশ্রমেই যাই।

কনক। দেখ ভাই, সুদর্শন, ঐ গাছে একটা পাখী বসে রয়েছে, আহা, বেশ, না?

তমসা। কই ? ভাল দেখতে পাচ্ছি না, দাদা, আমি তবে আশ্রমে যাই, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা— (উপবেশন)

কনক। সুদর্শন, চল, দুজনেই আশ্রমে ফিরে যাই, তোমার অসুখ দেখে বনে যেতে আমার মন সরছে না। চল, ভাই শোবে চল, আমি গায় হাত বুলিয়ে দিই গে, তা'তে একটু তবু আরাম পাবে !

তমসা। (স্বগতঃ) বিজয়—বিজয়—
কোথা তুমি ?—
পাবনা দর্শন তব,
বুঝাইতে পারিব না, আমার হৃদয় ?
হায়, একি দুরদৃষ্ট মোর !

কনক। এই হেথা আসে গুরুদেব—

(ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

ব্রহ্মানন্দ। এ কি বৎস,
মৃগয়ায় যাও নাই, আজ ?
এ কি সুদর্শন !
ধূলি-পরে বসিয়া এমন ?

কনক। পীড়ায় কাতর সুদর্শন,
মৃগয়ায় যাব নাক, করেছি মনন,
পার্শ্বে রহি, করি তার সেবা !

ব্রহ্মানন্দ। (স্বগতঃ) কি বিচিত্র বিধাতার লীলা !
কনকের হৃদয়-মাহাত্ম্য, তুচ্ছ নহে !
সত্য বটে, গুণাবলী, বংশ-অনুক্রমে

ফোটে সর্ব্ব নরের হৃদয়ে,
ভীরু-সুত ভীরু হয়, স্বার্থপর-পুত্র
হয় স্বার্থপর ঘোর—
মহতের তনয়-হৃদয়ে,
তাহার অজ্ঞাতে ফোটে মহত্ত্বের কলি !

তমসা। (উত্থানান্তে) না পিতা, নহি আমি
পীড়িত এখন,
কি জানি, কি শ্রান্তি-ঘোরে অবসন্ন ছিনু,
ঘুচিয়াছে সেই অবসাদ—
কিন্তু নাহি জানি,
কেন, কিছু ভাল নাহি লাগে !
তাই আমি কহিনু সাদরে—
একা যেতে নদীতীরে মৃগ-অন্বেষণে
(কনকের হস্ত ধরিয়া) দাদা, দাদা—
দেখ, এবে কোন পীড়া নাহিক আমার,

ব্রহ্মানন্দ। আহা, সুকুমার স্নেহের পুতলি—
(কনকের প্রতি) যাও বৎস, মৃগয়ায় তুমি—
সুদর্শন, আশ্রমেতে লভহ বিশ্রাম,
হেথা আমি হেরিয়াছি দরিদ্র ভিখারী এক,
যাই, তার আহারের করি আয়োজন। (প্রস্থান)

কনক। সুদর্শন, আসি তবে ভাই,
যাও তুমি আশ্রমের মাঝে,

এখনি আসিব আমি ফিরিয়া আবার।
আসি, তবে, ভাই।

তমসা। এস, দাদা।

(কনকের প্রস্থান)

আহা, কি শান্তি এ স্নিগ্ধ তপোবনে,
বিষাদের জ্বালা মাঝে মাঝে ভুলি,
কিন্তু পোড়া স্মৃতি এমনই ভীষণ,
মাঝে মাঝে আনে প্রাণে কি যে অবসাদ!
কিবা হবে? পুন সব পাব কি ফিরিয়া?
বিজয়ের পাশে হাসি-মুখে বসিব কি পুন?
আবার বিজয়, সাদরে কি লবে মোরে?
দেখো ভগবান, এই ক্ষুদ্র সাধটুকু
নাহি যায় ধূলায় মিশিয়া!
(কিয়ংক্ষণ পরে) কিন্তু আজ এ কি পীড়া,
শিরা-মাঝে বৃশ্চিকের জ্বালা যেন
ওহো—শেখর, ওষধি এক দিয়াছিল মোরে,
কয়েছিল, হবে যবে অবসন্ন দেহ,
এ ঔষধ পানে ঘুচে যাবে সকল জড়তা।
দেখি, সে ঔষধি আছে ত নিকটে।
করি এই ঔষধি পান। (ঔষধ পান)
একি বিদ্যুতের খেলা—
বিশ্বগ্রাসী অগ্নি যেন করে গ্রাস অস্থিমজ্জা মম!

ওহো কি ভীষণ জ্বালা—
শিরা-গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়!
এ কি হল—মুদে আসে আঁখি।
তৃষ্ণা—পিপাসায় ফেটে যায় প্রাণ!
কি হবে? কোথায় যাব?
অগ্নি জ্বলে সারা দেহে যেন!
জ্বলে যায় প্রাণ—এ কি এ যন্ত্রণা!
কে আছ কোথায়—ওহো!
বুঝি জীবনের হয় অবসান—
নিভে আসে ধরার আলোক!
ঐ হোথা গাহে পাখী—
কিন্তু একি এ জড়তা আজি আমার শ্রবণে!
কিছু নাহি জানি, কোথা যাই ভেসে
বিজয়—কোথা তুমি এ সময়?
যাই—যাই—ওমা—মাগো—
কোথায় নিবৃত্ত হবে, এ ভীষণ জ্বালা?

(বেগে প্রস্থান ও নেপথ্যে গুরু-পতন-শব্দ)

(অন্য দিক দিয়া কনকের পুনঃ-প্রবেশ)

কনক। সুদর্শনের অসুখ শুনে প্রাণে যেন আর বল আসছে না, নাঃ, আজ আর যাব না। ফিরে যাই। সুদর্শন আশ্রমে গেছে। আমিও যাই। সুদর্শন কাছে না থাকলে আমার কিছুই ভাল লাগে না। আহা, কি শুভক্ষণেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—যাই—এ কি?

(শশব্যস্তে জনৈক তাপস-কুমারীর প্রবেশ)

তা-কুমারী। রক্ষা কর, রক্ষা কর,
দুর্দ্দান্ত পিশাচ মোরে করে আক্রমণ,
কে আছ কোথায় ?
রক্ষা, কর অবলায়—

কনক। এ কি, অপর্ণা দিদি ? কি হয়েছে ?

তা-কুমারী। কে ? কনক ?
রক্ষা কর, রক্ষা কর,
অত্যাচার করে পাপী রমণীর পরে !

কনক। কে ? কে ? কোথায় ?

তা-কুমারী। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ঐ,—ঐ আসে,
দুর্বৃত্ত নারকী !
আপনার মনে তরুতলে বসি
মালা গাঁথিবারে ছিনু, দেবীপূজা তরে,
গাহিবারেছিনু সেই সাথে,
হেনকালে হেরি, আসে এক পাপিষ্ঠ নারকী,
পাপ-অভিলাষ ব্যক্ত করে আমার সম্মুখে,
ঐ আসে, ঐ আসে, কোথা যাব ?
কোথা যাব ?
কে আছ কোথায়, রক্ষা কর অবলারে,
যাই, যাই—ঐ, ঐ আসে পাপী।

(বেগে প্রস্থান)

(অমর্কের প্রবেশ)

অমর্ক। কৈ বাবা, কোন্ দিকে গেল ? উঃ, টাট্টু ঘোড়ার মত ছুট দিয়েছে, বাবাঃ মেয়েমানুষ এমন ছুটতে পারে ? আমি যদি এমন ছুটতে পারতুম, তা'হলে কি আর আজ এই দুর্দ্দশা ! হাঃ কপাল, তা হলে প্রজাদের কারও কিছু রাখতুম না কি ? এক ধার থেকে লুট—তারপর ছুট, একেবারে বোঁ বোঁ বোঁ, ফোঁ ফোঁ ফোঁ, তীরের মত—সোঁ সোঁ। মোদ্দা, কোথায় গেল বাবা, বেড়ে মালটা ! দুটো কথা বলেছি, আর এই বিরেশি শিক্কার লম্ফ, না বাবা, জ্বালালে—তাকে খুঁজে দেখতে হল। কোথায় গেল, এ্যাঁ কোথায় গেল ? (গমনোদ্যত ও কনক কর্ত্তৃক পথ-অবরোধ) আঃ, কে বাবা—বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি নিয়ে সামনে হাজির হলে ? সর্ সর্, এখন কিছু মিলবে না। আগে প্রেয়সীর সন্ধান করি ! সর্, সর্। আঃ, ভাল জ্বালা, সর্ না বাপু।

কনক। কে তুমি ?

অমর্ক। এই নাও, এক পাগল দেখ। আমাকে বলে "কে"—হা হা, হেসেই মরে যাব, এবার। বলি, সে কথা নাই বা শুনলে।

কনক। শ্রবণে আপত্তি কিবা ?

অমর্ক। আপত্তি আমার নয়—ব্যাটা হাসালে! ওরে ব্যাটা, আমি কে, জানলে, এখনই এই পায়ে কেঁচোর মত জড়িয়ে পড়বি !

কনক। সত্য নাকি ? বেশ, তবু শুনিই না ; তা'হলে—

অমর্ক। আমি অলকার মহারাজের—হুঁ হুঁ, বুঝেছ কিনা, অলকার মহারাজার যে মহারাণী, সেই মহারাণীর সাক্ষাৎ ভ্রাতৃরত্ন, যাকে শাস্ত্রে বলে, স্বয়ং শ্যালক চূড়ামণি !

কনক। ওঃ, তাই ভাল। আমি ভাবছিলুম, বুঝি, স্বয়ং দেবরাজ আমার সম্মুখে! তা এখানে কি জন্য?

অমর্ক। এই একটা তোফা ছুঁড়ি এই দিকে পালাল, তারই সন্ধানে—

কনক। সাবধান পাপিষ্ঠ নারকী,
পবিত্র, এ শান্ত তপোবন,
পাপভারে না করিস কলুষিত পাপী,
পুনঃ যদি পাপ-কথা শুনি তব মুখে,
দেখিছ এ তরবারি, ইহার আঘাতে
অবিলম্বে ছাড়ি ধরা, যাবে নিজ অভীষ্ট আবাসে।

অমর্ক। ওঃ, খুব ত লম্বা হাঁক পাড়লে! কর্ত্তা কি দিল্লীর বাদশা এলেন নাকি? সর্ সর্ ছোঁড়া, আমি ত আর হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ আমি ত আর হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ তলোয়ার খেলতে জানি না? সর্, সর্, সেই ছুঁড়িটাকে না পেলে আমার চলবে না। কোথায় গেল, সে?

কনক। দুর্বৃত্ত নারকী কীট, এত স্পর্দ্ধা—
কলুষিত কর, এ আশ্রম,
ভুঞ্জ তার প্রতিফল, তবে রে নারকী।

(মৃদু তরবারি-আঘাত)

অমর্ক। ওরে বাবারে, দিদিমণিরে—কোথাকার পাষণ্ড শালার ছেলে, উহুহুঃ রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছে। শালা মারলিরে—সত্যি সত্যি মারলি? অলকার রাজবংশটা একেবারে নির্ব্বংশ কল্লি? ওহো হো! আর একটু হলেই ঘাড়টা পট্ করে উপড়ে গেছল, আর কি! তা হোক, বাবা, ছাড়ছি না! কোথা গেলে গো, প্রাণেশ্বরী?

কনক। পুনঃ এই কথা রে দুর্জ্জন—

(মৃদু তরবারি-আঘাত)

অমর্ক। উহুরে শালা—তোর শরীরে কি দয়া-মায়া নেই! এমনি পট্ পট্ করে তলোয়ারের চোট্ মাচ্ছিস—আমি মলে আমার দিদি-মণির দশা কি হবে, তা একবার ভাবছিস না রে—বেটা? দাঁড়া, তবে, আমিও একবার মজা দেখাচ্ছি।

যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

কিয়ৎক্ষণ পরে অমর্কের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া
কনকের প্রবেশ।

কনক। নরকের অনুচর—
আরে আরে বিধাতার সৃজন-কলঙ্ক,
কোথা গেল, দর্প, তেজ, পাপ-হুহুঙ্কার?
দূর হ রে নরকের ছবি!

মুণ্ড দূরে নিক্ষেপ।

এ কি অত্যাচার, শান্ত তপোবনে-
যাই এবে আশ্রমেতে সুদর্শন-পাশে। প্রস্থান।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পুনঃ প্রবেশ।

ব্রহ্মানন্দ। সত্য বটে, সুখী আজ আমি।
যে সুখ লভিনি, কভু যোগের সাধনে,—
নৃপসুত-পালনেতে স্নেহ-মায়ামাঝে,
তার চেয়ে শতগুণ লভিয়াছি সুখ!
জননী শঙ্করী, রেখো দাসে পদে!

কনক সে, নৃপতির যোগ্য সর্ব্বভাবে,—
আর কিছু দিন পরে যাব আমি নৃপ-পাশে
দিব তাঁরে তনয় তাঁহার, অলকার ভাবী নরপতি
আহা, শান্ত ধীর পবিত্র স্বভাব,
ঐ দূরে মল্লিকার দল চুমি বহিছে পবন,
অমনি প্রশান্ত ধীর পবিত্র কনক !
কি সুন্দর বিধাতার খেলা !
একে একে সর্ব্ব গুণরাশি
আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও প্রীতি,
সব কটি ফুটিয়াছে কনকের হৃদে !
এ কি, কনক না আসে !
কেন এত ব্যস্ত ভাব,
বুঝিতে না পারি, কি ঘটন ঘটিয়াছে !
শুনেছিনু অসুস্থ সে সুদর্শন,
পীড়া কি কঠিন তার ?

শশব্যস্তে কনকের পুনঃ-প্রবেশ

কনক। কে ? কে ? গুরুদেব, পিতা, পিতা,
অঘটন ঘটেছে বিষম।
গুরুদেব এ কি বিড়ম্বনা !
হারে বিধি, একি তোর খেলা !
মৃত্যু কেন হলনা আমার ?
গুরুদেব, পিতা, পিতা,—

ব্রহ্মানন্দ। কনক, বৎস,
কি হয়েছে, বল ত্বরা করে।
কি হয়েছে? কি ঘটন ঘটেছে বিষম?
অসুস্থ সে সুদর্শন,
কহ, কহ, পীড়া কি কঠিন তার?
নিরুত্তর রহিও না এবে।
বল, বল, সুদর্শন,
আছে সে, কেমন?

কনক। গুরুদেব, পিতা,
অসম্ভব কিছু নাই এই ধরা-মাঝে!
ঝরিয়াছে আকাশ-কুসুম,
পলায়েছে আদরের পাখী,—
বুক ফেটে যায়,—ওহো এ কি হল?
দুই দণ্ডে ফুরাইল সুখের স্বপন!

ব্রহ্মানন্দ। কহ, কহ, কি হয়েছে!
বিলম্ব করোনা আর,—
বাড়িছে উদ্বেগ।

কনক। কি কহিব?
সুদর্শন বিগত-জীবন।

ব্রহ্মানন্দ। সে কি কথা?
এস ত্বরা।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-কক্ষ।

স্বরমার প্রবেশ।

স্বরমা। সমস্ত রাজপুরীর উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে। যার দিকে চাই, দেখি, তারই মনে অসুখ। শান্তি নেই, সুখ নেই,—এ কি হল ? কি কর্লে আবার সবার মুখে হাসি দেখতে পাব ? মহারাজ যেন একেবারে শান্তিহীন, আহা, অমন গুণবতী স্ত্রী-বিয়োগ, অমন সন্তান নাশ! তার পর সখীও আজ কোথা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! মহারাণী,— উঃ, এখন যেন তাঁর দিকে চাওয়া যায় না! কি খল স্বভাব! সখীকে কত কষ্টই না জানি দিয়েছে! রাক্ষসী! ও আসা অবধি শান্তি রাজ্য ছেড়ে গেছে! মুখ দেখলে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে! কি হল ? অমন সুখের সোণার জীবন, কোথা থেকে এ দুঃখ এল ? কার অভিশম্পাত রাজ-সিংহাসনে লাগল ? হায়, হায়, আর পারিনা! তমসা, তমসা, ও সখী, কোথায় গেলে ভাই ? কোথায় আছে, কি কর্চ্ছে সে ? তমসা রাজকুমারী, কিন্তু আমাকে আপনার বোনের মত ভালবাসত, তাই তার জন্য প্রাণ এত ব্যাকুল! হায়, হায়, তমসা, সখী, কোথায় আছ তুমি ? উঃ কিছু ভাল লাগছে না! যাই, বাগানে যাই, পাখীর গান শুনলে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও এ জ্বালা ভুলতে পারি!

জিতেন্দ্রজিৎ ও পরিচারিকার প্রবেশ।

জিতেন্দ্র। কোথা যাবে ? দেখ ভাল করে।

কি অদ্ভুত অদৃষ্ট আমার!

পৃথিবীর যত জ্বালা, যতেক সন্তাপ,
এককালে হুহুঙ্কারে আলিঙ্গিছে মোরে !
কার তপ্ত অভিশাপ-বশে প্রাণে এত জ্বালা ?
যাও ত্বরা, সর্ব্বস্থানে কর অন্বেষণ !

পরিচারিকার প্রস্থান।

অমর্কের নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা পেয়ে
হইয়া কাতর, আছে, বুঝি, নিজ কক্ষ-মাঝে !
আহা, স্নেহার্দ্র হৃদয় তার !
ভীষণ সময়ে এই,
প্রেয়সীর মুখপানে চাহি,
কিছু শান্তি পাই যেন হৃদে !

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। কোথাও সন্ধান নাহি পাই মহারাজ,
কক্ষ-মাঝে পত্র শুধু ছিল এ পড়িয়া,
আনিয়াছি তব তরে !

(পত্র-প্রদান)

জিতেন্দ্র। যাও তুমি, উদ্যানেতে করো অন্বেষণ।
নাহি যদি মিলে তথা রাজ্ঞীর সন্ধান,
সুরমারে প্রের মোর পাশে।

পরিচারিকা। যথা আজ্ঞা, মহারাজ ! প্রস্থান।

জিতেন্দ্র। [পত্রহস্তে] এ কি ! এ কি হেরি আমি ?
বিশ্বজয়ী-হস্তলিপি এই !

Uttarpara

আত্মহত্যা করিয়াছে প্রেম-নিরাশায় !
এ কি এ জগতে নাহিক বিশ্বাস ?
যার পরে সমগ্র বিশ্বাস মোর,—
সেই নারী বিশ্বাস-ঘাতকী !
ফেটে যায় প্রাণ !
তমসারে বিষদানে করেছে সে বধ,
আপনার দুষ্ট এক প্রতিহিংসা-আশে !
বিজয়, সে মন্দুরা-ভূপতি-সুত !
সেই রক্ষা করেছিল, তনয়ারে মোর !
অলীক বারতা দিয়ে ভুলাইল মোরে !
হায়, কোথা যাব ?
বিষধরী নারী,—
বিষে তার জর্জ্জরিত প্রাণ,
হারায়েছি আপন তনয়া,
হারায়েছি জামাতা সুন্দর !
দেবীসিংহ, সখা, স্বর্গে বসি,
দেখিয়াছ, হেথা আমি তোমার তনয়ে,
অবজ্ঞা লাঞ্ছনা-ভরে দিয়াছি বিদায় !
চেয়েছিল তনয়ার পাণি,—
রাক্ষস, পিশাচ আমি,—
আরে আরে ভয়ঙ্করী নারী,—
বিজয়ের প্রেম-আশে শুধু এতদিন ধরেছ জীবন ?

নিরাশায় দহি শেষে হরিয়াছে তমসার প্রাণ !
ভগবান, ভগবান, কি হল আমার ?
দগ্ধ হয়ে গেল, মোর সাধের কানন ? (পতন ও মূর্চ্ছা)

শেখরের প্রবেশ ।

শেখর । এ কি ? মহারাজ ধূলায় পতিত !
মূর্চ্ছিত হেরি যে হায় !
মহারাজ, মহারাজ,—
কে কোথায় আছ ? এস ত্বরা করি,
মূর্চ্ছিত নৃপতি হেথা ।

জিতেন্দ্র । কে ? কে ?
[উত্থানান্তে] ঐ ঐ যমদূত,
ঐ সবে কহিছে হুঙ্কারে,
হত্যা কর, পাপিষ্ঠ ঘাতকে,
হরিয়াছে তনয়ার প্রাণ, বধিয়াছে আপন সন্তান !
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে,
পায় ধরি বধোনা আমায় ।

শেখর ঃ এ কি হেরি !
মহারাজ—

জিতেন্দ্র । কে ?
শেখর ? শেখর,—
কি হবে উপায় মোর ?
কোথা গেছে, তমসা আমার ?

বিজয়, বিজয়, কোথা তুমি এবে ?
এস বৎস, লয়ে এস তমসারে মম,
বড় সাধে তব করে দিব যে সঁপিয়া,—
এস, এস, প্রাণের বিজয় !

শেখর। (স্বগত) এ কি, অনুতপ্ত মহারাজ !
জানিয়াছে সকল বারতা !
বিজয়ের পরিচয় শুনিয়াছে কার পাশে ?
(প্রকাশ্যে) মহারাজ, বৃথা শোক তব,
জীবিতা কুমারী !

জিতেন্দ্র। জীবিতা তমসা মোর ?
বল, বল, কোথা তারে পাব ?

শেখর। মহারাজ, অবিলম্বে পাবে ফিরি আপন তনয়া।

জিতেন্দ্র। না না না না,
জাননাক তুমি,
পাপিনীর পাপজালে প্রাণ দেছে, প্রাণের তমসা

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ, সেনাপতি মহাশয় পত্র দিয়াছেন।
(পত্র-প্রদান)

জিতেন্দ্র। দেখি। (পত্র-পাঠান্তে) না, না, সন্ধি নহে,
রণব্রতে দাও সবে যোগ,
কহ তাঁরে, নিজে যাব রণে,
রণসিন্ধু মাঝে ঝাঁপ, দিব কুতুহলে !

শেখর। সে কি, মহারাজ ?

জিতেন্দ্র। লুপ্ত ক্ষত্র তেজ !
তাই আজ শোকেতে বিহ্বল এত !
রণ-ক্ষেত্রে, কার্য্য-জনতায়,
ভুলিব এ সন্তাপের জ্বালা।

প্রহরী। মহারাজ, আর এক আছে নিবেদন,
দ্বার-দেশে মন্দুরার পতি,
নৃপতির দরশন মাগে।

জিতেন্দ্র। কে ? বিজয় ? চল, চল,
সমাদরে লয়ে আসি তারে।

সকলের প্রস্থান।

——:০:——

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর অরণ্য-প্রদেশ।

একপার্শ্বে ছিন্নশির অমর্কের দেহ পতিত, অপর পার্শ্বে তমসার দেহ, সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও কনক উপবিষ্ট)

ব্রহ্মানন্দ। পরিহার কর শোক,
ধর মম উপদেশ,
জেনো, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি করে শোকেরে বিজয় !
ধর বৎস, বচন আমার

জানত শঙ্কর-বাণী,—
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ ?
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বংবা কুতোহায়াতঃ।
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
জেনো, এই সংসারের মাঝে
মানব-জীবন সেত পদ্ম-পত্রে বারি,
স্থির নহে, সদাই চপল,
এই আছে, এই বা মিলায়!

কনক। গুরুদেব,
কোন্ শক্তি-বলে বাঁধিব হৃদয় ?
জানি শাস্ত্র-উপদেশ,
আপনার অনুগ্রহে!
কিন্তু পিতা বালুকার বাঁধ সম
সকলি ভাসিয়া যায়, এ শোকের স্রোতে।
সুদর্শন, ভাই,—
(তমসার মৃত দেহের উপর মুখ রক্ষা)

ব্রহ্মানন্দ। ছি ছি বৎস, জ্ঞানী হয়ে
এত শোকাতুর ?
আমিও কি সুদর্শনে বাসি নাই ভাল ?
আপন সন্তান সম বেসেছিনু ভাল,
তোমা পরে এত স্নেহ ছিলনাক মোর,

তবু দেখ, তব সম শোকমুগ্ধ নই।
বৎস, কর শোক-পরিহার,
পরীক্ষায় দেখিলাম আমি,
জীবনের সম্ভাবনা আছে,
সুদর্শন নহে মৃত,
দারুণ বিষের তেজে মূর্চ্ছিত বালক!

কনক। গুরুদেব, প্রাণ ফেটে যায়,
সুদর্শনে ছাড়ি কেমনেতে ধরিব জীবন?

ব্রহ্মানন্দ। ধর বৎস, বচন আমার,
ওষধির গুণে বাঁচাইব সুদর্শনে।
এস মোর সাথে,
অদূরেতে হেমকূটগিরি
তথা আছে ওষধির লতা।
এস, মোরা দুইজনে আনি সে ওষধি,
তাহার পরশে, প্রাণ পাবে,
অবিলম্বে সুদর্শন।
এস বৎস,–বিলম্ব উচিত নহে।

কনক। পিতা,
কবে দাস করিয়াছে আদেশ-হেলন?
যন্ত্র-চালিতের মত যাইব পশ্চাতে।
সুদর্শন, ভাইরে আমার—

(উভয়ের প্রস্থান)

তমসা। (উঠিয়া) কে ? শেখর ? শেখর কতদূর যেতে হবে আর ?
ঐ দূরে তরু-কুঞ্জপাশে।
আহা, আহা, হোথা মোর তরে,
বিজয়, অপেক্ষা করে !
শেখর, শেখর, পথশ্রমে কাতর যে আমি,
চলিতে না পারি—কি হবে, কেমনে যাব ?
আহা, কোথা হতে আসে এই কুসুম-সুরভি !
মরি, মরি, ললিত সুতানে কিবা গাহিছে পাপিয়া ?
প্রকৃতির লীলাভূমি বুঝি এই স্থান !
শেখর, শেখর—চল, চল, এইটুকু যাই,
আর শুধু এইটুকু—তার পর—
(অমর্কের দেহ দৃষ্টে)—এ কি রক্তাক্ত মানব-দেহ !
এ কি ! স্বপ্ন হেরি আমি ?
দেখি, দেখি—(অগ্রসর হইয়া)-এ কি দেখি ?
ওহো, পুড়ে যায় আঁখি,
প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর
বিজয়—বিজয়,
(অমর্কের দেহের উপর পতন ও মূর্চ্ছা)

জনৈক রাজ অনুচরের প্রবেশ।

অনুচর। কি অদ্ভুত প্রকৃতি রাজার !
এই সন্ধ্যাকালে কোথা ভ্রমণের ছলে,
বহির্গত, হায়,—বুঝিতে না পারি,

অজ্ঞাত এ বন, চারিধারে ফিরিছে যবন,
শত্রু কোথা, কে আছে লুকায়ে,
চারিধারে বিপদের ভয়—
(অগ্রসর হইয়া) একি হেরি সম্মুখে আমার ?
শিরোহীন মৃতদেহ'পরে পতিত বালক,
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ,
লাগিয়াছে বিষাদ-কালিমা,—
যেন শ্রাবণের পূর্ণিমা গগন !
দেখি দেখি–(তমসার হস্ত ধারণ)
উঠ, উঠ–পতিত গো কেন,
মৃতদেহ'পরে ?

তমসা। (উত্থানান্তে—স্বগত) কেন, দুঃখ কিবা ?
আমি অভাগিনী, বিষাদের প্রিয় সহচরী,—
কেন ? পরাজয় কেন বা মানিব ?
এস শক্তি, রমণী-হৃদয়ে—
যা হবার তাহা ত হয়েছে—
তবুও রয়েছে জ্ঞান—
বেশ, বেশ, আর কেন শোক ?
ধরামাঝে সব চেয়ে, অসহ্য যা—
তাও, তাও শেষে হইল সহিতে—
আর কেন ? চিরদিন সহেছি ভ্রূকুটি,
এবে দুঃখ-শোকে করিব ভ্রূকুটি,—

এইটুকু তেজ নাহি হৃদে ?

অনুচর। কেবা তুমি, কহ বৎস মোরে ?
বিজন গভীর এই অরণ্যের মাঝে,
শোকাতুর— ?
এই মৃত দেহ অদূরে কাহার ?
কহ বৎস, না থাকে আপত্তি যদি !

তমসা। কেবা তুমি মহাশয়,—
দয়ার্দ্র হৃদয়, অভাগারে প্রশ্ন কর,
করুণ, কাতর ?
মম পরিচয় কি বলিব ?
দুর্ভাগা, দরিদ্র বালক আমি—
অই মৃত দেহ যাঁর—
ভৃত্য তাঁর আমি—
প্রভু মোর দস্যু-করে বিগত-জীবন,
তাই দীন ভৃত্য তাঁর কাঁদে প্রভু-শোকে

অনুচর। ত্যজ শোক। এস বৎস আমার সহিত।
চারিধারে বিধর্ম্মী যবন,
একাকী এ স্থানে থাকা সাজে না তোমার।
এস বৎস, এস মম সনে !

তমসা। কোথা যাব তব সাথে ?

অনুচর। অদূরেতে নৃপতি-শিবির।
আমি রাজ-অনুচর—

দয়ার্দ্র ভূপতি,—তব সম দুহিতা রতন
একমাত্র—আহা, দেখিতে তোমার মত,
হারায়েছে, হল কিছু দিন,
তোমারে পাইলে, ভুলিবে যাতনা কিছু,
আপত্তি আছে কি তব ?

তমসা। না, না, আপত্তি কি আর ?
কিন্তু-কিন্তু-নৃপতি—
কোথাকার রাজা ?

অনুচর। ধর্ম্মবীর, মহারাজ অলকা-ভূপতি—

তমসা। (সচকিতা)

অনুচর। ওকি কম্পিত হইলে, কেন ?

তমসা। না, না, কম্পিত ত নহি—
পদতলে পিপীলিকা করিল দংশন—

অনুচর। এস তবে—
প্রভুর তোমার, সৎকারের তরে
আয়োজন করিব পশ্চাতে
এস তবে, বিলম্ব কি হেতু ?

তমসা। যাই তবে—
(স্বগতঃ) ওহো প্রাণেশ্বর বিজয়,
কোথা তুমি ?—আর কোথা আমি !

(উভয়ের প্রস্থান)

——:——

পঞ্চম দৃশ্য

হেম-কূট পর্ব্বত-সান্নিধ্য।

(ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও কনকের প্রবেশ)

ব্রহ্মানন্দ। কত বার বলিয়াছি আমি,
নাহি কি স্মরণে বৎস ?
স্নেহ নহে মায়ার কারণ।
যথা আছে সত্য স্নেহ,
অন্ধ মায়া নাহি পশে তথা,
সুগভীর স্নেহ, সর্ব্বক্ষণ প্রিয়জনে হেরে নিজ পাশে,
অঙ্কিত সে হৃদয়ের মাঝে,
প্রিয়ের বিয়োগ নাহি,
স্নেহময় পাশে
তুচ্ছ ক্ষুদ্র মোহ শুধু
"আমার" "আমার" বলি করে আস্ফালন—
মোহ, সে ত অলীক স্বপন !
মায়া,—সে স্নেহের ভাণ শুধু !

কনক। গুরুদেব, শোকাতুর আমি—
ক্ষমা কর, আমার বচন,
মায়া যদি, ভাণ শুধু প্রণয়ের তরে,
তবে সুদর্শনে আমি
বাসি নাই ভাল ?

শোক এই কিছু নহে ?
কি বলিব গুরুদেব—,
প্রকাশের ভাষা নাহি মিলে,
যেই শোক হৃদয়ের মাঝে,
বাহিরে শতাংশ তার উঠেনা ফুটিয়া।
এত শোক, স্নেহের এ ভাণ ?
গুরুদেব, গুরুদেব,
ক্ষমা কর—
বুঝিতে না পারি আমি শাস্ত্রের বচন !
মর্ম্মস্থল দ্বিধা হয়ে যায় হেথা,
ভীষণ শোকের বলে—
এ কি শুধু স্নেহ-প্রণয়ের
অলীক স্বপন, মিথ্যাময় সব ?
আর কিছু নহে ?
এই যে এ নয়নের কোণে
ঝরে শুধু বারি ঝর ঝর
সেকি শুধু স্নেহ-অভিনয়-তরে,
ক্ষুদ্র তুচ্ছ ভাণটুকু ?
না-না-না-না—
কেমনেতে শাস্ত্র-কথা ধরিব হৃদয়ে ?
নিজে বুঝিতেছি, অনুভব করিতেছি,
দারুণ অভাব কিবা জাগিছে পরাণে।

সেই অভাবের রাশি, অতৃপ্ত বাসনা,
পুণ্যময় নিদর্শনসম ফুটে উঠে, নয়নে আমার।
গুরুদেব, গুরুদেব—
এ জগতে দুঃখে যার নয়ন হইতে
ঝরে নাই, এক বিন্দু বারি,—
না জানি কি চিত্ত-বল তার?
ধরণীর সন্তাপেতে ক্লান্ততনু হয়ে
সহিয়াছে সকলি সে,
উত্তপ্ত নিশ্বাসে!
বিভীষিকাময় দেব, জীবন তাহার!

ব্রহ্মানন্দ। শুন বৎস! আমার বচন।
সত্য, যার আঁখি হতে ঝরেনিক বারি,
বিভীষিকাময় বটে, জীবন তাহার!
কিন্তু জেনো স্থির, মনে,
মোহ যথা, তথা নাহি প্রকৃত প্রণয়,
দোঁহাকার প্রথম দর্শনে,
মোহ ফোটে হৃদয়ের মাঝে,
প্রভাতে কুহেলি-সম,—
তার পর মুহূর্ত্তেক পরে
সরে যায় কুহেলিকা, ফোটে তবে
তরুণ তপন!
মোহকুহেলিকা তথা, মিলনের মাঝে,

সরে যায়, ফোটে হৃদে প্রকৃত প্রণয়,
তবে হয় প্রাণ-বিনিময়,
যেইদিন প্রিয়জনে আত্ম-সম
ভাবিবে হৃদয়ে,
আপনার সুখ-দুঃখ
যবে তার সুখ-দুঃখে করিবে জড়িত,
আপনারে ভুলি, যেই দিন
পরার্থে আপন প্রাণ দিবে বিসর্জ্জন
সেই দিন, সেই দিন জেনো,
মোহহীন ভালবাসা-নিষ্কাম প্রণয়,
হৃদয়ে ফুটিয়া তব সকল তিমির দিবে
সুদূরে তাড়ায়ে !
শোক নহে স্নেহের প্রমাণ,
যদি প্রিয়জনে তুমি আত্মসম মনে ভাব
তাহার মরণে, কেন প্রাণ হইবে আকুল ?
প্রণয় তোমার, হৃদয়ের মাঝে
এ বিশ্বাস নিয়ত জাগাবে,
প্রিয় তব নিত্যকাল রহিয়াছে সাথে।
জান বৎস ভাগবতবাণী—
জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং
জন্মমৃতস্যচ।
তথাচাপরিহার্য্যাহর্থে ন ত্বং
শোচিতুমর্হসি।

এস বৎস, বিলম্ব উচিত নহে,
সুদর্শন মৃত নহে—স্থির জেনো মনে,
দারুণ বিষের তেজে অবসন্ন শুধু!

কনক। পিতা, পিতা, আহা তাই যেন হয়!
সুদর্শন বিনা এ জীবন হইবে আঁধার।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১। অহহ সখে শারদ্বত—

২। হহহ-মাধব্য!

১। কীদৃশ ব্যাপারোঽয়ং—অহহ বিরাটশ্চ বিকটশ্চ।

২। উৎকটশ্চ, কিমিব ভৌতিকং কাণ্ডং!

১। অহহ শিরা-প্লীহা-লণ্ডভণ্ডং!

২। অহহ—কিঞ্চিদগ্রে, সুদর্শনের মৃতদেহ
ছিল তথায় পতিত, তৎপরে?

১। অহহ, ভয়ে মম দ্বাত্রিশৎনাড়িকাঃ কুণ্ডলিং মুণ্ডলিং গচ্ছতি দুর্দ্দৈব দুর্দ্দৈব—

২। সুদর্শনের দেহ? সখে শারদ্বত (কম্পন)

১। (কম্পিত স্বরে) স্থিরোভব। রাম রাম রাম রাম রাম।

২। অহহং-অহং বনদেশ-আধার হইতে অন্যত্র চম্পটং দদামি।

১। সত্যং-যুক্তঞ্চ, কোন দিন ঘাড়ং মটকায়িত্বা সখে প্রাণং খাস্যামি।

২। মাধব্য, একি ব্যাপার। বিকট উৎকট দানব-ক্রীড়া! একি দৃশ্য

ভৌতিক কাণ্ড! সুদর্শনের দেহ কুত্র অন্তর্ধান ? (যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক) অহহ—রাম রাম রাম রাম।

১। (কম্পিত) রা—আ—ম—রা—আ—ম, সুদর্শন ভৌতিক ব্যাপার, কিং করিষ্যামি, কি কর্ত্তব্য, সখে শারদ্বত ?

২। অত্র নিদ্রাদানং—চক্ষু দ্রন হইলে, ভূতের দারুণ শঙ্কা, অন্তর্হিত হইবে। একি বজ্রনাদী বিরাট ব্যাপার—বকাণ্ড-প্রত্যাশায় শিরভাণ্ড ভৌতিক-দণ্ডে উৎপাটনং তবে জীবন-কাণ্ডং ত একেবারে লণ্ডং ভণ্ডং ভবিষ্যামি! নিদ্রা দান, সখে ? ঐ দূরে কম্পিত শাখা, ধবল মূর্ত্তির বিকাশশ্চ বিকট ভীতি-উৎপাদন,—মাধব্য

১। (কম্পিত দেহে) কি—কি—কি—কর্ব্ব মা গো, বাবা! প্রাণখানা মোলায়েম ভূতের কঠিন করে ছিন্ন হবে! বেটা, আবার পুরুষ ভূত, শরীরে দয়ামায়ার লেশ নাই যে গো—

২। (কম্পিত স্বরে) ঐ বৃক্ষশাখায় ধবল মূর্ত্তির অবতরণ—নিদ্রা ——নিদ্রা—নি—দ্রা দ্রা—দ্রা নি!—

(উভয়ের শয়ন ও কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিয়া)

১। (উঠিয়া) সখে দ্রুতগতি নিদ্রাত্যাগ, সর্ব্বনাশ ব্যাপার অহহ, একি ভীষণ হুতাশন বাণ যে ভয়ে শন্ শন্ সখে—

২। (উঠিয়া সভয়ে) কথং কথং কিং কিং ?

১। সখে নিদ্রা ন কর্ত্তব্য—সন্ধানং গুরুদেব কুত্র ?

২। কথং নিদ্রা ন কর্ত্তব্যং—কুম্ভকর্ণ গতি যুক্তিসঙ্গতশ্চ।

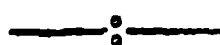
১। ন ন ন ন ন!—নিদ্রিত বলদ-যুগলকে ভূত পিতা দর্শন করিলে স্কন্ধদেশে অবতারো ভবিষ্যতি—

২। অহহ—সত্যমেতৎ—সত্যমেতৎ—তবে কি করব মাগো? এই বনে—? ও বাবা ঐ যে বটগাছ নড়ছে।

১। ও জননী, ঐ যে অশ্বত্থশাখায় মৃদু কঙ্কণ-নিনাদ! অহহ কি কর্ব্বরে বাবা?

২। চক্ষু মুদ্রন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান ও বন হইতে পলায়ন দিই।

(দ্রুত প্রস্থান)



পঞ্চম অঙ্ক

——::——

প্রথম দৃশ্য

রণস্থলের এক পার্শ্ব।

(রক্তাক্ত দেহে কঙ্করের প্রবেশ)

কঙ্কর। উপযুক্ত প্রতিফল লভিয়াছি আজি ?
অনুতাপ-সর্পের দংশনে,
জ্বলে প্রাণ, শিরা ছিঁড়ে যায় !
সাধ্বী সতী—তারে দিনু কলঙ্কের কালি,
শান্তি হরিয়াছি, বিজয়ের হৃদয় হইতে,
ধর্ম্ম সে ত অন্ধ নহে,—
চন্দ্র, সূর্য্য, উঠিছে আকাশে,
দিবসের পরে আশে নিশা,—
অধর্ম্ম কোথায় রবে, লুকায়ে গোপনে ?
সেই পাপে সহি আজি দারুণ যন্ত্রণা,
যবনের অসির আঘাতে রক্তাপ্লুত দেহ,
জানিতাম না'ক ঘোরে হেথা যবনের সেনা,
কয় দণ্ড আর হায় রহিবে জীবন ?
এই সেই স্বর্ণহার,
বিঁধিতেছে, কণ্টকের মত !
বিজয়ের দেখা পেলে, ক্ষমা মাগি
তাহার চরণে,

দিব তারে স্বর্ণহার, দিব অঙ্গুরীয়!
এ কি অনুতাপ!
এত দিনে বুঝিলাম, অধর্ম্মের জয়,
কভু নাহি ধরাতলে
অন্য প্রতিফল যদি না পায় নারকী,
অনুতাপ—অনুতাপ-অনলেতে অস্থি-মজ্জা
পুড়ে ছাই হয়—
সে জ্বালা নিভাতে
শক্তি নাহি মানব-হৃদয়ে!
ও কে আসে? পলাইয়া যাই—
কোথা যাব, আর? রক্তস্রাবে ক্ষীণ তনু,
শ্রান্ত পদ, চলিবার শক্তি নাহি,
তবু প্রাণে আছে মায়া,
পলাইয়া যাই। (প্রস্থান)

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। নিরন্তর জ্বলে যায় প্রাণ,
কভুও কি হবে না বিরাম!
তারে ভুলিবার তরে
কর্ম্ম-স্রোতে চিত্ত দিনু ঢালি,
তবু তারে ভুলিতে না পারি!
কি অদ্ভুত কাতরতা, হৃদি-দুর্ব্বলতা?
অসতী সে দ্বিচারিণী পত্নী পরে

আজও হৃদে এত মায়া, হায় !
কোথা গেল ক্ষাত্র তেজ মোর ?
হিয়া মম এতই অসার,
পাপিনীর স্মৃতি লয়ে চিরদিন সহিব যাতনা !
ছি ছি বাতুলের সম আচরণ !
দয়ালু নৃপতি,—
বন্ধু-প্রীতি স্মরিয়া অন্তরে,
সন্তানের সম স্নেহ করেন আমারে।
বীর বটে, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ভূপতি।
সুরমা ভগিনী, কত স্নেহ করে মোরে,
এত স্নেহ-আদরের মাঝে, এ হৃদয় হতে
যায় না মুছিয়া তবু পাপিনীর স্মৃতি ?

(প্রস্থান)

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। উঃ বাবা, ভারি পালিয়েছি ! গুপ্ত সংবাদ আনা কি আমার কাজ ? ভাবলুম, চুপ্ চাপ্ বসে থাকি, কেন যাই,—একবার মোছনমানের ব্যাপারখানা দেখে আসি, সেই সঙ্গে অমনি যদি কিছু গুপ্ত খবর জেনে আসতে পারি, তাহলে বেশ একটা বকশিস মিলবে। ঐ দারুসিংএর দেখাদেখি গিছলুম। বাবাঃ প্রাণখানাই গেছল ! কাছাকাছি ঘুরছি, আর দুটো নেড়ে অমনি তাড়া করে উঠেছে ! আমি পেছনে আর না দেখে বোঁ বোঁ করে সটান পাড়ি ! উঃ, বুকটা এখনও ধড়াস ধড়াস কচ্ছে। বাবা, মস্ত ফাঁড়া গিয়েছে,

আজ। ঐ যে কথায় আছে, "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি-বাজে", তাই হয়েছিল, আমারও।

(প্রস্থান)

(স্বর্ণহার-হস্তে বিজয়ের পুনঃ-প্রবেশ)

বিজয়। একি শুনি! জ্বলে যায় প্রাণ!
দারুণ হিংসার ফলে তমসার হেন নির্যাতন!
পাপিষ্ঠ কঙ্কর, মরণের ক্রোড়ে শুয়ে,
সব কথা করিল স্বীকার!
ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ভীষণ!
হিংসার নিখুঁত ছবি,
পিশাচের প্রিয় সহচর!
অন্ধ প্রেম মম
ভুলে গেল পাপিষ্ঠ-বচনে!
যেই সাধ্বী আমা'ছাড়া জানেনিক কিছু,
আমি যার চিন্তা-ধ্যান, সর্ব্বস্ব ধরায়,
অজ্ঞাত যুবক জেনে,
রাজার কুমারী করিল হৃদয়-দান—
অন্ধ আমি, সেই প্রেম দলি পদতলে,
এ অসীম ভালবাসা হেলাভরে করিয়াছি দূর,
পৈশাচিক হিংসার আবেশে!
তমসা,—সে জীবন-সর্ব্বস্ব মোর,—
হত্যা করিয়াছি, তারে?

কাঁপিল না প্রাণ? নিদ্রিত কি ছিল হৃদি?
ভুলেছিনু, অস্তিত্ব আপন?
তমসা, তমসা, দেবী, কোথা তুমি?
এস, এস, পরাণের ধন—
এস, এস, হে চির-বাঞ্ছিতা—
কোথায় তমসা? দেবী, সাধ্বী, সতী, কোথা তুমি!
দেখ হেথা বিজয়, তোমার
ক্ষমা মাগে প্রাণের তমসা।
কোথা আছ, দেখা দাও মোরে।
মৃত্যু কেন হল না আমার?
তমসা, প্রাণের তমসা—
কোথা তুমি?

(বেগে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

(জিতেন্দ্রজিৎ ও তদীয় অনুচর-বেশে তমসার প্রবেশ)

জিতেন্দ্র। সুদর্শন,
চিরদিন কৃতজ্ঞ রহিব তব পাশে!
সেবা তব পারিব না, ভুলিতে কখনও!

তমসা। মহারাজ, দাস আমি তব,

প্রভু-সেবা কর্ত্তব্য দাসের,
তার তরে কৃতজ্ঞতা-পাত্র নহে দাস।

জিতেন্দ্র। হেন কথা বলোনাক আর!
বড় ব্যথা বাজে মোর প্রাণে,—
দাস নহ তুমি,
তুমি মম সন্তান-সমান।
শুনিলাম, ক্ষত্রিয়-তনয় তুমি,
নহি প্রভু, হেন কথা বলোনাক আর,
স্নেহ করি তোমা,
শুন তবে—তব সম সুদর্শন
ছিল মোর দুহিতা, তমসা,
কিন্তু সে,—ওহো, প্রাণ দেছে
বিমাতার হিংসার প্রকোপে।

তমসা। (সচকিতভাবে) সে কি কথা, মহারাজ?

জিতেন্দ্র। সরলা বালিকা—
পাপিনী সে বিশ্বজয়ী বৈদ্য-পার্শ্ব হতে
বিষ মাগি ওষধির ছলে দিয়াছিল,
সরলা তনয়া মোর, সে বিষের বশে
ছেড়ে গেছে ধরা!

তমসা। (স্বগত) বিষ!
তারই তরে মূর্চ্ছিতের মত ছিনু আমি
বুঝিলাম এত দিনে রহস্য মহান্।

জিতেন্দ্র। তার ছবি হেরি তব মুখে,
তাই মায়া প্রথম দর্শনে তব,
জাগাইল স্নেহ, এই পিশাচের হৃদে।

তমসা। মহারাজ, বজ্র সম হেন বাণী—
আমার সম্মুখে পুন বলোনাক আর।

জিতেন্দ্র। এস সুদর্শন,
শিবিরেতে করিব গমন।
আসিবে যবন-দূত সন্ধি-পত্র লয়ে,
হত্যা এই ভাল নাহি লাগে,
শান্তিমাঝে মগ্ন হতে চাই—
আহা, আজ যদি থাকিত তমসা!

তমসা। মহারাজ, বড় কথা শোভে না এ মুখে,
তবু বলি, চিন্তা কর দূর।
বিধাতার খেলা, কে বুঝিতে পারে?
হয়ত দুহিতা তব আছে বা জীবিতা!

জিতেন্দ্র। হেন কথা বলো না আমারে,
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে।
এস শিবিরের মাঝে,
আবার সন্ন্যাসী এক আসিবেন হেথা,
সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

তমসা। অবিলম্বে ফিরিব শিবিরে,
আছে হেথা প্রয়োজন কিছু।

জিতেন্দ্র। অধিক বিলম্ব যেন নাহি হয়, দেখো।
তব অদর্শন সহিতে না পারি, আমি !

(প্রস্থান)

তমসা। বিধাতার খেলাসম,
বিচিত্র কি আছে হেথা ?
কেহ নাহি চিনে মোরে !
কিন্তু এ কি কথা—
সেনাপতি-বেশে হেরিনু বিজয়ে !
শুনিলাম, পিতৃসনে মিলিয়াছে রণে !
তবে বনে হেরিলাম কার মৃত দেহ ?
সে কি ভ্রান্তি ? বুঝিতে না পারি !
হেরিয়া বিজয়ে, সাধ হল, ছুটে যাই,
চরণে লুটাই—
কহি তারে ব্যাকুল উদ্বেগে,
বিজয়, বিজয়—এ কি কহিয়াছ,
তোমার তমসা, দ্বিচারিণী, সে কি ?
চেয়ে দেখ, এই মুখপানে,
আছে তায় কলঙ্কের রেখা ?
দেখ, দেখ, এ মোর নয়নে
পড়েছে কি পাপের কালিমা ?
তোমা-ছাড়া কি জানে, তমসা ?
নিত্য মম এ চিত্ত ভরিয়া,

করিতেছি তোমারে স্মরণ,
জীবন, মরণ, সকলি আমার তুমি,—
সব তুমি করেছ হরণ!
কি আমার রেখেছি, আপন ?

(গীত)

সুরট মিশ্র—একতালা।

আমি নীরবে বিজনে করি হে তোমারি পূজা,
ওগো হৃদয়-মনেরই রাজা !
প্রেম-ফুলদল দিব গো চরণে,
তুমি বঁধু মম জীবনে মরণে,
এ মম হৃদয়ে রাজা !
সারা জ্যোস্না রজনী জাগিয়া,
মালা গেঁথেছি তোমারি লাগিয়া,
তুমি চরণে যেন না দলিও,
আমার হৃদয় তিমির-মলিন,
নীরস, কঠোর, এ যে প্রেমহীন,
পবিত্র করি তুলিও !
তোমার পরশে, প্রেম বরষিবে,
নিত্য সুখের নিঝর খেলিবে,
প্রেম দিতে নাহি ভুলিও !
(সখা) ভুলিয়া দিও না সাজা !

সুরমা আমারে হেরি, আলাপের তরে
যেন কিছু ব্যগ্র, বোধ হল !

কিন্তু পাছে হৃদয়-উচ্ছ্বাসে, দিই পরিচয়,
এই ভয়ে সরে গেনু দূরে—
আহা, প্রাণ-সহচরী, আমার বিচ্ছেদে,
সহিতেছে কত জ্বালা,
তার সনে দেখা হলে—
এ কি, হেথা আসিছে শেখর।

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। গেলাম সে মহাবনে,
কুমারীর করিনু সন্ধান,
কহিল সন্ন্যাসী, এক অদ্ভুত বারতা!
সুখ বিধি লেখেনিক ভালে,—
ভেবেছিনু, সব কথা বলিব বিজয়ে।
দুই জনে সর্ব্বস্থানে খুঁজিব তাঁহারে,—
এ কি, প্রভু সুদর্শন,—

তমসা। শেখর, আছে কিছু জিজ্ঞাস্য তোমায়!

শেখর। অনুমতি কেন, তায়?

তমসা। বিজয়েরে সদা হেরি বিরস-বদন,
নবীন ভূপতি, কি কারণে এতই কাতর?
সুখী কেবা বিজয়ের সম ধরাতলে?

শেখর। কি বিষাদ, কেমনে বুঝাব?
অনুতাপে প্রভু মোর বিষণ্ণ কাতর

তমসা। কিসের এ অনুতাপ?

শেখর। কিসের ? আপন নির্দ্দয়তার—
অলকার রাজার কুমারী—
তার সনে প্রভুর প্রণয়,—

তমসা। সে কথা ত শুনিয়াছি, বিজয়ের মুখে,
অসতী সে. দ্বিচারিণী—

শেখর। হায় মা জননী, সাধ্বী সতী,
তব নাম ধূলায় লুটায়।
না, না, মিথ্যা তাহা,
প্রভু মোর জানিয়াছে আজি।
পাপিষ্ঠ কঙ্কর—

তমসা। (সচকিত) বল. বল,—

শেখর। পাপিষ্ঠ কঙ্কর. নীরব নিশীথে,
কুমারীর শয্যাগৃহে পশি—
চুরি করে স্বর্ণহার, কণ্ঠ হতে তাঁর,
তাহা লয়ে, কহে গিয়া, প্রভুরে আমার,—
সে পাপ রসনা.
সেই কালে ভস্মীভূত হলনাক হায়,
উচ্চারিল যবে মিথ্যা সতী-অপবাদ—

তমসা। কি হইল, বল মোরে—

শেখর। কহে গিয়া পাপিষ্ঠ কঙ্কর,
ব্যভিচারে স্বর্ণহার লভি,
ফিরিতেছি অলকা হইতে।

তমসা। উঃ! (অবসন্নভাবে প্রস্থান)

শেখর। একি!
কোথা যায়, সুদর্শন—
তবে কি সন্দেহ সত্য ?
সুদর্শন-বেশে ফিরিতেছে, মা জননী!
সেই কণ্ঠস্বর, সেই মুখ, সেই সব।
দেখি, তবে হইল দেখিতে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির-সম্মুখ।

সুরমা আসীনা।

সুরমা। (গীত)

আহা, শাখী-পরে গাহে বিহগিনী!
মধুর স্বরেতে পরাণ-তোষিণী!
কি সুধা বরষে, গীতির পরশে
হাসিছে হরষে, চির-বিষাদিনী!
গীতি-মোহে যেন নাচে আঁখি-পরে,
মায়াপুরী, সুললিত শোভা ধরে,
পরাণেরি ব্যথা, ভেসে যায় কোথা,
বিভোরেতে নাচে, হৃদি-কমলিনী!

(গীত-সমাপ্তির পূর্ব্বে তমসার ধীরে ধীরে প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

তমসা। (স্বগত) এই যে গান হচ্ছে। আজ দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব! আহা, ইচ্ছা হচ্ছে, দৌড়ে গিয়ে সখীর গলা ধরে খানিক কাঁদি! তা হলে বুকটা যেন কিছু হালকা হয়! (অগ্রসর হইয়া) রাজ-অনুচর সুদর্শন কুমারীকে অভিবাদন কচ্ছে!

সুরমা। কে? সুদর্শন!
মম পাশে আছে প্রয়োজন?

তমসা। আছে, রাজ-বালা!

সুরমা। কহ মোরে, অসঙ্কোচে।

তমসা। সুভাষিণী, অয়ি সুলোচনা,
বিহঙ্গের মত মুক্ত প্রাণ, উদার, তোমার,
কেন সেথা বিষাদের কালি?
কিশোর বয়সে কিবা তব হৃদয়-বেদনা?
সুকুমারী, কহিবে আমারে?

সুরমা। কি বেদনা, কেমনে কহিব?
সুদর্শন, জ্বালা,
শুধু জ্বালা,
জন্মাবধি ভুঞ্জিতেছি জ্বালা, আমি
চির-দুর্ভাগিনী।

তমসা। আহা, ফেটে যায় প্রাণ!
কহিবে আমারে, কি বেদনা!

সুরমা। কি কহিব?

আজন্ম-দুঃখিনী ভুলেছিনু দুঃখ
যার প্রণয়-ছায়ায়,
রাজার কুমারী, তমসা সে
আজি হায় বিগত-জীবন !

তমসা। বিগত-জীবন ? কেমনেতে ?

সুরমা। বিমাতার হিংসা-বশে,
সুকুমার কলি,—বিকাশের পূর্ব্বে, হায়,
গিয়াছে ঝরিয়া—
আহা, সখি, সখি, কোথা তুমি,
প্রাণের তমসা ?
দেখে যাও, সুরমা আজিকে
ভুঞ্জে কি ভীষণ জ্বালা, হেথায়, ধরায় !
সত্য কহি, সুদর্শন, জীবনেতে
নাহি আকিঞ্চন !

তমসা। ও কথা বলে না, বালা !
(স্বগত) রুধিতে না পারি, অশ্রুবারি,
ধরি গলে, কহি সুরমায়, কিন্তু—না।
(প্রকাশ্যে) রাজবালা, সত্য কিবা, সখি তব
বিগত-জীবন ?

সুরমা। সত্য মিথ্যা, হয়নি প্রমাণ !
একদিন রাজপুরে নাহি হেরি তারে,
শশব্যস্ত প্রহরীর দল খোঁজে চারিদিকে

নৃপতি-আদেশে, কিন্তু হায়, কোথা !
পরে, বিশ্বজয়ী, ডাকিনী বিমাতা,
আত্মহত্যা-কালে, কহে, লিপিবশে,
বিষদানে বধিয়াছে তারে—

তমসা। (সচকিতে) রাজরাণী নাহি এ জগতে ?

সুরমা। না। পাপিনীর ললাট-লিখন,
আত্মহত্যা, অপঘাত, মরণের দ্বার !

তমসা। সত্য তবে, কহি সুলোচনে,
মোর মনে লয়, জীবিতা তমসা !

সুরমা। কেন ? কেন ? কহ।

তমসা। শুন তবে হল বহু দিন,
রমণীর মৃতদেহ হেরি অলকায়,
জানিলাম, রাজবালা তমসা সে,
জানিতাম, ওষধির লতা,
তারি বশে বাঁচায়েছি কুমারীরে।
কিছু দিন ছিল সে যে মোদের আলয়ে,
তার পরে......কোথা চলে গেল,
না পাই নির্ণয়।
আহা, কত যে বিষাদ-গান গাহিত সে,
আমাদের কাননেতে বসি !
ভ্রাতৃসম মোরে বাসিত সে ভাল,
শিখায়েছে দু-একটী সঙ্গীত মধুর,

অভিমানে প্রেম-নিরাশায় কত যে কাঁদিত বালা,-
আহা, গাহিত সে,—

সুরমা। কি গাহিত ?

তমসা। শুন তবে, গাহি আমি—

(গীত)

ভৈরবী—একতালা।

(ওগো) ধরণী এ শুধু ছলাময়,
প্রেম-আশা ভালবাসা, ক দিন সে রয় ?
(হেথা) যে যত ভালবাসে, সে তত কাঁদে শেষে,
বিচ্ছেদে প্রাণের জ্বালায় জ্বলে অবশেষে,
নীরবে জীবন ত্যজে অযতনে হায় !—

সুরমা। একি—একি, সুদর্শন,
অশ্রু কেন নয়নে তোমার ?

তমসা। এমনি দুর্ব্বল হৃদি,—
বিলাপের গানে,
অজ্ঞাতে নয়নে মোর অশ্রু ঝরে।

সুরমা। কি মহান্ উদার হৃদয় !
তুমি যদি হতে নারী, ভ্রম হত তমসা বলিয়া,
সেই ছবি, সেই কণ্ঠস্বর !
তার পর, কোথা গেল ?
কেন তুমি অন্বেষণ করিলে না তার ?

তমসা। তবে শুন রাজবালা,

সত্য কহি তব পাশে,
পিত্রালয়ে যবে সে আছিল,
অভাগিনী জননী আমার,
বড় ভালবাসিত তাহারে,
কহিল আমার সনে দিবে পরিণয়—
কিন্তু তমসা, কাতরস্বরে কহিল আমায়,
প্রাণ মন নহে আর তার, সব দেছে
বিজয়ের পায়,
এই কথা শুনি দিয়াছি আশ্বাস,
তাহারে বিবাহ করি দিব না যাতনা !

সুরমা। কি কোমল হৃদয় তোমার !
যাব আমি তব সাথে,
তমসারে আনিব হেথায়।
বল, বল, লয়ে যাবে মোরে ?

তমসা। লয়ে যাব, কিন্তু—

সুরমা। কিন্তু কি ?

তমসা। অগ্রে রাজবালা,
সঁপ মোরে নিজ প্রাণ-মন—

সুরমা। ছি, ছি (লজ্জানতমুখী)

তমসা। শোন, যে অবধি হেরেছি তোমায়,
অস্থির হয়েছি আমি, ব্যাকুল, উন্মাদ,
ধরি পায়, হে সুন্দরী, দাস আমি তব।

সুরমা। ছি ছি, এ কি কথা!

(প্রস্থান)

তমসা। কোমলিনী সহচরী মোর,
মোর তরে বিষাদেতে সারা,
সদা অশ্রু নয়নের কোণে,
অচপল হৃদয়েতে দেখিতেছি সব!
হেথা কন্যা-শোকে কাতর জনক,
পাপীয়সী তমসা রে তুই,
অকাতরে আছিস্ দাঁড়ায়ে!
এমনই পাষাণে গড়া এ হৃদয় তোর!
হোথা মোর প্রাণের বিজয়,
মোর তরে শোকে সারা,
উন্মাদের মত করে অন্বেষণ,
তাও আমি দেখিতেছি সুখে!
রমণীর কোমল অন্তর বটে!
দূর হোক্, ভেঙ্গে ফেলি এ নির্দ্দয়,
ছদ্মবেশে পাষাণের খেলা!
সব কথা খুলে বলি, বেশ ফেলি দূরে,
পুরুষের বেশ বটে—রমণী-অন্তর,—
কেমনেতে সহি হাহাকার?
তমসা রে, রঙ্গময়ি,
রঙ্গ তোর এইখানে কর্ অবসান।

কিন্তু বিষাদের যবনিকা তুলি,
সুখের আনন্দ-ভূমি দেখাবার আগে,
আর এক খেলা খেলি, সরস কৌতুক!
এই শেষ খেলা—
তার পর আপনার আমিত্বের মাঝে
ব্যগ্র সুখে ঝাঁপ দিই চিরকাল তরে!

(প্রস্থান)

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। কোথাও সন্ধান নাহি মিলে তমসার।
প্রেয়সীরে ফিরে যদি পাই,
বক্ষে তার অশ্রু ফেলি মাগি ক্ষমা.
নিশি-দিন ধরি—
ওহো, কি নির্দ্দয়, আমার হৃদয়!
সুদর্শন কহে মোরে—
জানে সেই তমসা-সন্ধান!
কিন্তু দুষ্ট মূর্দ্ধাবশে চপল বালক
কহিবে না মোরে এবে,
কহে, যবে ইচ্ছা হবে তার,
আনিয়া সে দিবে তমসারে।
জীবিতা তমসা
শেখর সে, বুদ্ধি আছে—
হিতাহিত-জ্ঞান আছে, মুর্খ নহে।

যদি মূর্খ হত সে অবোধ, আমারই মত,
কি হত তা'হলে?
সর্ব্বনাশ হইত আমার।
রাজ্য, প্রাণ, সব বিসর্জ্জিয়া,
ফিরিয়া পেতাম না'ক, জীবনের ধনে!
সুদর্শন-পাশে যাই, মোহিনী সে জানে,
শান্তি পাই এ অশান্তি-মাঝে,
তার সনে আলাপনে!
রণ অবসান আজি যবনের সনে!
নৃপতি আদেশ দেছে,
অবিলম্বে অলকায় যাইবে ফিরিয়া।
মন্দ্রায় যাব আমি, কয়েছি রাজারে,
কিন্তু তাঁর অনুরোধ, অলকায় যেতে,
তাঁর সনে—
হায়, হায়, কোথা যাব আমি?
যদি কভু পাই তমসারে,
তবে পুন ফিরি অলকায়,
লোকালয়ে দেখাইব মুখ,
তবে শান্তি মিলিবে এ হৃদে—
নহিলে, এ তুচ্ছ প্রাণে নাহি প্রয়োজন।

•

(জিতেন্দ্রজিৎ ও তমসার প্রবেশ)

জিতেন্দ্র। সত্য কথা কহ, সুদর্শন,
জীবিতা তমসা—
পিশাচীর হিংসা-বিষে
নাহি ত্যজিয়াছে প্রাণ ?
বল, বল, সত্য কথা,
তোমার আলয়ে তমসারে রেখেছিলে,
পরম যতনে ?
তারপর কোথা গেল ?
যাও, যাও, এনে দাও তারে,
যাহা চাহ, তাই দিব পুরস্কার।

তমসা। মহারাজ—
এত স্নেহ, অধমের প্রতি ?
কর্ত্তব্যের তরে পুরস্কার দিবে ?
তমসার প্রাণ-রক্ষা উচিত-কর্ত্তব্য মোর,
তাহার সন্ধান না করিলে পাপ হবে,
কর্ত্তব্য-পালন তরে পুরস্কারে নাহি আকিঞ্চন !

জিতেন্দ্র। সুদর্শন, তব সম হ'ত যদি সবে
এ ধরায়, উদার, মহান্ হেন,
তাহা হলে কবি-কল্পনার স্বর্গ,
আকাশের পরে নাহি হত,
হত সে এ ধরামাঝে !

যাও তবে, তমসারে আন ত্বরা হেথা,
ব্যাকুল পরাণ বড়, দুহিতার লাগি,
যত লোক চাহ, লয়ে যাও।

তমসা। মহারাজ, ক্ষম অপরাধ।
আজ নহে,
রাজ্যে চল ফিরি,
সেথা কর সভার আহ্বান,
আমি হেথা করিব সন্ধান তার,
স্থির জেনো মনে,
অবিলম্বে তমসারে,
এনে দিব আপনার পায়।

জিতেন্দ্র। তমসারে যদি পাই ফিরে,
কত সুখী, কত সুখী হই,
বলিতে না পারি,
সুদর্শন—এস, এস শিবিরের মাঝে,
পরামর্শ যুক্তি আছে, করিতে নির্ণয়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অলকা। রাজপথ।

(পুষ্পমাল্য হস্তে গান করিতে করিতে মাঙ্গলিক ব্রতধারিণীগণের প্রবেশ)

ব্রতধারিণীগণ। (গীত)

ইমন—ঢিমে-তেতালা।

(আজি) অতীত বিষাদ, দুঃখ অবসাদ সুখে ভরা সারা ধরণী,
হাসিছে প্রকৃতি, হাসিছে নিকর, হাসে নদী পুত-বরণী।
দিবা হাসে, হের হাসে রবি শশী,
রণ-অবসানে বিজয়ের হাসি,
হাসিছে গগন, হাসিছে পবন, তিমির-বসনা রজনী,
ফিরে আসে সবে বিজয়-গরবে
অরি জয় করি মধু কলরবে,
বীরগলে আজি মালা দেহ সবে, যাচি শুভ, সতী কামিনী।

(প্রস্থান)

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১। উঃ, আমোদে হৈ চৈ পড়ে গেছে, রাজ্যময়। মোছনমানদের সঙ্গে যুদ্ধে যে এবার জয় হবে, তাকি কারও মনে ছিল! বিশেষ যখন কটা পাষণ্ড অমাত্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কিন্তু সেনাপতি মশায়ের ভারী ক্ষমতা—

২। যা বলেছ! উঃ, এখন সমস্ত রাজত্বখানা যেন হাসছে, আবার একটা কথা শুনেছ—

৩। কি? কি?

২। রাজকুমারীর নাকি সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই যে ছোকরা সুদর্শন, আহা বেশ লোক, যেমন রূপ, তেমনি গুণ,—সত্যি ভাই, রাজা রাজড়ার ঘরের মত চেহারা দেখলুম! তা সে নাকি অনেক সন্ধানে রাজকুমারীকে খুঁজে পেয়েছে; আহা, বিমাতার অত্যাচারে সরলা কুমারী নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় চলে গেলেন, রাজ্যে কি আর সুখশান্তি ছিল?

৩। ঠিক দাদা! কোত্থেকে একটা অলক্ষ্মী এসে যেন হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। এর মাথা যায় ত, ওর মাথা যায়, আর সেই শালা বেটা, উঃ, যেন সাক্ষাৎ শকুনি ছিল। আচ্ছা, সে কোথায় গেল, বলতে পার?

২। সে ভগ্নীর অবস্থা দেখে চম্পট দিয়েছে আর কি!

১। আরে না, না! সে নাকি বনে গিয়েছিল কি কর্ত্তে। বনেতে নাকি কার সঙ্গে ঝগড়া হয়, সে আর আস্ত রাখেনি,—একদম কেটে কুটে শালাকে ফুলের মালা পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

৩। সত্যি নাকি?

২। দাদা, পাপের শাস্তি এই পৃথিবীতেই হয়। পাপ করে বেঁচে যাবে, সেটি এ বিধাতার রাজ্যে হচ্ছে না, তবু যে কেন অধর্ম্ম ক'রে লোকে ভুগে মরে, তা ত বুঝতে পারি না—

৩। ও শয়তানীর মজাই ঐ! রাজকুমারী ত আজ এখানে আস্‌ছেন! শুনছি, মন্দুরার রাজার সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে, এই দেখ্‌না, কবে নবৎখানায় সাহানায় বাঁশী বেজে ওঠে।

১। হাঁ, হাঁ, আর ভিতরকার কথা ত জাননা, দাদা!

উভয়ে। কি দাদা ? কি দাদা ?

১। আমাদের রাজকুমারের আজ প্রায় ষোল সতের বৎসর হতে চল্ল, কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায়নি ? তাঁকে নাকি কোন সন্ন্যাসী পালন করেছিলেন, তিনি তাঁকে নিয়ে আসছেন—

উভয়ে। এ্যাঁ, বল কি ? ভারী মজা ত তাহলে। শনির দশা একদম ফরসা হয়ে গেছে দেখছি। এ যে বৃহস্পতির দশা. ভরপুর ! রাজসভায় সকলে যাচ্ছ ত ?

১। নিশ্চয়। রাজকুমার রাজকুমারীকে যতক্ষণ না চোখে দেখছি, ততক্ষণ প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

২। যা বলেছ ! এত আমোদ প্রাণে যেন ধর্চ্ছে না। একটা কিছু বিরাট ব্যাপার করে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

৩। বৌটা আজ ক'মাস ধরে নূতন গহনা চাচ্ছে, আমিত রাজসভা থেকে ফিরে গিয়েই, সেকরা ডেকে তার কোমরের চন্দ্রহারের ফরমাস দিয়ে দোব। এতে ভিটেই বেচতে হয়, আর গারদেই যেতে হয়—

১। যা বলেছিস্ ভাইরে আমার ! কিনে রাখলি একেবারে। খাসা মতলব বার করেছিস ত ! তা এখানে আর দাঁড়িয়ে গোল করে না। রাজসভায় যাওয়া যাক্, মস্ত দরবার বসেছে, রাজ্যময় সুখের স্রোত বইছে—

(অপর নাগরিকের প্রবেশ)

৪। কি দাদা—সব চলেছ, কোথায় ?

২। এই এক পাগল দেখ ! বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়সীর ঘুম নেই, তাই আর কি !

৪। বল না দাদা, কোথায় চলেছ—

৩। সে বিস্তর কথা। সঙ্গে এস না, বলতে বলতে যাচ্ছি—

৪। বেশ দাদা, তাই চল, তাই চল—এখানে ছিলুম না, কদিন শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলুম—বৌকে আনতে। এইত আসছি। এসেই নেশার আশায় তোমার ওখানে যাচ্ছি—

১। দূর বেটা, ভোগোল—এখন আর নেশাটেশা নয়।

২। রাজবাড়িতে যদি ফূর্ত্তিতে দিন কাটাতে চাস, তাহলে নেশা ছাড়্—

৪। কেন, দাদা? কেন, দাদা?

৩। চল্‌না, পথে যেতে যেতে বলছি। (সকলের কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান)

(ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও কনকের প্রবেশ)

ব্রহ্মানন্দ। এস বৎস!

রাজপুত্রে দেখাইব আজি!

হারানিধি, রাজার কুমার—কতদিন পরে

আসিয়াছে রাজত্বে আপন।

কনক। রাজার কুমারে হেরি, কি হবে আমার?

গুরুদেব, এ রহস্য বুঝিতে না পারি।

ব্রহ্মানন্দ। অবিলম্বে বুঝিবে, কনক! এস ত্বরা!

(উভয়ের প্রস্থান)

—০—

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা।

(জিতেন্দ্রজিৎ, তমসা, বিজয়, সুরমা, শেখর, সভাসদগণ,
ও নাগরিকবর্গ আসীন)

তমসা। মহারাজ, আর বার বল—
তমসার মিলেছে সন্ধান—
কটি প্রশ্ন সুধাবার ভার দেছে মোরে,—
আনিলে তাহারে, কহ, করিবে ত ক্ষমা ?

জিতেন্দ্র। নিঃসন্দেহ করিয়াছি ক্ষমা—
স্নেহে যদি ক্ষমে সে আমায়,
তবেই জানিব বটে,
মাতৃ-হৃদি তার হৃদে পূর্ণ বিকশিত !

তমসা। আনিলে তাহারে,
বিজয়ের সনে পরিণয় দিবে তার ?

জিতেন্দ্র। কি আছে, সংশয় তায় ?

তমসা। (বিজয়ের প্রতি) কহ মোরে,
সর্ব্ব দোষ তমসার করিয়াছ ক্ষমা ?
পত্নীত্বে গ্রহণ তারে করিবে বিজয় ?

বিজয়। পূর্ণ প্রেম-বলে !
তমসা সে ক্ষমা যদি করেগো আমায়,
চিরতরে কৃতজ্ঞ রহিব আমি

তমসা। ছি ছি, ও কথা বলো না,
সাধ্বী সে তমসা যদি এ কথা শুনিত,
লজ্জা হত তার।
তুমি তার দেবতার মত—
সেই মত ভক্তি-অনুরাগ তার আছে তব প্রতি !

বিজয়। কত কথা জানে যে বালক,
চপলতা মূর্ত্তিমান যেন !

সুরমা। (স্বগত) আহা, ফিরে পাব তমসারে আজি,
কারে আমি দেখাইব অন্তর আমার,
কি আনন্দ নাচিছে তথায় !

জিতেন্দ্র। আসিছে সন্ন্যাসী দূরে—
কহে না কি—এনে দিবে,
হৃত পুত্র মোর,
কত বর্ষ হল—কথা কহে বাতুলের মত !

তমসা। একি ! কনক দাদা !

(ব্রহ্মানন্দস্বামী ও কনকের প্রবেশ)

সুরমা। (স্বগত) মরি, মরি, কি সুন্দর তাপস-কুমার !
তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ, যেন কার্ত্তিকেয়,
যাচে প্রাণ, দাসী হয়ে লুটাইতে পায়—
এ কি হল ? একি ব্যাকুলতা আজি প্রাণে ?
স্থির হরে চঞ্চল হৃদয় মোর,
ওরে ওরে আশা-কুহকিনী,
কোথা লয়ে যাস মোরে ?

ব্রহ্মানন্দ। জয় হোক্, মহারাজ!

জিতেন্দ্র। (সিংহাসন হইতে উত্থানান্তে অভিবাদন পূর্ব্বক)
সাধু-পাদস্পর্শে আজি পবিত্র এ পুরী।
(স্বগত) কেবা এই নবীন তাপস?
স্নেহে আর্দ্র হৃদয় আমার,
সাধ যায়, আলিঙ্গন করি,
বাৎসল্য বিকাশ হয় আমার হৃদয়ে,
হেরি এই তাপস-কুমারে!

কনক। (স্বগত) মরি, মরি, ভুবন-মোহিনী,
কেবা এই মাধুরী প্রতিমা?
তাপসের প্রাণে আজি এ কি এল নূতন প্লাবন!
বাসনার খরস্রোতে ভেসে যায় প্রাণ,
সাধ হয়, সর্ব্বস্ব আমার,
সঁপি, এই মোহিনীর করে,
(প্রকাশ্যে) একি—সুদর্শন হেথা?—
সুদর্শন, ভাই, ভাই—

তমসা। দাদা, দাদা— (উভয়ের আলিঙ্গন ও জনান্তিকে
আলাপ-অভিনয়)

জিতেন্দ্র। আহা, কি সুন্দর সাজিয়াছে,
যেন যুথি-মল্লিকার কলি,
ফুটিয়াছে একবৃন্তে!

ব্রহ্মানন্দ। একি—সুদর্শন হেথা ?—
তমসা। পিতা, পিতা—(প্রণাম)
ব্রহ্মানন্দ। জয়োঽস্তু—
সব কথা শুনিব পশ্চাতে!
মহারাজ, মনে পড়ে,
কোন্ কথা কয়েছিনু, সেই বনমাঝে—
জিতেন্দ্র। পড়ে মনে—হে দেব মহান্,
কহ মোরে, কোথা মোর স্নেহের তনয়—
মিলেছে কি তাহার সন্ধান ?
ব্রহ্মানন্দ। মিলিয়াছে, মহারাজ—
কনক, হেথা এস।
(কনকের হস্ত ধরিয়া নৃপতির দিকে অগ্রসর হইয়া)
মহারাজ! একদিন সস্নেহে যাহারে করেছি পালন,
আপনার হাতে আজি তারে
সঁপিলাম—ভক্তি-পূর্ণ বিনয়ী কুমার,
শাস্ত্রদর্শী, শস্ত্রজ্ঞানী অলকার যুবরাজে—
জিতেন্দ্র। অদ্ভুত সমস্যা, ঋষি—এ কি মোর সেই হারানিধি ?
ব্রহ্মানন্দ। সে—ই মহারাজ,
তীর্থ-ভ্রমণের পথে—কত বর্ষ হল আজি—
দস্যু এক করিল হরণ—
প্রাণে তব শোকানল জ্বালি'—
কিছু দিন গত হল—পঞ্চবর্ষ কুমার যখন,

বুঝিতে না পারি, বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা—
দস্যুপতি অনুতাপে দহি'—
আমার সকাশে আসি পাপ কথা কহিল বিস্তারি,
এমনই অদৃষ্ট-চক্র! মাগে শাস্তি—
কুমারেরে দিল সঁপি আমার করেতে,
তার পরে উন্মাদের রোগে ঘেরিল তাহারে,
আমার আশ্রমে দস্যু ত্যজিল জীবন!
মৃত্যুকালে শুধু কয়েছিল সকাতর স্বরে,
"মোর সম পাপী নাহি পৃথিবীর মাঝে—
অর্থ নহে, নৃপতির শিরোমণি,
হৃদয়-শোণিত, আমি করেছি হরণ,
হরিয়াছি অলকার বংশধর নৃপে!"
কনক বালক তবে—
আধ আধ ভাষ, মোহিনী মায়ায়
ভুলাইল পাষাণের মন,
সেইকালে বালকেরে হেরি—দূর হল
আমার হৃদয় হতে তম-যবনিকা!
বুঝিলাম সার সত্য, বৈরাগ যোগ কিছু নহে;
এ জগতে স্নেহ, প্রেম, একমাত্র নিত্য সত্য,
যদি কভু বিধাত'রে লভিবারে পারে নর,
পারিবে সে স্নেহের বন্ধনে শুধু—
মহারাজ, কনকেরে এতকাল পরম যতনে,

শিক্ষা দিছি আপনার সাধ্যমত—
অলকার ভবিষ্য ভূপতি,
সর্ব্বগুণে বিভূষিত পিতার সমান!

সকলে। কি অদ্ভুত বিধাতার খেলা!

জিতেন্দ্র। মুনিবর, শৈশবেতে ক্রীড়াকালে,
দৈববশে কনকের বামপদ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি,
অর্দ্ধছিন্ন হয়েছিল, আছে এ স্মরণ,
সে চিহ্ন হেরিলে, সন্দেহ না রবে কিছু!
আর তার পৃষ্ঠদেশে রক্তবর্ণ তিল-চিহ্ন আছে,
রক্ত তারকার মত—মঙ্গল গ্রহটী যেন!
দেখি (চিহ্ন-দর্শনে)—
না না, সংশয় নাহিক কিছু,—
মুনিবর, দিলে প্রাণে মহান্ আনন্দ আজি!
হারানিধি—লভিনু আজিকে—
অশোকা, প্রেয়সী, কোথা তুমি আজি এ সময়?
এস বৎস, দেহ আলিঙ্গন, শোকতপ্ত জনকে তোমার!
(আলিঙ্গন)

কনক। পিতা! পিতা — (প্রণাম)

সকলে। জয় যুবরাজের জয়!—

তমসা। এ কি! এ কি দেখি আমি?
স্বপ্ন এ কি—না না, সব সত্য,
জাগ্রত রয়েছি আমি,
কনক—দাদা—দাদা—

কনক। ভাই সুদর্শন—স্নেহের রতন—

তমসা। তুমি মোর সহোদর,
মহারাজ, পিতা, আনি তমসারে।

(প্রস্থান)

জিতেন্দ্র। সুদর্শন তনয়-সমান,
আজ কত সুখ বৃদ্ধের হৃদয়ে !
তনয়-তনয়া পাই,—বহু ভাগ্যবান্ আমি !
সুরমা, মা আমার,—
এস হেথা, সম্মুখে আমার—
চিরদিন আপন তনয়া সম হেরিয়াছি তোরে,
এবার করিব তোরে আপনার জন—
কনকের সাথে—

সুরমা। (স্বগত) এ কি লজ্জা—

জিতেন্দ্র। ঐ হেথা আসিছে তমসা—
আয় মা, আয় মা, তাপিত জনকে তোর কর্‌রে শীতল।

(তমসার নিজ বেশে প্রবেশ)

তমসা। পিতা, ক্ষমা মাগে, দুহিতা তোমার !

জিতেন্দ্র। সে কি বৎসে, হেন কথা বলোনাক আর—
এসেছিস মা আমার ? এতদিনে পড়িল কি মনে,
হৃদিহীন জনকেরে তোর,
স্নেহ-অনুরাগ ভুলি, এতদিন কোথা ছিলি
জননী আমার ?

আয় মা তমসা, আয়, দেখ্ হেথা, নিরুদ্দিষ্ট
সহোদর তোর এসেছে ফিরিয়া।

তমসা। এঁ্যা দাদা! দাদ, দাদা—

কনক। বোন্, বোন্—

সুরমা। তমসা, সখি— (আলিঙ্গন)

জিতেন্দ্র। সুদর্শন কোথা গেল এবে!

ব্রহ্মানন্দ। চপল বালক কত খেলা জানে, বুঝিতে না পারি!

তমসা। পিতা, ক্ষমা কর মোরে,
ভ্রাতা, ক্ষমা কর ভগিনীরে তব,
পতি, ক্ষম মোরে,
সখী, তুমিও করহ ক্ষমা তমসারে আজি—
(ব্রহ্মানন্দের প্রতি) পিতা, ক্ষম মোর চপলতা—
সকলের কাছে আমি করিয়াছি দোষ,
করেছিনু আপন গোপন—
সুদর্শন আর কেহ নহে,
অভাগী তমসা সেই!

সকলে। কি আশ্চর্য্য ছদ্মবেশ!

শেখর। মা জননী—
দাস তবে ভেবেছিল ঠিক।

তমসা। শেখর, শেখর—
তব কথা তমসা না ভুলিবে কখনো—

জিতেন্দ্র। আজি কত সুখী আমি!

বিধাতার একি এ করুণা—
বৃদ্ধ আমি, সুখী হব পুনঃ,
ভাবি নাই কোনদিন !
আহা, আজ যদি থাকিত অশোকা—

বিজয়। (জনান্তিকে) তমসা, তমসা,
ক্ষমা কর মোরে প্রিয়তমে।

তমসা। (জনান্তিকে) ও কি কথা বল প্রাণেশ্বর ?
আমি দাসী তব,
কোন অপরাধ নাহি,
সব কথা শুনিয়াছে দাসী—
পাপিষ্ঠ কঙ্কর—

বিজয়। (জনান্তিকে) থাক্ সে পাপীর কথা।

জিতেন্দ্র। (ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত পরামর্শান্তে)
শুন তবে সভাসদগণ,
বিজয়ের করে দিব তমসারে মোর,
চিরদিন অভীষ্ট আমার,—
আজি তা সফল হল।
আর সুরমা—অকৃত্রিম সেবা-যত্নে
হরিয়াছে চিত্ত মোর,
আপনার পিতা সম ভালবাসে মোরে,
রমণী-রতন, সেই সুরমারে,
কনকের হাতে দিব, শুভ দিন দেখি,—

হেন গুণবতী, সিংহাসন
শোভা পাবে তারে ধরি !
উপযুক্ত পুত্র মম, পুত্র-বধূ যোগ্য তার !
মন্ত্রী, আদেশ প্রচার কর—
নগরের মাঝে আনন্দ করুক সবে।
হেন শান্তি-সাথে, কোন রণ
হয় নাই অবসান কভু !
আহা, অশোকা, কোথায় রহিলে তুমি !

ব্রহ্মানন্দ। আর কোথা ? স্বর্গ এই অলকা নগরী !

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। (গীত)

ভৈরবী—ফেরতা।

দুঃখের পরে যে সুখ আসে, কত সেগো মধুময়,
নিশার পরে কোমল উষা, শান্তি-ভরা মলয় বয়!
আজ রতন-সাথে মিলেছে রতন,
প্রেম নহেগো যেমন-তেমন ধন,
প্রেমের হাসি, হয় না বাসি, চিরকাল সে অটুট রয়।
ধরায় শুধু হাসি-খেলা,
শুধু হেথা প্রণয়-মেলা,
হেসে, সুখে, থাকি সবাই, নাহি জ্বালা-বিষাদ-ভয়!
আপনি হাস, বিলাও হাসি,
তোল শুধু সুধার রাশি,
রেশারিশি ছাড়, জেনো, হেথা শুধু প্রেমের জয়।

যবনিকা।